১১১

লিকে হিলোলত নীলতিমিরেঠলুগোই। নীলনলিনিযেছে শ্যামরসাগ্ররে লখইনাপারইকো
ই॥ নীলভ্রমরগণ পরিমলেধাবই চৌদিশেকরতঝঙ্কার। গোবিন্দদাস অতত্র অনু
মানই রাইঠললিঅভিসার॥৫॥ কেদার॥ রতিসুখশয়ন সাজিসহচরিমিলি রাই
রহলিনবকুঞ্জে। খেনে২ভাবিনি মনহিবিচারত বিবিধমনোরথপুঞ্জে॥ রসময়না

গরকান। সঙ্কেতজানি দূতিবচনামৃতে সংভ্রমে করলপয়ান॥ ধ্রু॥ রসময়আ
নন শশধরসুন্দর নয়নচকোরকবাস। অপরূপাসোই চপলভলকামিনি সুখপাঙ্কজ
মধুআশ॥ মনমথমথই মনোরথমন্দিরে হরিমনজলধিবিথার। কহেহরিবল্লভ অবজনি ২২
উপজয়ে কেলিঅমৃতরসসার॥৬॥ পাম্নিদূতিকৃষ্ণমুপাদিদেশ॥ কামোদ॥ বুঝিব
পদুতা। চয়নপানআজ। রইমনিরতনে আনলিবডিযতনে বাঁচিসবরমনিসমাজ॥ শিরিষকুসু

মতনি অতিসুকুমারিধনি আলিঙ্গবিদূঢঅনুরাগে। নির্ভরেকরবিকেলি কেহোনাহি
মিলন। বুঝেমেলিভ্রমরভরেমঞ্জুরীনাভাঙ্গে॥ পিরিতিকিবোলি নিকটেবৈঠাওবি নখহানি
আনবিকোর। আহাউঁহকরেধনি কপাটেহ্নলবিজনি যদিকহকাতরাবোল॥ ৭॥
বড়ারি॥ আন্তলমাধব প্যাণ্ডলধাম। সংভ্রমেজাগল মনমথগাম॥ ধনিমুখচাকির

০০০

খলু যমুনার ধারে। কালিয়াবরণ এক মানুষ আকার গো বিকাইলুঁ তার আশের ঠারে॥ শ্যাম ঠেকনিয়া দে রমনির মিলকে প্রতিঅঙ্গে ঝলকে দামুনি। ত্রিভুবন বিঠিত্র ঠাম দে খিয়া কাঁপায়ে কাম কান্দে কত কুলের রমণি॥ না জানি না শুনি তায় সেবা কোনা দেবতায় তেহিতে সে তাহার হেন রীত। জ্ঞানদাস সে তে কয় না করিলে পরিঠয় কি জানিবে তাহার চরিত॥৩॥ শ্যামারাধামাহ॥ মল্লার॥ রূপ দেখমিয়া বন্ধুরে আপনা দিয়া ইহার যৌবনে জীবনে কিবা কাজ। যদি না ধর আমার বোল পাছে পাবে লাজ॥ পীঠেতে পাটের থোপা তাহে সোনার ঝাঁপা। কুন্তলে বকুলমালা গন্ধরাজ ঠাঁপা॥ নটবর বেশ কানুর হাথে মোহন বেণু। পীতধড়া পরিধান ভুরু কামধনু॥ আখির অঞ্চল নাচায় ঠঞ্চল তাহে বারি খেয়ে বান। হিয়ার ভিতর করে বেঝা যেখানে পরাণ॥ যে ধনি তাহার নয় সে তারে দেখিলে। শ্রবণে মকর কুণ্ডল মন ধরি গেলে॥ বংশীবদনে কহে এই কথা দঢ়। বিলম্ব না কর বেশ বনাইয়া নড়॥৪॥ কামোদ॥ নীলিম মৃগমদে তনু অনুরঞ্জই নীলিম হার উজোর। নীল বলয়গণ ভুজযুগ মণ্ডিত পহিরণে নীল [illegible]॥ সুন্দরি হরি অভিসার কি লাগি। নব অনুরাগে গোরি ভেলি সাঙরি কুঞ্জ যামিনি ভয় ভাগি॥ ধ্রু॥ নীল অলককুল অ

নাহিফুটে। দরসনপরসে কতেকসুখউঠে ॥৭॥ ভূপালি ॥ রতিরসে অতিসয় মাতলনাহ। অ
মিয়াসরোবরে করিঅবগাহ ॥ সহজেনিরঙ্কুশ নাগরনাগ। তাহেমদননৃপ কৌতুকলাগ ॥
করগহিরাখত যুগলঠকোরা। দংশই সরসিজ রাখবাকেবা ॥ কতহিহিলোরউঠাতত্তর
ঙ্গে। ডুবহিকবহুঁ আনন্দতরঙ্গে ॥ হরিবল্লভসবসখিগণকুলে। দেখতসতত হুলাসই
ফুলে ॥৮॥ঃ॥ঃ॥ ইতিশ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ববিভাগেমধ্যাবর্ণনেসপ্তমীক্ষণদা ॥
৭॥ঃ॥০॥ শ্রীঃ ॥ অপরূপহেমমণিভাষ। অখিলভুবনপরকাশ ॥ চৌদিগেপারিষদতারা।
দূরকরু কলিআন্ধিআরা ॥ অভিনবগৌরদ্বিজরাজ। উয়লনবদ্বীপমাঝ ॥ পুলকিতথিরচর ১৪
জাতি। প্রেমঅমিয়ারসেমাতি ॥ কেহোবিধুমনিসমকান্দে। কেহোহাসেকুমুদিনিছান্দে ॥
গোবিন্দদাসঠকোর। রুচিলবালাগিরিভোর ॥ ১ ॥ সহজেনিতাইগুণেররীতি। দেখিউন
মতজগতাতিত ॥ অবনিকম্পিতনিতাইরভরে। ডাকাঃবোলেগম্ভীরস্বরে ॥ গৌরবলিতে
মোরহীনে। কান্দেভায়ারভাবেরজনিদিনে ॥ নিতাইচরণে যেকরেআশ। বৃন্দাবনতারদা
সেরদাশ ॥২॥ রাধাহ ॥ধানষী ॥ কাহেকানু ঘন২ আয়তযায়ত ফিরি২বয়ননেহারি।
হাসি২মুখশশি উগরেঅমিয়ারাশী কিতোহেকহলমুছারি ॥ধ্রুঃ॥ সজনিকহহকিছুবচন

অবসাদে অবসন্ন হইয়া

যতবিছুরিয়েতত বিছুরানাজাই ।। বিদ্যাপতিকহে শুনবরনারি। ধৈরজকরচিত্তে মিলবমু
রারি ।। ৪ ।। দূতিপ্রাহ ।।সুহই ।। সহজহিশ্যাম সুকোমলশীতল দিনকর কিরণেমিলায় ।
সোঙনুপরশ পবনলব পরসিতে মলয়জপঙ্কসুখায় ।। সজনিকতত্রবুঝাওবনীতি । কা
নুকঠিনপথ করলআরোহন গুণে২ তোহারিপিরিতি ।। অনুখনছলনয়নে নীরনাহিতেজই

বিরহআনলেহিয়াজারি। পাঙ্কপরশে সরদ্দাকযৈছে একদেশেনিকসইবারি ।।সজ
লনলিনিদলে সেজবিছাওই সুতলঅতিঅবসাদে। জ্ঞানদাসকহে চামরঢুলাইতে অধিক
উপাজপরমাদে ।। ৫ ।।কামোদ।।প্রেমরতনখনে রমণীশিরোমণি পিয়াবিরহানলজা
নি। অন্তরজর২ নয়ননিঝরেঝর বদনেনানিকসয়েবাণি ।। আজুকিকহব হরিঅনুরাগ
। উথনেকানন চললিবিকলমন কুলধরমলাজভয়ভাগ।। মন্থরগতিঅতি চলইনাপারতি

চলতহিতবহিথুরন্ত। হিয়াঅতিধসমসি শ্বাসহিমুখশশি শ্রমজলকণ বরিখন্ত ।।সঙ্গি
নিসহচরি দূরহিপরিহরি রাইএকাকিনিকুঞ্জে। বল্লভসুরচিত হেরিজীয়াওত রূপসুধা
রসপুঞ্জে ।। ৬ ।। কেদার।। দুহুঁহিদুহাঁনিরখই নয়নেরকোনে । দুহুঁহিয়াজর২ মনমথবাণে
দুহুঁতনুপুলকিত ঘন২ কম্প ।। দুহুঁকতমদনসাগরেদেইঝম্প ।। দুহুঁ২ পিরিতি আরতি

মন্তরেচলইনাপার ॥ জয়জগতারণ কারণধাম । আনন্দকন্দনিত্যানন্দনাম ॥ ঐ ॥ গদংম ধুরমধুর বয়নামৃত লহুহাস বিকাসিতগণ্ড। পাষণ্ডখণ্ডন শ্রীভুজমণ্ডন কনকখচিতঅব লম্বনদণ্ড ॥ কলিযুগকাল ভুজঙ্গমদংশ মদগধল স্থাবরজঙ্গম দেখি। জগভরিপ্রেম সুধা রসবরিখত গোবিন্দদাসকে কাহে উপেখি ॥ ২ ॥ শ্রীরাধাহ ॥ শ্রীগান্ধার ॥ মরকতদরপ

আধার স্বরূপ।

ন বরণউজোর। হেরইতেপ্যতি অঙ্গে অনঙ্গঅগোর। নাবুঝলকিকহল অরুণনয়ান। হানলঅতএ কুসুমশরবাণ ॥ এসখিকাহে ভেটলুনন্দনন্দনা। মন্দিরগহন দহনভেলচন্দনা ॥ উঠখনেদখিন পবনভেলবাম। সহইনাপারিয়ে হিমকরনাম ॥ সাজহুসেজ কমলদল ১৩ পাঁতি। কুলবতিযুবতি লেউনিজসাতি ॥ তাহিরহলমন লোচনলাগি। ধৈরজলাজ দূরে গেলভাগি ॥ কিফলএকল বিকলপরাণ। গোবিন্দদাসকহে মীলবকান ॥ ৩ ॥ বালা ॥ কানু

হেরবকরি ছিলবহুসাধ। কানুহেরইতঅব ভেলপরমাদ ॥ তবধরি অবুধি মুগধি হামনারি। কিকরি কিবলি কিছু বুঝইনাপারি ॥ সাঙনঘনসম এদুইনয়ান। অবিরতধকধকরয়েপ রাণ ॥ কাহেলাগি সজনি দরসন ভেলা। বরকীআপনজীউ পরহাতেদেলা ॥ নাজানিয়ে কিকর মোহনচোরা। হেরইতে প্রাণ হরিলই গেও মোরা ॥ এতসবআদর গেয়োদর মাহি।

হল একপাশ । বাদরভরে শশি রহল তরাশ ।। চলু সব [illegible] সখীগণ ইঙ্গিত জানি । আরতল ব্রাহ না
ধয়ল ধনি পাণে ।। কণ্ঠলব[illegible] য়কিশ্র [illegible] বোজ । বালাকচুয়নাকহে ভয়লাজ ।। কত সে
খিজন করয়ে উপায় । ধনিমুখ চন্দ্র কবহুঁনা দেখায় ।। রতিরস পণ্ডিত নাগররঙ্গি । চাপি
ধয়ল ধনি বেণিভুজঙ্গি ।। দাহিনহাত চিবুকগাহি রাখে । সম্ভ্রমে বদন ইন্দুরস তাখে ।। নয়
নচকোর অমৃতরস পীয়ে । অপাঙ্গপাদুহুঁ কজিউ তবজীয়ে ।। শুভ তরি আনল কুসুমশয়ান
। জনম সফল মানল পাঁচবাণ ।। সঘন আলিঙ্গন নির্ভর কেলি । বন্দভ বেদগাধি সফলিত ভে
লি ।। ৮ ।।ঃ।।ঃ।। ইতিশ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ববিভাগে মুগ্ধাবর্ণনে ষষ্ঠী ক্ষণদা ।। ৬ ।।ঃ।।০ ।।
সূহই ।। সহজই কাঞ্চন গোরা । মদনমনোহর বয়েস কিশোরা ।। তাহে ধরু নটবর বেশ । প্রতি
অঙ্গে তরঙ্গিত রসের আবেশ ।। নাচত নবদ্বীপচন্দ্র । জগমন নিমগণ প্রেম আনন্দ ।। বিপুল
পুলক অবলম্বে । বিকসিত ভেল কিয় ভাবকদম্বে ।। নয়নে গলয় ঘন লোর । থনে হাসে খং
নে কান্দে ভকত হি কোর ।। রসভরে গদ২ বোল । চরণ পরশে খিতি আনন্দ হিলোর ।। পূরল
জগমন আশ । গাওত বঞ্চিত গোবিন্দদাস ।। ১ ।। বেলোয়ার ।। ডগমগ লোচন কমল ঢু
লায়ত সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার । ভায়া অভিরাম বলি ঘন২ ফুকরই গৌরপ্রে

1005

চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম ॥ কিবা জোগী নিত্যানন্দ কিবা ভক্তজ্ঞানি । জার জেই ইষ্ট সাতা হনা বোন যা কেনি ॥ কেহো কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের বনহে । গৌরবনধন মোর রহুক হৃদয়ে ॥ এতপরিহারেও জে পাপী নিন্দা করে । তবেনাথিমারো তার শীষের উপরে ॥ জয় ২ নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন । তোমার চরনে মোর রহুক শরন ॥ তোমার হইয়া জে চৈতন্যগুন গাও । জন্ম ২ তোর জেন সঙ্গতি বে চাও ॥ চৈতন্যনত্র আদি খণ্ড চৈতন্যের কথা । তাহা বেত গৌরচন্দ্র মি নিবগর্ব্বথা ॥ ইশ্বর শরীর স্থানে হইয়া বিদায় । গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥

আদি ১৩ সুনি সর্ব্বনবদ্বীপ হইলা থানন্দীত । প্রান আসি দেহে জেন হৈলা উপনীত ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান । বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ॥ ॥ ॥ ১৩ ॥ ০ ॥ ॥ ॥ আদিখণ্ড কথং দিকায়ে জেমনন্তা পরাপেন । সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তী স্তেবপন্তি সুরানয়ে ॥ যে পঠন্তি মহাভাগো বিনিষ্কান্তি পরাদবে । প্রনষ্য পিচ চেতশাং বেতিখ্যে নের হরেস্মৃতি । জন্মারত্তগর্ষা স্তোমি গমাযেত কথোদয়ং । তৎকর্ম্মতে বিষ্ণুজনে বাদীশ্বগন্তগা নক্ষ্যং ॥ ॥ ॥ ॥ ০ ॥ ইতি আদিখণ্ড সম্পূর্ন্ন্ন ॥ শুভমাদি ২৩০ তথা লিখিতং নিমকো দেশে নাস্তিক ॥ শকাব্দ ১২৪ সাল আশ্বিন ২৬০ তার শ্রীগোবিন্দদাস ॥ ১৪৪: সন ॥ ০ ॥ ০ ॥ ॥ ॥ ১৩ ॥ ॥ ১৩ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ০ ॥

৭ ৪০

1007

আলিঙ্গন করিলেন মহাহর্ষ হঞা ॥ দোহাঁর বিরহে দোহাঁর নয়নে ব্রজলে । সিঞ্চিত হইলা দোঁহে মহানন্দ স্থানে ॥ প্রভু বোলে গয়াযাত্রা সাফল
আমার । জতক্ষন দেখিলাম চরন তোমার ॥ তীর্থে পিণ্ড দিলে উদ্ধারে পিতৃগন । সেহো জারে পিণ্ড দিএ তরে সেই জন ॥ তোমা দেখিলেই মাত্র
কোটি পিতৃগন । সেইক্ষনে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন ॥ অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান । তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল বাখান ॥ সংসার সমুদ্র
হৈতে উদ্ধার আমাকে । এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমাকে ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত মধু পানে । আমারে করাও তুমি এই দানে ॥ বোলেন
ঈশ্বরপুরী সুন হে পণ্ডিত । তুমি জে ঈশ্বর অংশ জানি সুনিশ্চিত ॥ জে তোমার চরিত্র জে পাণ্ডিত্য তোমার । সেহো কি ঈশ্বর অংশ বিনে হয় আ
র ॥ জেন আমি আজি শুভ স্বপ্ন দেখিলাঙ । সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ ॥ সত্য কহি পণ্ডিত তোমার বিদ্যমানে । পরম আনন্দ পাইতে
আদি ২৩ — মা দরশনে ॥ যদবধি তোমা দেখিয়াছিলাঙ নদীয়ায় । তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায় ॥ সত্য কহি ইথে কিছু অন্য কথা নাই । কৃষ্ণ — ৭৮
দরশন সুখ তোমা দেখি পাই ॥ সুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর এই বাক্য । হাসিয়া বোলেন প্রভু মোর এই ভাগ্য ॥ এইমত করি কত মোক্ষ কৌতুক — ৭৯

সম্ভাষ । যত হৈল তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥ তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লঞা । তীর্থ শ্রাদ্ধ করিবারে চলিলা হাসিঞা ॥ ফল্গু তীর্থে
করি বালুকার পিণ্ডদান । তবে গেলা গিরিশৃঙ্গ প্রেতগয়া স্থান ॥ প্রেতগয়া শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন । দক্ষিণায় বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগন ॥
তবে উদ্ধারিতা পিতৃগন সন্তোষিয়া । দক্ষিণ মানসে চলিলেন হর্ষ হঞা ॥ তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরামগয়ায় । রামঅবতারে শ্রাদ্ধ করিলেন ত
থায় ॥ এই অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি । তবে যুধিষ্ঠির গয়ায় গেলেন শ্রীহরি ॥ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন জথায় । সেই প্রীতে

সেত্যহানদাশপদত্যাবেনীবন্তর। তাহারে অবশ্য দান করেন ঈশ্বর ॥ অতএব তাহার নাম ভকতবৎসল। আপনে হারিয়া বাঢ়াএন ভৃত্যবল ॥
সর্ব্বপরকক্ষক হেন প্রভুর চরণ। বনদেখি কেমনে ছাড়িব ভক্তগণ ॥ হেনমতে করি প্রভু জন্মের বিনাশ। পুনঃ পুনঃ তীর্থে আসি হইলা প্রকা
শ ॥ স্নান করি পিতৃদেব করিয়া অর্চ্চন। গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ গয়াতীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইলা। নমস্কার হৈলা প্রভু
ধীকে করজুড়িয়া ॥ ব্রহ্মকুণ্ডে আসি করিলেন প্রভু স্নান। যথোচিতে কৈলা পিতৃদেবের সম্মান ॥ তবে ত আইলা চক্রবেড়ের ভিতর। পাদপ
দ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বর ॥ বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণ স্থান। শ্রীচরণে মালা যেন দেউল প্রমাণে ॥ গন্ধপুষ্পধূপদীপবস্ত্রঅলঙ্
ক্কার। কত লৈয়াছেন লেখা নাহি তার ॥ চতুর্দ্দিগে দিব্যরূপ দেখি বিপ্রগণ। করিতেছেন পাদপদ্ম প্রভাব বর্ণন ॥ কাশীনাথ হৃদয়ে
ধরেন যে চরণ। যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥ বলি শিরে আবির্ভাব হইল যে চরণ। সেই এই দেখ ভাগ্যবন্ত জন ॥ তিলার্দ্ধেক
যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র। যমতার নাহি হয় অধিকার পাত্র ॥ যোগেশ্বর সভের দুর্লভ যে চরণ। সেই এই দেখ ভাগ্যবন্ত জন ॥ যে
চরণে ভাগীরথী হৈলা প্রকাশ। নিরবধি হৃদে যাঁহা না ছাড়ে দাস ॥ অনন্ত শয্যাতে অতি প্রিয় যে চরণ। সেই এই দেখ ভাগ্যবন্ত জন ॥
চরণ প্রভাব সুনি বিপ্রগণমুখে। আবিষ্ট হইলা প্রভু পরমানন্দ সুখে ॥ অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে। রোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ
দর্শনে ॥ সর্ব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র। প্রেমভক্তি প্রকাশের হৈল আরম্ভ ॥ দৈবে ঈশ্বরপুরী সেই স্থানে। আইলেন ঈশ্বর ই
চ্ছায় সেই স্থানে ॥ ঈশ্বরপুরীরে দেখি গৌরাঙ্গসুন্দর। নমস্করিলেন বড় করিয়া আদর ॥ ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।

য়েসিতানাগিযামরেসবংশেরাবন। আনিঞাছাড়িনাসিতাকেমনকারণ॥ যেয়াদেবগননিজস্থানেরবামান। সাক্ষাতেদেখহযেতোমারা
হারায়েপরান॥ অতএব যাবতআছয়েঅবতার। তাবতআমারদেহযোগপ্রতিক্ষার॥ দেহযছাড়িবার মোরএইশেসসময়। তুমিবিতে
যাবতআছয়েমহাশয়॥ এতেকনিবেদগুপ্তচিন্তেমনেমনে। খরসানকাতিএকআনিনয়তনে। আনিঞা থুইলকাতিগৃহেরভি
তরে। নিশায়এড়িমুদেহহরিষঅন্তরে॥ সর্ব্বভূতহৃদয়চান্দবিশ্বম্ভর। মুরারির চিত্তবৃত্তহইলগোচর॥ সবরে আইনপ্রভু

মুরারিভবন। সম্ভ্রমেকরিলাগুপ্তচরনবন্দন॥ আসানেবসিয়াপ্রভুকৃষ্ণকথাকহে। মুরারিগুপ্তেরেপ্রভুহইয়াসদয়॥ প্রভুবা
লেসুস্তেরাক্তকরিহআমার। গুপ্তবোলেপ্রভুমোরশরীরতোমার॥ প্রভুবোলেএতসত্যগুপ্তবোলেহয়। কাতিআনিদেহমোরেপ্রভুকাহে
কয়॥ যেকাতিথুইলাদেহছাড়িবারতরে। তাহাআনিদেহআছেঘরের ভিতরে॥ হায়হায়করিগুপ্তদুঃখমনেমানে। মিথ্যাক
থাতোমারেকহিলকোনোজনে। হেনবোলেমুরারিতবড়দেখিভোল। পরেকহিলেনেশআমিজানিহেনবোল। যেগড়িয়াদিনকা

তিতাহাআমিজানি। তাহয়ানিয়াকাতিথুইয়াছতুমি। সর্ব্বভূতঅন্তর্যামিজানেসর্ব্বস্থান। মারেগিয়াকাটারিআনিলবিদ্য
মান॥ প্রভুবোলেগুপ্তএকিতোমারবেভার। কোনদোষেআমাছাড়িতাহজাইবার॥ তুমিগেলেকাহারেলইয়ামোরখেলা। হেনবু
দ্ধিতুমিকারস্থানেপাসিখিলা॥ এখনেমুরারিমোরেদেহএইভিক্ষা। আরকভোহেনবুদ্ধিনাকরিহসিক্ষা॥ কোনেকরিমুরা
রিরেপ্রভুবিশ্বম্ভর। হস্ততুলেদিলানিজশীরেরউপর॥ মোরমাথাখাওগুপ্তমোরমাথাখাও। যদিআরবার দেহছাড়িবা

হচাও ॥ আথেবেথে মুরারি পড়িলা ভূমিতলে। পাখালিলা প্রভুর চরণ প্রেমজলে॥ স্তুতি মুরারি কান্ধে ধরিয়া চরণ। গুপ্ত কোনে করি কান্দে শচীর
নন্দন॥ যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে। তাহা বাঞ্ছে রমা অজ অনন্ত শঙ্করে॥ যদ্যপিও এসব প্রভুর গুপ্ত দাস। তথাপি গুপ্তের ভাগে
সভাকার আশ॥ প্রভু হই চাহয়ে দাসের উপভোগ। তাহাতে নাহিক নাজ এই ভক্তিযোগ॥ এসব দেবতা চৈতন্যের ভিন্ন নহে। ইহারথ
ভিন্ন কৃষ্ণ নহিব বেদে কহে॥ সেই গৌরচন্দ্র শেষরূপে মহীধরে। চতুর্মুখ রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে॥ সংহরেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচন রূপে।

আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে॥ ভিন্ন নাই ভেদ নাহি এ সকল দেবে। যে সকল দেব চৈতন্যের পদ সেবে॥ পক্ষিমাত্রে যদি বানে চৈতন্যের
নাম। সেহো সত্যে জাইবেক চৈতন্যের ধাম॥ সন্ন্যাসিও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র। জানিহ সে দুষ্ট গণ জন্মে জন্মে অন্ধ॥ যে গৌ[illegible] তপ ৭৪
স্বীর বেশে থাকে বা যোগ্যার। এই মত নিন্দক সন্ন্যাসী দুরাচার॥ নিন্দক তপস্বী বো যোগ্যারে নাহি ভেদ। দুই তে নিন্দুক বড় এই কহে বে ৭৪
দ॥ তথাহি নারদীয়ে॥ প্রকৃ২০ পতিতঃ শ্রেয় সুত্রাম্যাবেধঃ স্বয়ং। ব্রকব্র ত্রি স্বয়ং পাদ পায়ত্ত পরানপি॥ তালরে আইশ লোক তপ

স্বী দেখিতে। সাধু নিন্দা শুনি মরি জায় ভাল মতে॥ সাধু নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়। জন্ম জন্ম অধঃপাত চারি বেদে কয়॥ বাধোয়া
রে মায় এক জন্মে মারে। জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দুকে সংহরে॥ অতএব নিন্দুক তপস্বী দুরাচার। অক্রুর স্তম্ভাদি সব কৃষ্ণের বৈভ
ব। নিন্দা মাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট হয়ে গর্ন্ত সব॥ অনিন্দক হইয়া সকৃত কৃষ্ণ বোলে। সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥ চারি বেদ পড়িয়াও য
দি নিন্দা করে। জন্ম জন্ম কুম্ভি পাকে ডুবিয়া সে মরে॥ ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ। নিত্যানন্দ নিন্দা করে হবে সর্বনাশ॥

বিন্দুবনদরবিন্দপ্রদোষ্যাঁর রসে। নাগানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে।।৬

শ্রমজলদুহুতনু তরুনবপ্রেম। মাজিধোওলযৈছে নীলমনিহেম।। কহে হরিবল্লভ আলি
সমাঝ। রাখল লোচন সম্পুটমাঝ।।১১।।ঃ।।ঃ।। ইতিশ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ববিভাগে
পঞ্চমিক্ষণদা।।৬।।ঃ।।ঃ।। পাঠমুঞ্জরি।। গোবিন্দের আঙ্গেপহু নিজঅঙ্গদিয়া। গান
বৃন্দাবনগুণ আনন্দিতহঞা।। অনন্তঅনঙ্গজিনি দেহেরবলনি। মুখঠাঙ্গাকিকহিব

কিকহিতেজানি।। নাচেনগৌরাঙ্গঠাঁঞ্চ গদাধররসে। গদাধরনাচেপহু গৌরাঙ্গবিলা
সে।।১।। শ্রীগান্ধার।। এমননিতাই কোথাওদেখিনাই। অবধূতবেসেফিরে জীবেদিল
নামহরি হাসেনাচেকান্দেওরেভাই।। অদ্বৈতরসসঙ্গেরঙ্গ ধরণেনাজায়অঙ্গ গোরাপ্রেমে ধরি ১১
গদাতনুখানি। ঢুলিযায়তলে বাহুতুলিহরিবোলে দুনয়ানেবাহে নিতাইরপানি।।কপা
লে তিলকশোভে কুটিল কুন্তল লোলে গুঞ্জারআটনিকুড়াতায়। কেশরিজিনিয়াকটি
রাঙ্গা।
কটিতটেনীলধটি বাজননূপুরবাজেপায়।। কেকহু নিতাইরগুণ জীবাদেখিসকরুণ
হরিনামেজগততারিল। মদনমদেতেঅন্ধ বিষয়েরহলবন্ধ হেননিতাইভজিতেনাপা
ইল।।২।। শ্রীরাধাপ্যাহ।। নিতি২ আমিজাই এমনকভুতাদেখিনাই কিখেনেবাঢালাম
পাজলে। গুরুয়াগরবকুল নাসাইতেকুলবতীর কলঙ্কআগে২বুলে।। বড়িমাই কিপে
চলে।

হামদেওব তোহেঁউপদেশ ।। পাহিলহিঁ বৈঠবি শয়নকসীম । হেরিপিয়ামুখ মোড়বিগী
ম ।। পরসিতেদুইকরে ঠেলবিপাণি । মৌনকরববিপহুঁ পুছইতেবাণি ।। বহুবিধচাটু
করয়েজদিনাহ । বিহসিবুঝাওবি রসনিরবাহ ।। ৯ ।। পঠমঞ্জরী ।। সুরততিয়াসে ধয়
লপহুঁপাণি । করেকরবারই তরলনয়ানি ।। হঠপরিরম্ভনে পরশবিগাত । নহিন
হিবোলি ধুনাওইমাথ ।। অভিনবমদন তরঙ্গিনিরাই । শ্যাম মতঙ্গ রঙ্গঅবগাই ।।
চুম্বনেশঙ্কতই লোচনতার । পিবইতেঅধর রতইসীতকার ।। নখরপরসেধনি চমকই
গোরি । দশইতেতরসি উঠই তনুমোরি ।। কহইতেকহগদ২পাদআধ । অনুনয়মন মনসি
জউনুমাদ ।। উখনেরোখত রহিপরসাদ । গোবিন্দদাসকহ রসমরিজাদ ।। ১০ ।। পঠমঞ্জরী ।।
বালিবিলাসিনি মনসিজনাট । অবকহু২ সমুঝাও রসপাঠ ।। শশিমুখি রহি২ লহু২বো
লে । প্রিয়তমশ্রবণে অমৃতরসঘোলে ।। যত২ করেধনি কাকুতিদম্ভ । বিদগধিতেতহিঁ গাঢ়
পরিরম্ভ ।। হরিণনয়ানি সঘনসিতকার । টুটতকুচকঞ্চুক মণিহার ।। নির্ভরবিম্বাধর
পরদংশে । অনুভবিমনমথ রসপরসংশে ।। ঘনদামিনি মিলি কেলিবিলাস । সখিজন
নয়ন শিখেনিরসহাস ।। কঙ্কনকিঙ্কিনি নূপুরবাজ । এতদিনেমনমথ পাওলরাজ ।।

ঐভাভা গোপানচরন।।জত্মাচার্য প্রভুর স্তব।।নির্মমন বদন কান্ত নবরাদেহং।।অনথিত
ভাব্ত ভুজঙ্গ মনোহং।।সগমন কুন্তন নাম্বিব্তঙ্গ কজং।তং প্রন মামীঠ শ্রীশ্রীনীবাসং।।১।
জগমন মোচন খঞ্জন জুগনং।চরচর প্রেম অবধি নাহি পারং।নাসা সে খর্ব দিব্ত তিন
কুসমং।তং প্রন মামীঠ শ্রীশ্রীনীবাসং।যা কুম্বু কন্ঠে হেমহার দুনিতং।কনক নতা জিনি
শ্রীভুজ সোভিতং।।স্রান্তি যবকে সেঠম দ ফ নুনিতং।তং প্রন মামীঠ শ্রীশ্রী নীবাসং।২।
কেসরি জিনি যতি মধ্য সুদেসং।কটি তটে শ্রী সোভিত কৌসুকির সনং।করতন সায
নযকন ধৃদিতং।।তং প্রন মামীঠ শ্রীশ্রীনীবাসং।৪।।করিবর জিনি অতি বঠনং।চঞ্চনতা
কচরন নাভি কাচিরং।।দামিনি কনকীত মৃদ মৃদ হাঁসং।।তং প্রন মামীঠ শ্রীশ্রীনীবাসং
৬।।আজনু লম্বিত শ্রীভুজ জুগনং।নোমনতা সমনাভি সুনাভিরং।।অনকৈ বিনো
নিত নজুজুগনং।।তং প্রন মামীঠ শ্রীশ্রীনীবাসং।৬।জগতঙ্গ ক্ষারন প্রকৃত বিকারং।।
কাসবল্লবি কান্ত সঙ্গ বিনাসং।।শ্রী গৌরচন্দ্র সদ্গুন হিং।তং প্রন মামীঠ শ্রীশ্রীনি

।।৭।। নিরবধি রহু শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাস।। সঙ্গে সহচরি শ্রীবৃন্দাবনবাস।। জিবা-
মামেষ করুন অবতার।। তং প্রনমামি শ্রীশ্রীনীবাস।।৮।। ইতি শ্রীনরোত্তমদাসবি-
রচিতং শ্রীশ্রীনীবাস আচার্য প্রভুর স্তোত্রং সমাপ্তং।। অথ শ্রীশ্রীনীবাস আচার্য প্র-
ভুর বংসাবলি লিক্ষতে।। প্রেমরস প্রচারক্ষিদয়া। জয় জয় আচার্য প্রভু দয়াময়।।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ প্রসাদ পূর্ণ ভুক্তি পাবে।। জয় জয় শ্রীগতি গোবিন্দ প্রভু অগতির
গতি।। জয় জয় শ্রীজগদানন্দ প্রভু প্রেমভক্তিবর নিরঙ্কুশ কৃপানিধি অধম
পামর অপরাধি পাপজন্তু তার নাহি ওর। বিচার করিলে প্রভু গতি নাহি মোর
ওদপদ স~~মপা~~ন্ধ মকরন্দ ধারি এই সে বিচার এ রাধা মোহনে প্রভু কহে উদ্ধার।
মোদন মোহন প্রভু ভুবন মোহন ভুবন মোহন প্রভু গৌর মোহন

নইয়া চলেন সভে প্রভু দেখিবারে। প্রভু দেখি সর্ব্বজন দণ্ডবৎ করে॥ প্রভু বোলে কৃষ্ণভক্তি হউক সভার। কৃষ্ণগুণ নাম বিনু না বলিহ আর॥
আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশে। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষে॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রা
ম হরে হরে॥ প্রভু বোলে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা শভে জপ গিয়া করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইব সভার। সর্ব্বক্ষণ বোলহ
ইথে বিধি নাহি আর॥ দশ পাঁচে মিলি শভে দুয়ারে বসিয়া। কীর্ত্তন করহ শভে হাথে তালি দিয়া॥ হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ॥ গো
পাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥ স্ত্রিয়ে পুথে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে। কীর্ত্তন কহিল এই তোমা শভাকারে॥ প্রভুমুখে মন্ত্র পাই সভা
র উল্লাস। দণ্ডবৎ করি সভে গেলা নিজ বাস॥ নিরবধি শভেই জপেন হরিনাম। প্রভুর বচন কায় মনে করি ধ্যান॥ সন্ধ্যা হৈলে আপন দুয়া
রে সভে মিলি। কীর্ত্তন করেন শভে দিয়া করতালি॥ এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন। করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥ সভারে উঠিয়া প্রভু আ
লিঙ্গন করে। আপন গলার মালা দেই সভার শিরে॥ দন্তে তৃণ ধরি প্রভু পরিহার করে। অহর্নিশ শভে হরিবোল হরেকৃষ্ণ হরে॥ প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি
কান্দে সর্ব্বগণে। কায় মন বাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন॥ পরম আনন্দে সব নাগরিয়াগণ। হাথে তালি দিয়া বোলে রাম নারায়ণ॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাদ্য
আছে সর্ব্ব ঘরে। দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥ সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন সময়ে। গায়েন বায়েন শভে আনন্দ হৃদয়ে॥ হরিওরাম ও হরিওরাম।
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥ খোলাবেচা শ্রীধর আপন সেই পাথে। দীর্ঘ করি হরিনাম বুলিতে বুলিতে॥ শুনিয়া কীর্ত্তন ধাবন্তিলা মহানন্দে। আনন্দে
বিভোল হৈলা চেতনের বন্ধে। দেখিয়া তাহান সুখ নাগরিয়াগণে। বেড়িয়া চৌদিগে শভে করেন কীর্ত্তনে॥ গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেমরসে। ।

1016

বহির্মুখ সকল দ্বেতে শাক্তি শালে। কোনো পাপী বোলে হেব দেখ ভাই সব। যোনা বেটা মুনি শাইল পরম বৈষ্ণব। পরিধান বস্ত্র নাহি পেটে নাহি ভাত।
লোকে বে জানায় তার হইল আমাত। নগরিয়া গুনা বোল লাগি শাইমরে। এক্ষণে হয় বর্গে সব আনি নেই ঘরে। এইমত নানা শাস্ত্রি যেবল যায় যথা যা।
প্রতিদিন নগরিয়া গায় কৃষ্ণ গায়। একদিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়। হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিগে মা
এ। শুনি স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র। কাজি বোলে ধর ধর আজি করো কার্য। আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য্য। আথে ব্যথে পলা

ইলা নগরিয়া গণ। মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন। জাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে। ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে। কাজি
বোলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। করিব ইহার সাস্তি নাগালি পাইয়া। ক্ষেমা করি জাও আজি হৈ বেহেল রাতি। আর দিন না গালি পাইলে নইমু জা ১০২
তি। এইমত প্রতিদিন দুষ্ট গণ লৈঞা। নগর ভ্রমএ কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া। দুঃখে সব নগরিয়া আছে লুকাইয়া। হিন্দু কাজি আর সব মারে কু ১০২
দর্শিয়া। কেহো বোলে হরিনাম নেব মনে মনে। হোল্লোড় বুলি আছে কেমন পুরাণে। লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই সাস্তি হয়। জাতি করিয়াও এগু

লার নাহি ভয়। নিমাঞি পণ্ডিতে যে কারণে অহঙ্কার। সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ার। নগরে নগরে যে বোলেন নিত্যানন্দ। দেখো তান কো
নোদিন বাহির। উচিত বুলিতে হই আমরা নাগণ্ড। ধন্য নদীয়া যত উপজিল ভণ্ড। তবে কেহো কিছু নাহি কহে সম্মুখেরে। প্রভু স্থানে
সভে গিয়া করিলা গোচর। কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন। প্রতিদিন বোলে নই সহস্রেক জন। নবদ্বীপ ছাড়ি যাজাইব অন্য স্থানে। গো
চরিল এই দুই তোমার চরনে। কীর্ত্তনের বাদ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মুর্ত্তিধর। হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন ।১।

তুমি মাতা পতিব্রতা ॥ পড়াশুনা নাহি কার্য্য বলিনু তোমারে। ইহাতে অন্য থাকুক সম্পত্তি আমারে॥ জে তোমার ইচ্ছা ধাপ তাই
দিব আমি। গৃহে বসি পরম আনন্দে থাক তুমি। এতবলি মিশ্র চলিলা কার্য্যান্তরে। পড়িতে না পায় তবে প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥
নিষেধ ধর্ম্ম সোনাত শ্রীগৌরাঙ্গরায়। নানা ওম জনকের বাক্য পড়িতে না জায়॥ অন্তরে দুঃখিত বড় বিদ্যার শভাঙ্গে। পুনঃ প্রভু
উদ্ধত্য হৈলা সিশুসঙ্গে॥ কিবা নিজ গৃহে প্রভু কিবা পর ঘরে। জাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে॥ নিসা কোন হৈলেও না
আইসেন ঘরে। সর্ব্বরাত্রি সিশুসঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥ কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই সিশু মেলি। বৃষপ্রায় হই যায় চলেন গৌরহরি।
জার ঘরে কলার বন দেখিয়া থাকে দিনে। রাত্রী হইলে বৃষ রূপে ভাঙ্গেন আপনে। গরু জ্ঞানে গৃহস্থ তবে করে হায় ২। জাগি
লেয় গৃহস্থ প্রভু উঠিয়া পলায়॥ কার ঘরের দ্বার দিয়া বান্ধিয়া বাহিরে। লঘি গুর্ব্বি গৃহস্থ করিতে নাহি পারে॥ কেবা বান্ধি
লেয় দ্বার করে হায় ২। ডাকিলে গৃহস্থ সিশু সঙ্গেত পলায়॥ এইমতি রাত্রদিনে বিদেশের রায়। সিশুগন সঙ্গে ক্রীড়া করে ধনী
নায়॥ এবড় চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর। তথাপিহ মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥ একদিন মিশ্র চলিলা কার্য্যান্তরে। পড়িতে
না পাইল প্রভু ক্রোধিত অন্তরে॥ বিষ্ণুর নৈবেদ্য বর্জ্জিত হাড়ি গন। বসিলেন প্রভু তাহে করিয়া আসন॥ এবড় নিগূঢ় কথা সু
ন সর্ব্বজনে। কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় জাহার শ্রবণে॥ বর্জ্জিত হাড়িগন সব করি সিংহাসন। তাহে বসি হাসে গৌরসুন্দর বদন।
লাগিল হাড়ির কালি সর্ব্ব গৌর অঙ্গে। কনক পুতলী যেন কোজ্জ্বলি লেপি অঙ্গে॥ সিশুগন ধাওয়া জানে শচী দেবী স্থানে। ।

১০১৪

নিমাঞি বসিয়া আছেন হাড়ির আশনে। মায় আসি দেখিয়া করএ হাহাময়। এইস্থানে বাপ বসিতে না জুয়ায়॥ বাস্তু হাঁড়ি ইহাপর
কিনেক বিস্থান। এতদিন তোমার না জন্মিল কোন জ্ঞান॥ প্রভু বোলে তোরা মোকে না দেনা পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মর্ম বিপ্র জানি
বকেমতে। মুর্খ আমি না জানি কিছু জ্ঞান মন্দ স্থান। সর্ব্বথা আমার এক অদ্বীতিয় স্থান॥ এত বলি হাশেন বাস্তু হাড়ির
আশনে। দত্তাত্রেয় তার প্রত্যয় হইনা তখনে॥ মাএ বোলে তুমি বসিলা মন্দ স্থানে। এবে তুমি পবিত্র দেহ হইবে কেমনে॥ প্রভু বো
লে মাতা তুমি বড় সিশু মতি। অপবিত্র স্থানে মোর কভু নহে স্থিতি॥ জথা মোর স্থিতি তথা হয় পুন্য স্থান। গঙ্গা আদি জত
তীর্থ তথা অধিষ্ঠান॥ আমার যে কথা সুন সুচি বা অসুচি। কেবা তার কি দোষ আছে মনে ভাব বুঝি॥ লোকবেদ মত য
দি অশুচি স্থান হয়। আমি পরশিলে কিবা অশুদ্ধতা রয়॥ এসব হাঁড়ির মনে নাহিক দোষণ। তুমি জাহে বিষ্ণু নাগি করি
লে রন্ধন॥ বিষ্ণুর রন্ধন স্থলি কভু দুষ্ট নয়। হাঁড়ি পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়॥ অতএব আমার বাশন হে মন্দ স্থানে॥
সভার সুদ্ধি তা হয় আমার পরশনে॥ বাল্য ভাবে সর্ব্ব তত্ত্ব কহি প্রভু হাসে। তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়াবশে॥ সভে
হাশেন শুনি সিশুর বচন। স্নান কর আসি বাপু বোলেন তখন॥ না আইশে প্রভু সেই স্থানে বসি আছে। সচী বোলে শীঘ্র আ
ইশ বাপ জানে পাছে॥ প্রভু বোলে জদি মোরে দেহ পড়িবারে। তবে সে জাইব আমি কহিল তোমারে॥ সুনি সভে ভর্ৎসে ঠা
কুরের জননীরে। সভে বোলে কেন নাহি দেহ পড়িবারে॥ যত্ন করি কেহো নিজ বালক পড়ায়। কত ভাগ্যে আপন

আদি ৩

৩০

৩০

শ্রীনিবাশ।ভাগবত শুনিতে করিনা অতি নাশ॥ অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।শুনিঞা দ্রবিল শ্রীবাসের হৃদয়॥ ভাগবত শুনি প্রেমে কান্দয়ে শ্রীনিবাশ।
মহাভাগবত শ্রীব্রজ যেন নিশ্বাস॥ পাপীষ্ঠ পডুয়া বোলে হইল জঞ্জাল। পড়িতে না পাই ভাই কর্ম্ম জায় কাল॥ সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের ক্রন্দন। চৈ
তন্যের প্রিয় দেহ জাহ্নবী স্মরণ॥ পাপিষ্ঠ পডুয়া সব যুগতি করিয়া। বাহিরে এড়িল নঞা শ্রীবাশ টানিয়া॥ দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্য কোন॥ বাহ্য পাই দুঃখে শ্রীনিবাশ চলে ঘর। তাহা সব জানে অন্তর্য্যামি বিশ্বম্ভর॥ দেবানন্দ দরশনে হইল নন্দ

বর্ণী। ক্রোধমুখে বোলে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ আরে আরে দেবানন্দ বুলিযে তোমারে। তুমি যারে ভাগবত পড়াও সভারে॥ যে শ্রীবাসে দেখিতে গ
ঙ্গার মনোরথ। হেনজন গেল শুনিবারে ভাগবত॥ কোনো অপরাধে তারে শিষ্য হাতাইয়া। বাড়ির বাহিরে তারে এড়িলে টানিয়া॥ ভাগবত শু
নিঞা কান্দয়ে কৃষ্ণরস। টানিঞা পেলাইতে তারে যোগ্য আইসে॥ কোনো জন্মে না জান গ্রন্থের অভিমত। বুঝিলাঙ তুমি যে পড়াও ভাগবত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়। তবে বহির্দ্দেশ গেলে যেন তোশ পায়॥ প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি। তত খানি সুখ না পাইলেক ইথা

মি॥ শুনিঞা বচন দেবানন্দ বিপ্রবর। লজ্জায় রহিল কিছু না কৈল উত্তর॥ ক্রোধাবেশে বুলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর। দুঃখিত চলিলা দেবানন্দ নিজ
ঘর॥ তথাপিও দেবানন্দ বড় পুন্যবন্ত। বচনেও প্রভু জারে করিলেন দণ্ড॥ চৈতন্যের দণ্ড মহাভাগ্য হতি পায়। যার দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে স্মরি
জায়॥ চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়। সেই দণ্ড তার প্রেম ভক্তিযোগ হয়॥ চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্ত নাহি ভয়। জন্মে জন্মে সে পাপী দুঃ
যমদণ্ড হয়॥ ভাগবতে অনুযোগে হায় ভক্তগণে। চণ্ডালো বিপ্র হয় কৃষ্ণ এই চাবিশানে॥ জীবন্নাশ করিলেন মুক্তে পূজ্য হয়। জন্মমাত্রে যে চারি

1020

তুমিক্ষয়স্করিতেৱাক্ষে আররক্ষিতা ॥ নাবুঝিতোমারলীলানিন্দিৱ্ জেজন। জন্মেজন্মেদুঃখেতারহইব মরণ ॥ নেযধর্ম্মনয়তুমিপণ্ডিসনাত
ন। এননোতোমারবুঝিবেক কোনোজন ॥ যদিপিণ্ডউঠিত্ত মিমণ্ডপের মরে। প্রবিষ্ঠ হইমুমুক্ষু গঙ্গার ভিতরে ॥ তত্তেরশংকলপ ঙ্গ্রনাকরে
লক্ষ্মণ। হাশেপণ্ডখীবাশেরশুনিতাবচন ॥ প্রভুবোলে তোমারজাইতেনাহি ইচ্ছা। নাউঠেমুনাকরিমু তোমার বাক্য মিছা ॥ শ্রীবাশবচনসম্বৰি
যারামতার। ধিরেধিরে রাজপথেচলেমহাভাগ ॥ মণ্ডপানে মত্তসব চান্দরাদেখিয়া। হরিহরিবোলে সব্ডাকিয়াডাকিয়া ॥ কেহো বোলেভা

লতাননিমাঞিপণ্ডিত। তানতারনাগেভালগায়নাটগীত ॥ হরিবুনিহাথেতালিদেযাকেহোনাচে। উচ্চাশেমণ্ডপকত গায়তারপাছে ॥ হরিবো
লহরিবোলজয়নারায়ণ। শুনিয়াআনন্দেনাচে মণ্ডপেরগণ ॥ এইমতহয়বিষ্ণু বৈষ্ণবদর্শনে। মহাহরিধ্বনিকারমণ্ডপেরগনে ॥ মণ্ডপেরতে
ষ্ঠাদেখিবিশ্বম্ভর হাশে। আনন্দেশ্রীবাশকান্দেদেখিপরকাশে ॥ মণ্ডপেওসুখপায়চৈতন্যদেখিয়া। একানেনিন্দুযেপাপীশন্ন্যাশীহইয়া ॥
চৈতন্যচন্দ্রেররশে যার মনদুঃখ। কোনোজন্মে আশ্রমে নাহিকতার সুখ ॥ যেদেখিল চৈতন্যচন্দ্রেরঅবতার। হউক মণ্ডপতভুতাহেনম

স্কার ॥ মণ্ডপেরেসুভদৃষ্টিকরি বিশ্বম্ভর। নিজাবেশেআইলাগ্রহনগরেনগর ॥ কথোদুরে দেখিনাপণ্ডিতদেবানন্দ। মহাক্রোধেকিছুতানে
বোলেগোরচন্দ্র ॥ দেবানন্দপণ্ডিতেরথানিবাশস্থানে। পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহাহেনমানে ॥ যেসময়েনাহিছিলঅন্তরপ্রকাশ। প্রেমশূন্য
জাতদুঃখিতসর্ব্বদাশ ॥ যদিবাপচায়কেহো গীতাভাগবত। তথাপিনাশুনে কেহোভক্তিঅভিমত ॥ সেসময়েদেবানন্দ পরমমহান্ত।
লোকেবড়উপেক্ষিত পরম সুশান্ত ॥ ভাগবত অধ্যাপনা করে নীরন্তর। অকুমারশন্ন্যাশীরপ্রায়ব্রতধর ॥ দৈবেএকদিনপ্রভু যেনা

অন্তর্যামি শ্রীগৌরসুন্দর। ডাকিয়া আনিয়া প্রভু করুনা সাগর। পাদপদ্ম দিলেন তার মস্তক উপর। প্রভু বোলেন তপ করি না করিহ বল। বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রে
ষ্ঠ জানিহ কেবল। হরিষে শুনি সন্তোষে সকল ভক্তগান। দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ততক্ষণ। স্তুতি করি যে যে জন শুনয়ে রহস্য। গৌরচন্দ্র প্রভু তানে মিলে
ব অবশ্য। কৃষ্ণচারি প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর। আনন্দ আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর। এ বিপ্রের চরনে আমার নমস্কার। চৈতন্যের দণ্ড ভয় শান্তোষ
জাহার। চৈতন্যের দণ্ড যার ভয় নাহি মনে। তৃনজ্ঞান তাহারে না করির কোনোজনে। ব্রহ্মা সর্ব্ব যা দেখিতে অধিকারী। তথাপি প্রভুর দণ্ড
বুঝিতে না পারি। দাসে বলে প্রভু দণ্ড করয় যতেক। ফাটিলেও নাহি ছাড় কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণচারি প্রতি দণ্ড করি বিশ্বম্ভর। নৃত্য করে চণ্ড
দিগ গোয়ায়ে অনুচর। এইমত প্রতি নিশা করয় কীর্ত্তন। দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্যজন। অন্তর দুঃখিত সব লোক নদীয়ার। সভে পাশণ্ডিরে ১০১
মন্দ বোলয়ে অপার। পাপিষ্ঠ নিন্দুক বুদ্ধি নাশের লাগিয়া। হেন মহোৎসব দেখিবারে নারি গিয়া। পাপিষ্ঠ পাষণ্ডি সব সবে নিন্দা জানে। ১০২
ব্রহ্মণ্ড হইয়া মরে এহেন কীর্ত্তনে। পাপ পাষণ্ডির লাগি নিমাঞি পণ্ডিত। ভালবেও দ্বার নাহি দেন কদাচিত। তেঁহ ত কৃষ্ণের দেহ জানেন স
কল। তাহান হৃদয় পুনি পরম নির্ম্মল। আমরা সভের যদি তাহে ভক্তি থাকে। তবে হয় যে প্রভু দেখিব কোনো পাকে। কোনো নগরিয়া বোলে
বসি থাক ভাই। নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি। সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞি পণ্ডিত। নদিয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত। ঘরে ঘরে
নগরে নগরে প্রতি দ্বারে। করিবেন সংকীর্ত্তন বলিল সভারে। ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব অবতারে। পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি মরে। যদি
বশ হইলে সব নগরিয়াগন। প্রভু দেখিবারে তারে করেন গমন। কেহো বা নূতন দ্রব্য কারো হাথে কলা। কেহো ঘৃত কেহো দধি কেহো দিকমালা।

1022

রক্তবর্ণ আভা। রামহরি কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালি। সভেই গায়েন হই মহাকুতূহলী। নিত্যানন্দ গদাধর ধরিয়া বেড়ায়। আনন্দে অদ্বৈত সিংহ চারি দিগে ধায়।
পরানন্দ সুখে কেহো বাহ্য নাহি জানে। বৈকুণ্ঠনায়ক নৃত্যে করয়ে আপনে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল ভাই। ইহা বহি আর কিছু শুনিতে না পাই।
অশ্রু কম্প রোমহর্ষ ঘন হুহুঙ্কার। কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার। সর্ব্বভক্তের চুড়ামনি বিশ্বম্ভর রায়। জানে বিপ্র লুকাইয়া আছয়ে এ
ঘায়। রহিয়া রহিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। আজি কেনে প্রেমযোগ না পাঙ নিত্তর। কেহোনি আসিয়া আছে বাড়ির ভিতরে। কিছু নাহি বুঝো সভে

কহ দেখি মোরে। তথাপিহ শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন। পাপস্থির ইহা প্রভু নাহি কামনে। সভে এক ব্রহ্মচারি বড় সুব্রাহ্মণ। সর্ব্বকাল পয়ঃপান
নিষ্পাপ জীবন। দেখিতে তোমার নৃত্যে শ্রদ্ধা তার বড়। গৃহেতে আছয় প্রভু জানি এ ত দড়। শুনি ক্রোধাবেশে প্রভু বোলে বিশ্বম্ভর। শীঘ্র শীঘ্র বা
হির বাহির নিত্যাকর। মোর নৃত্যে দেখিতে উহার কোন শক্তি। পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি। দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলি দেখায়। পয়ঃপানে
মোরে কেহো কভু নাহি পায়। চণ্ডালেও মোহোর শরণ যদি লয়। সে মোহোর মুক্তি তার জানিহ নিশ্চয়। সন্ন্যাসীও যদি মোর নাহি লয় শরণ। সে

মোহোর নহে সে যে বুলিল বচন। গজেন্দ্র বানর গোপে কি তপ করিল। বোল দেখি তারা মোরে কেমতে পাইল। অসুরেও তপ করে কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ নহিলে নাহি পার। প্রভু বোলে পয়ঃপানে মোরে নাহি পাই। সকল করিমু চূর্ণ দেখিবা এথাই। মহাভয়ে ব্রহ্মচারি হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর। এই বড় ভাগ্য মোর যে কিছু দেখিলুঁ। অপরাধ অনুরূপ শাস্তি ও পাইল। অদ্ভুত দেখিল নৃত্য অদ্ভুত ক্রন্দ
ন। অপরাধ অনুরূপ পাইল তর্জ্জন। সেবক হইলে সে এমত বুদ্ধি হয়। সেবকে লোকের সকল দণ্ড সয়। এই মত চিন্তিতে বিপ্রবর। জানি লেন

কেহো নাজানয়॥ জত অধ্যাপক সব তর্ক শে বাখানে।। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা কিছুই নামানে। যদি বা পড়ায় কেহো ভাগবত গীতা॥ সেহো না বা
খানে ভক্তি করে সুখমচিন্তা॥ সর্ব্বস্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়॥ ভক্তিযোগ নাম শুনি বড় দুঃখ পায়॥ সকালে অদ্বৈত সিংহ পূজে কৃষ্ণ কাজে।
পড়াইয়া বালি গিয়া বাখানে বিষ্ণুভক্তি। অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে হেন কোনো আছে। বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে। চারিদিগে হেরি স্বরূপ পা
য় মনদুঃখ। অদ্বৈতের স্থানে শুনিতে পায় প্রেমসুখ॥ নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে। বিশ্বরূপ সহিত অদ্বৈত বর্ণের রঙ্গে। পরমানন্দ
প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। ফুটিল সুন্দর বেশ অতি মনোহর। মাত্র বোলে বিশ্বম্ভর জাও নদীয়া। তোমার ভাইরে শীঘ্র ডাকি আন গিয়া॥ মায়ের
আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর। সত্বরে আইলা যথা অদ্বৈতের ঘর॥ নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে। ছাড়িয়া সংসার সুখে গোঙায় রঙ্গে॥
বসি আছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ। শ্রীবাসাদি করিয়া জতেক মহাজন॥ বিশ্বম্ভর বোলে ভাই ভাত খাও সিয়া॥ বিলম্ব না কর বোলে হাসিয়া হা
সিয়া। হরিল সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর। সভেই চাহেন রূপ পরম সুন্দর॥ মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত আচার্য্য। সেই মুখ চাহে সব পরিহরি
কার্য্য॥ এইমত প্রতিদিন মায়ের আদেশে। বিশ্বরূপ ডাকিবার ছলেতে আইসে॥ চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে দেখি বিশ্বম্ভর। মোর চিত্ত হরে সিশু পরম
সুন্দর॥ মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্যজন। এই বা মোহোর প্রভু হরে মোর মন॥ সর্ব্বভূত হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর। চিন্তিতে অদ্বৈত শীঘ্র চলি জায়
ঘর॥ বিশ্বরূপ কথা আদি খণ্ডে বিস্তার। অনন্ত চরিত্র নিত্যানন্দ কে নেবর॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বরে সে জানে। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল ক
তো দিনে। জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য। চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। করি দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ। আইর বিদরে শোকে নি

রবাধবুক। মনে মনে বোলে আই হইয়া সুস্থির। অদ্বৈত গে মোর পুত্র করিল বাহির॥ তথাপিহ আই বৈষ্ণব অপরাধ ভয়ে। কিছু না বোলে যে
মাথ মনদ্বিপাথ॥ বিশ্বম্ভর দেখি সব পাশরিল দুখ। প্রভু মায়ের বড় বাঢ়ায়ে সুখ॥ দেবক মোদিনে প্রভু করি না প্রকাশ॥ নিরবধি অ
দ্বৈতের শঙ্গে গোবিলাস॥ ছাড়িয়া সংসার সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর॥ নাবহেয়ে হেতে পুত্র হেন দেখে আই।
এহো পুত্র নিল মোর আচার্য্য গোসাঞি॥ সেই দুঃখে সভে এই বুলিলেন আই। কে বোলে অদ্বৈত দ্বৈত বড় ত গোসাঞি॥ চন্দ্রসম এক পুত্র লৈক
রিয়া বাহির। এহো পুত্র না দিবে গৃহে হইবারে স্থির॥ অনাথিনী মোরে তে কাহারো নাহি দয়া। জগতের অদ্বৈত মোহারে দ্বৈত মায়া॥ সভে এই
অপরাধ আর কিছু নাই। ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি॥ একালেয় বৈষ্ণবেরে বেটা চেটা বোলে। নিশ্চিন্তে থাকয়ে লোক জানি
বেক ভোলা কালে॥ জননীর লক্ষে শিক্ষাগুরু ভগবান। বৈষ্ণব অপরাধ করাথন সাবধান॥ চৈতন্যসিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন॥ না বুঝি বৈষ্ণব
নিন্দে পাইবে বন্ধন॥ একথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া। যে নিমিত্ত গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা॥ ত্রিকালজ্ঞানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন। জানিলে
যে বুলিবে অদ্বৈতের দুষ্টগণ॥ অদ্বৈতেরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ করিয়া। যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া॥ যে বুলিব অদ্বৈতেরে পরম বৈষ্ণব।
তাহারে বেঢ়িয়া লড়িবেক পাপী সব॥ সে সব গণের পক্ষে অদ্বৈত ধরিতে। এত বড় সাক্ষী নাই এ দণ্ড দেখি তে॥ সকল সর্বজ্ঞ চূড়ামণি বিশ্ব
ম্ভর। জানেন বিবর্ত হইবেক বহুতর॥ অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে। সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরে॥ [illegible]॥ বৈষ্ণবের নিন্দা
করিবেক যার গণে। তার রক্ষা সামর্থ্য নহিব কোনো জনে॥ বৈষ্ণবনিন্দকগণ জাহার আশ্রয়। আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়॥ ॥

ঈশ্বরবেদেকয়॥ চৈতন্যকথারআদিঅন্তনাহিজানি। যেতেমতেচৈতন্যেরযশগাইবাখানি॥ চৈতন্যদাসেরপায় মোরনমস্কার। ইথেঅপরাধ
কিছু নহুক আমার॥ মধ্যখণ্ডকথাযেনঅমৃতেরখণ্ড। যেকথাশুনিলে সবখণ্ডযেপাষণ্ড॥ চৈতন্যেরপ্রিয়দেহনিত্যানন্দরায়। প্রভুভৃত্যসঙ্গে
যেননাছাড়েআমায়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচান্দজান। বৃন্দাবনদাসতছুপদযুগেগান॥ ✿॥ ✿॥ ২০॥ ✿॥ ॥ ॥ ০॥
হেনমতেনবদ্বীপেপ্রভুবিশ্বম্ভর। বিহরেনসহিতেনিত্যানন্দগদাধর॥ জয়জয়গৌরচন্দ্রকৃপারসাগর। জয়জয়জগন্নাথমিশ্রনন্দনসুন্দর॥ বা
ক্যদণ্ডদেবানন্দপণ্ডিতেরেকরি। আইলাআপনঘরেগৌরাঙ্গশ্রীহরি॥ দেবানন্দপণ্ডিতচলিলানিজবাসে। দুঃখপাইলেনবিপ্রদুষ্টসঙ্গদোষে॥
দেবানন্দাইনসাধুচৈতন্যেরঠাঞি। সমুখহইতেযোগ্যনহিলাতথাই॥ বৈষ্ণবেরস্থানেযেনপাইবিশ্বম্ভর। তাহাবিনেজগতপঞকিঞ্চিতকর॥
বৈষ্ণবেরঠাঞিযার হয়েঅপরাধ। কৃষ্ণস্বয়ংহরেনতারপ্রেমপ্রসাদ॥ আমিনাহিবুলিএইবেদেরবচন। সাক্ষাতেকহিয়াছেনশচীরনন্দন॥
যেশচীরেগর্ভেগৌরচন্দ্রঅবতার। বৈষ্ণবঅপরাধপূর্ব্বআছিলতাহার॥ আপনেসেঅপরাধপ্রভুঘুচাইয়া। মায়েরেদিলেনপ্রেমসভা
সিক্ষাইয়া॥ এবড়অদ্ভুতকথাশুনসাবধানে। বৈষ্ণবঅপরাধঘুচেইহারশ্রবনে॥ একদিনমহাপ্রভুগৌরাঙ্গসুন্দর। বসিলাউঠিয়া বি
ষ্ণুখট্টারউপর॥ নিজমূর্ত্তিশিলাসবকরিনিজকোলে। আপনাপ্রকাশেগৌরচন্দ্রকুতুহলে॥ মুঞিকলিযুগেকৃষ্ণমুঞিনারায়ণ। মুঞিসেরা
মরূপেকৈলুসাগরবন্ধন॥ সুতিয়াআছিলুক্ষীরসাগরভিতরে। মোরনিদ্রাভাঙ্গিলেকনাঢ়ারহুঙ্কারে॥ প্রেমভক্তিবিলাইতেমোহোর
প্রকাশ। মাঙ্গমাঙ্গমাঙ্গনাচাআরেশ্রীনিবাস॥ দেখিমহাপরকাশনিত্যানন্দরায়। ততক্ষনেতুলিছত্রধরিলামাথায়॥ বামদিগে

1026

গদাধর তাম্বুল যোগায়। চারিদিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥ ভক্তিযোগ বিনায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর। জাহারে জাহার প্রীত তেন যগেইশ্বর॥ কেহো বো
লে মোর বাপ বৈষ্ণবে মতি। তার চিত্তভাব নহেন মোর অব্যাহতি॥ কোহো মাগে গুরু প্রীতি কেহো সিক্ষা প্রীতি। কেহো পুত্র কেহো পত্নী যার যথা
মতি॥ ভক্তবাক্য সত্য কারি প্রভু বিশ্বম্ভর। হাসিয়া সভারে দেন প্রেম ভক্তিবর॥ মহাশয় সচী নিবাশ বোলেন গোসাঞি। আইরে দিয়ার ভ
ক্তি এইখানে তোহ্মাই॥ প্রভু বোলে হেন না বুলিবে সবে নিবাশ। তানে নাহি দিমু প্রেম ভক্তির বিলাষ॥ বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।

অতএব তানে নৈন প্রেম ভক্তিবাদ॥ মহা ভক্ত শ্রীনিবাশ বোলে আর বার। এ কথায় যে প্রভু দেহ যোগ সভাকার॥ তুমি যেন পুত্র যার গর্ভে অব
তার। তার কি নহিব যোগ্য প্রেম অধিকার॥ সভার জীবন আই জগতের মাতা। মায়া ছাড়ি প্রভু তানে হও ভক্তিদাতা॥ তুমি তার পুত্র প্রভু সে ৯৬
সর্ব্বজননী। পুত্রস্থানে মায়ের কি অপরাধ গনি॥ যদি বা বৈষ্ণব স্থানে আছে অপরাধ। তথাপি হৈয়া তার যাকরহ প্রসাদ॥ প্রভু বোলে উপদে
শ করিতে সে পারি। বৈষ্ণব অপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥ যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার। পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নারে আ ৯৭

র॥ দুর্ব্বাশার অপরাধ অম্বরিশ স্থানে। তুমি দেখ জান সূর্য হৈল যেমনে॥ নাচার স্থানে তে আছে তান অপরাধ। নাঢা ক্ষমিলে সে
হয়ে প্রেমের প্রশাদ॥ অদ্বৈত চরণ ধুলি নহি লে মা পায়। হই বে কত প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়॥ তখনে চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে। অদ্বৈ
তেরে কহিলেন সব বিবরণে॥ শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রী বিষ্ণু স্মরণ। তোমা বান হইতেছে আমার জীবন॥ যার গর্ভে মোহের প্রভুর অবতা
র। সে মোর জননী মুঞি পুত্র সে তাহার॥ যে আইর চরণ ধূলির মুঞি আশ। সে আইর প্রভাব না জান তিন মাস। তত্কাল্বক পিনে আই মহা

২

শ্রীশ্রীবাবাকৃষ্ণ
চরণ শরণ্য তনমাধবনারায়ণদাসশর্ম্মা

1027

পত্রিক্রখা। তোমারা বারামুখে কেনে বোল হেন কথা॥ প্রাকৃত শাস্ত্রেও জেবা বুনি বিক আই। আই সর্ব্বদর্শ তার তাহার দুঃখ নাই॥ যেন গঙ্গা তেন আই
কিছু ভেদ নাঞি। দেবকীয়শোদা যেই শেই বস্তু আই। কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য গোসাঞি। পড়িলা আবিষ্ট হই বাহ্য কিছু নাই॥ বুঝিয়া সময়
আই আইলা বাহিরে। আচার্য্য চরণধূলি নিলেন শীরে॥ পরম বৈষ্ণবী আই মূর্ত্তিমতী ভক্তি। বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যার শক্তি॥ আচার্য্যের
পদধূলি নিলেন যখনে। বিহ্বল পড়িলা কিছু বাহ্য নাহি জানে॥ জয় জয় হরি বোলে বৈষ্ণব মণ্ডল। অন্যোন্যে করয় চৈতন্য কোলাহল॥ অ
দ্বৈতের বাহ্য নাই আইর প্রভাবে। আইর নাহিক বাহ্য অদ্বৈতানুরাগে॥ দুইঁর প্রভাবে দুই হইলা বিহ্বল। হরি হরি হরি বোলে বৈষ্ণব
সকল॥ হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে। প্রসন্ন হইয়া প্রভু বোলে জননীরে॥ এখনে সে কৃষ্ণভক্তি হৈল তোমার। অদ্বৈতের স্থানে অপ
রাধ নাহি আর॥ শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিঞা বচন। জয় জয় হরিধ্বনি হইল তখন॥ জননীর লক্ষে শিক্ষাগুরু ভগবান। করায়ে বৈষ্ণব
অপরাধ সাবধান॥ শূলপানী সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে। তথাপিহ নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥ তথাহি শ্রীভাগবতে। মহদ্বিমানাত

স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্ নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপানী॥ ইহা না মানিঞা যে সুজন নিন্দা করে। জন্ম জন্ম সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥ অন্যের
কি দায় গৌরসিংহের জননী। তাহাতেহ বৈষ্ণব অপরাধ করি গনি॥ বস্তু বিচারেতে সেহো অপরাধ নহে। তথাপিহ অপরাধ করি বিপ্র
গুরু কহে॥ ইহাতে অদ্বৈত নাম কোন লোক ঘোষে। অদ্বৈত বোলেন আই কোন অসন্তোষে॥ সে হেন কথা কহি শুন হই সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান॥ প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ মহাশয়। স্বর্ণদ্বন্দ্বতরূপ মহাতেজোময়॥ সর্ব্বশাস্ত্রে মহাপ্রভু পরম

1028

সুধীর। নিত্যানন্দ স্বরূপের ভাতেদ সবির। তানক স্বাবুঝো কোনা হিনবদ্বীপে। সিসুতা বেথাকে গুপ্ত সনক সমিপে। একদিন সভায়ে চলিলা
বিশ্বম্ভর। পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুন্দর। ভট্টাচার্য্য সভায়ে চলিলা জগন্নাথ। বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক মনেতাত। নিত্যানন্দরূপ গুপ্ত পর
মসুন্দর। হরিলেন সর্ব্বচিত্ত সর্ব্বশক্তিশ্বর। এক ভট্টাচার্য্য বোলে কিপড় ছাওয়াল। বিশ্বরূপ বোলে কিছু কিছু সভাকার। শিশুজ্ঞান সাহ
হর হিনা মৌন করি। শেষ পাইলেন দুঃখ প্রান্ত সোওরি। নিজকার্য্য করি শেষ চলিলেন ঘর। পাছে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড়। যে পুনি

পড়িসবে তাহানা বুলিয়া। কিবোল বুলি নিতুঞি সভামধ্যে গিয়া। তোমারেই ও সভার হইল মুর্খজ্ঞান। আমারেও দিলা নাজ কহি অপ
মান। পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ। ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ। পুন বিশ্বরূপ সেই সভামধ্যে গিয়া। ভট্টাচার্য্য সব প্রতি বো
লেন হাসিয়া। তোমরাও আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা। বাপের স্থানেত আমা সাস্তি করাইলা। কি জিজ্ঞাসা করিতে কাহার নয় মনে। সভে
মিলি তাহ জিজ্ঞাসহ আমা স্থানে। হাসি বোলেন এক ভট্টাচার্য্য শুন শিশু। আজি যে পড়িলা তাহা ব্যাখ্যানহ কিছু। ব্যাখ্যানএ শুন বিশ্বরূপ

ভগবান। সভার চিত্তেতে কোথা হইল প্রমান। সভেই বোলেন শুন তান ব্যাখ্যা নিলা। প্রভু বোলে ভাড়াইল কিছু না বুঝিলা। যত ব্যাখ্যা
নিল সব করিল খণ্ডন। বিষ্ময় সভার চিত্তে হইল তখন। এইমত তিনবার করিয়া খণ্ডন। পুনি সেই তিনবার করিল স্থাপন। পরম সুবু
দ্ধি করি সভে ব্যাখ্যা নিল। বিষ্ণুমায়া মোহে কেহো তত্ত্ব না জানিল। হেনমতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ। ভক্তি শূন্য লোক দেখি না পায় কৌ
তুক। ব্যবহার মদে মত্ত সকল সংসার। না করে কৃষ্ণের যশ মঙ্গল বিচার। পুত্রাদির মহোৎসবে কারে ধন ক্ষয়। কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ধর্ম্ম

৭৮

মহাপ্রভু অনন্ত গাএন জেমর্দ্দন। তাহাও সিন্দুগত বে দিবার কারনে। অবতীর্ন্ন হৈয়াছ জানহ আপনে॥ সেবক আমারা অস্ত চাহি সহিবার।
অতএব কহিনাও চরনে তোমার॥ আপনার বিধাতা আপনে [illegible] তুমি প্রভু। তোমার ইচ্ছা জেন মনু তাহা না হে কন্তু॥ অতএব মহাপ্রভু তোমা
তুমি ঈশ্বর। বিনে কে দেখিবা আসি মথুরা নগরে॥ শুনিঞা আকাশবানী গৌরাঙ্গ ঈশ্বর। নিবৃত্ত হৈনা প্রভু হরিষ অন্তর॥ প্রাণান্দ
সিয়া সর্ব্ব সিষ্যের সহিতে। নিজ গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশীতে॥ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিনা বিজয়। দিনে২ বাড়ে প্রেম ভক্তির উদয়॥

আদিখণ্ড কথা পরিপূর্ন্ন এই হৈতে। মধ্যখণ্ড কথা এই শুন সাবধানে॥ জেবা শুনে ইশ্বরের গয়ার বিজয়। গৌরচন্দ্র প্রভু তারে হৈব সদয়॥
আদি কৃষ্ণ শুন শুনিলেক ঋণশোধ পাই। ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু জোগ নাই॥ অন্তর্জামী নিত্যানন্দ বলিল কৌতুকে। চৈতন্য চরিত্র কিছু লিখি
১০ তে পুস্তকে॥ তাহার কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা। স্বতন্ত্র আমার শক্তি নাহিক সর্ব্বথা॥ কাষ্ঠের পুত্তলী জেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র জে মোরে বোলায়॥ চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি। জেতেমতে চৈতন্যের জশ সে বাখানি॥ পক্ষিজন আকা

শের অন্ত নাহি পায়। জত দূর শক্তি তত দূর উড়ি জায়॥ এইমত চৈতন্যের জশের অন্ত নাই। চৈতন্যের প্রেমভক্তি এইমত পাই॥ জার
জেন কৃপা বা তেতোহা পাই॥ তথাহি। নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ তথা সমং বিষ্ণুগতিং [illegible] বিপশ্চিতা। ইতি। সর্ব্ব বৈষ্ণবের
পায় মোর নমস্কার। ইথে কিছু অপরাধ না লহ আমার॥ সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে। জে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদে
রে॥ আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। এবড় ভরসা চিত্তে ধরিয় অন্তর॥ কেহো বোলে প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম। কেহো বোলে

১০৩০

ভূমিতে

একদিন মহাপ্রভু বসিনা নৃত্যতে । নিজ ইষ্টমন্ত্র ধ্যান নাগিনা করিতে ।। ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু আবেশ হইয়া । আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা ভূমিতে পড়িয়া ।।
অশ্রু কম্প পুলকাদি যুক্ত বিকার । সেইক্ষনে আবির্ভাব হইল সভার ।। কথোক্ষনে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া । কহিতে নাগিলা প্রভু রোদন
করিয়া ।। শ্রীকৃষ্ণ মোর প্রভু জীবন শ্রীহরি । কোনো দিগে গেলা মোর প্রান চুরি করি ।। পাইনু ইশ্বর মোর কোনো দিগে গেলা । শ্লোক পঢ়ি প্র
ভু কান্দিতে নাগিলা ।। প্রেম ভক্তির প্রেমময় হইলা ইশ্বর । সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধুলায় ধুসর ।। আর্ত্তনাদ করি প্রভু কান্দে উচ্চস্বরে ।

কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে ।। জে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভির । সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির ।। গড়াগড়ি জায়েন কান্দে
উচ্চস্বরে । ভাসে প্রভু নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে ।। তবে কথোক্ষনে প্রভুর সর্ব্ব সঙ্গীগন । সুস্থ করাইলা ধরি অনেক জতন ।। প্রভু বোলে
তোমারা থাক নজাহ ঘরে । আমি আর না জাইব সংসার ভিতরে ।। মথুরা দেখিতে আমি চলিব সর্ব্বথা । প্রাননাথ আমার কৃষ্ণ
চন্দ্র পাউ জথা ।। নানারূপ সর্ব্ব শিষ্যগনে প্রবোধিয়া । স্থির করি রাখিলেন সভেই মিলিয়া ।। ভক্তিরসে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠের পতি ।

চিত্তে শান্তি না পায়েন রহি বেনক তি ।। কাহাকেও না বলিল কথোক্ষ রাত্রি শেষে । মথুরাকে চলিলেন প্রেমের আবেশে ।। কৃষ্ণ রে বাপ রে
মোর পাইব কোথায় । এইমত বলিয়া জায়েন গৌররায় ।। কথোক্ষ দূর জাইতে শুনেন দিব্যধ্বনী । এমনে মথুরা না জাইহ দ্বিজমুনি ।।
জাইবার কাল আছে জাইবে তখনে । নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে ।। এমত শুনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ জীবউদ্ধার হিতে । অবতীর্ন্ন হৈল [illegible]
তার সহিতে ।। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্ত্তন । জগতেরে বিনাইবা প্রেম ভক্তি ধন ।। ব্রহ্মা শিব সনকাদি জের লো বিভোর ।

স্নাশ্রাদ্ধ করে গৌররায়। চতুর্দ্দিগে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগন। শ্রাদ্ধ করায় সভে পড়ায়েন বচন। শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলাইলেন জলে। গয়া
নাশ্রাহ্মনশব ধরি হৈলে। দেখিয়া ব্রাহ্মণের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নন্দন। সেসব বিপ্রের সর্ব্ব খণ্ডিল বন্দন। উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ডদান করি। ভী
মগয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। শ্রীরামগয়া আদি ক্রমে তার আছে। সব করি ষোড়শ গয়ায় গেলা পাছে। ষোড়শ গয়ায় প্রভু ষোড়শী করি
য়া। সভারে দিলেন পিণ্ড বহু প্রীত হঞা। তবে পরে ব্রহ্মকুণ্ডে করি যত স্নান। গয়াশিরে আসি করিলেন পিণ্ডদান। দিব্যমাল্য চ

ন্দন শ্রীহস্তে প্রভু নেয়া। বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজিলেন হর্ষ হঞা। এইমত সর্ব্ব স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া। বাসায় চলিলা বিপ্রগন সন্তোষী
য়া। তবে মহাপ্রভু কথোক্ষন সুস্থ হঞা। রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া। রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেন ইসময়। আইলেন শ্রীঈশ্ব
র পুরী মহাশয়। প্রেমযোগে কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে। আইলেন মত্তপ্রায় ঢুলিতে ঢুলিতে। রন্ধন ছাড়িয়া প্রভু পরম সম্ভ্রমে। নমস্করিলেন বে
বসাইলা দিব্যাসনে। আসিয়া বলিলা পুরী শুন হে পণ্ডিত। জানত সময়ে আসি হইলাঙ উপস্থিত। প্রভু বোলেন যবে হেন ভাগ্যের উদয়।

এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়। হাসিয়া বোলেন পুরী তুমি কি খাইবে তবে। প্রভু বোলেন আমি অন্ন রান্ধিবাঙ শীঘ্রে। পুরী বোলেন কিবা
যে কর বিবেথার পাক। যে অন্ন আছে তাহা করহ দুই ভাগ। হাসিয়া বোলেন নাথ যদি আমা চাহ। যে অন্ন হয়্যাছে পুরী তুমি ইহা খাহ।
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিব যত আমি। না কর সংকোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি। তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া। আর অন্ন রা
ন্ধিলেন হর্ষযুক্ত হঞা। হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বর পুরীর প্রতি। পুরীরে নাহিক কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য মতি। শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরি
বেশন।

পরম আনন্দে মুখে করিল ভোজন ॥ সেই ক্ষণে রমাদেবী থাকি অলক্ষিতে। প্রভুর নিমিত্ত অন্ন রান্ধিল নব বিধে। তবে প্রভু আগে পুরী
ভিক্ষা করাইলা। আপনেহ ভোজন করিল হর্ষ হৈলা ॥ ঈশ্বর পুরীর শঙ্গে প্রভুর ভোজন। ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ তবে
প্রভু ঈশ্বর পুরীর সর্ব্ব অঙ্গে। আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য গন্ধে ॥ জত প্রেম প্রীত হৈল ঈশ্বর পুরিরে। তাহা কহিবারে কোন জন
শক্তি ধরে। আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান। দেখিলেন ঈশ্বর পুরীর জন্ম স্থান ॥ প্রভু বোলেন কুমারহট্টকে নমস্কার। শ্রীঈশ্বর পুরী

রজে ই গ্রামে অবতার। কান্দিলেন প্রভু অনেক সেই স্থানে। আর শব্দ কিছু ঈশ্বর পুরী বিলে। সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে করি ঝুলি ॥ প্রভু বোলেন ঈশ্বর জন্ম স্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ। হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বর পুরীরে। ৭৭
আদি ১৩ ভক্তের রাখিতে সেই প্রভু সে শক্তি ধরে। প্রভু বোলেন গয়া করিতে যে আইলাঙ। সত্য হৈল ঈশ্বর পুরীরে দেখিলাঙ ॥ আর দিনে ঈশ্বর পুরী
নিভৃতে সেই স্থানে। মন্ত্র দিয়া চাহিলেন মধুর বচনে। পুরী বোলে মন্ত্র বা কি বা কি কথা। প্রাণ দিতে আমি পারি তোমারে সর্ব্বথা ॥ ৭৭

তবে তাঁর স্থানে শিক্ষা গুরু ভগবান। করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের প্রদান ॥ তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে। প্রভু বোলে দেহ আমি দি
লাঙ তোমারে ॥ হেন শুভদৃষ্টি প্রভু কর আমারে। জেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে ॥ শুনিঞা প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বর পুরী। প্র
ভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি ॥ দোহার নয়ন জলে দোঁহার শরীর। সিঞ্চিত হৈলা প্রেমে কেহো নহে স্থির ॥ হেন মতে ঈশ্বর পুরীরে
কৃপা করি। কথোক দিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি ॥ প্রেম প্রকাশের আসি হৈল সময়। দিনে দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির উদয় ॥ ॥

সশোশ্বর ৷৷ জয় ২ নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রান। জয় ২ সংকীর্ত্তনধর্ম্মের নিধান ৷৷ ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় ২। শুনিলে চৈতন্য
কথা ভক্তি লভ্য হয় ৷৷ হেন মতে আছে প্রভু জগন্নাথ ঘরে। নিগূঢ়ে আছেন কেহো চিনিতে না পারে। বাল্যক্রীড়া নাম জ[illegible]
ছে যত নিরবধি। সকলি খেলায় প্রভু কে পারে কহিতে। বেদদ্বারে ব্যক্ত [illegible] হইল সকল পুরাণে। কিছু দোষ শুনিবে সকল ৷৷
ভাগবত স্থানে। এইমত গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা। যজ্ঞসূত্রের কার্য্য করিতে লাগিলা ৷৷ যজ্ঞসূত্র পুত্রেরে দিবারে মি

শ্রবর। জত আপ্তগণেরে আনিল নিজঘর ৷৷ পরম হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা। যার জেন যোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলা ৷৷
আদি স্ত্রীগন জয় দিয়া কৃষ্ণগুন গায়। নটগনে মৃদঙ্গ সানাই বংশী বায় ৷৷ বিপ্রগনে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার। শচীগৃহে হইল ৩১
৫ আনন্দ অবতার ৷৷ যজ্ঞসূত্র দিলেন [illegible] গৌরসুন্দরে। শুভযোগ সব আইল শচীদেবী ঘর ৷৷ শুভদিন শুভমাস শুভ ৩২
ক্ষন করি। ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ৷৷ শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র শোভে মনোহর ৷৷ সুক্ষ্মরূপে বেড়িল সকল কলেবর ৷৷

হইলা বামনরূপ প্রভু গৌরচন্দ্র। দেখিতে সভার বাড়ে নয়ন আনন্দ ৷৷ অপূর্ব্ব বামন রূপ দেখে সর্ব্বজনে। নরজ্ঞান কেহো
করিতে নারে মনে ৷৷ হাথে দণ্ড কান্ধে ঝুলি গৌরাঙ্গ সুন্দর। ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্ব সেবকের ঘর ৷৷ জার জথা শক্তি ভিক্ষা সভে
দেই সন্তোষে। প্রভুর ঝুলিতে দিএরা নারীগন হাসে ৷৷ দ্বিজপত্নী রূপ ধরি ব্রহ্মানি রুদ্রানি। যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃ
হিনী ৷৷ প্রভুও করেন বামন রূপ লীলা। জীবের উদ্ধার লাগি এতসব খেলা ৷৷ প্রভুও করেন ভিক্ষা বামন লীলা রসে।

পুত্র পড়িবারে চায়। কোনো শত্রু হেন বুদ্ধি দিলেক তোমারে। ঘরে মর্ক্ষ পুত্র করি চাহ রাখিবারে॥ ইহাতে সিশুর দোষ তিলার্দ্ধে
কে নাই। সভেই বোলেন বাপ আইস নিমাঞি॥ আজি হৈতে যদি তুমি না পাও পড়িতে। তবে অপচয় তুমি করিহ ভাল মতে॥ না
আইসে প্রভু সেই স্থানে বসি হাসে। সুকৃতি সভাই দেখি সুখ মাঝে ভাসে॥ আপনি ধরিয়া গিয়া আনিল জননী। হাসেন গৌ
রচন্দ্র যেন ইন্দ্রনীলমনি॥ তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয় ভাবে। না বুঝিল তাহা বিষ্ণু মায়ার প্রভাবে॥ স্নান করাইল পুত্র শচী

পুন্যবতি। হেনকালে আইলেন মিশ্র মহামতি॥ মিশ্র স্থানে শচী সব কহিলেন কথা। পড়িতে না পায় পুত্র মোনে ভাবে ব্যথা॥
সভেই বোলেন তুমি বড়ই উদার। কার বোলে পুত্রের না দেহ পড়িবার॥ যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়। চিন্তা পরিহরি দেহ পড়িতে
নির্ভয়॥ ভাগ্য সে বালক চাহে আপোনে পড়িতে। ভাল দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ ভাল মতে॥ মিশ্র বোলে তোমারা পরম বন্ধুগন। তো
মারা বোল সেই আমার বচন॥ অলৌকিক সিশুর দেখিয়া সর্ব্বকর্ম্ম। বিস্ময় ভাবেন কেহো না জানি মর্ম্ম॥ মধ্যে২ কো

ন২ অতি ভাগ্যবান। কহিয়াছেন সব জগন্নাথ মিশ্রস্থান॥ প্রাকৃত বালক কভু এ মনুষ্য নহে। যত্নকরি এ বালক রাখিহ
হৃদয়ে॥ নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে। বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ অঙ্গনে বিহরে॥ পড়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ আবেশে॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের যুগল চরণ। বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল॥ ॥ ॥
॥ ॥ ৬ ॥ ॥ ॥ ॥ ৬ ॥ ॥ ॥ জয় হে কৃপানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর। জয় শচী জগন্নাথ গৃহ

৭৩৩০৩

1035

সভেথং খং শীতে না গেনা ভক্তগন। অপূর্ব্ব সিণ্ডর কণনা বনে কমন।। নামমাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে। পুনশেই আইলেন
অদ্বৈতমন্দিরে।। নাহায় সংসার বিশ্বরূপের জেমনে। নিরবধি শ্রীমাকে কৃষ্ণ আনন্দ কীর্ত্তনে।। গৃহে আইলে গৃহব্যবহার
নাহি করে। নিরবধি শ্রীমাকে বিষ্ণুগৃহের ভিতরে।। বিবাহের উদ্যোগ করএ মাতা পিতা। শুনি বিশ্বরূপ বড় মোনে পায় ব্যথা।।
ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ ভাবে মনে। নিরবধি শ্রীমাকে কৃষ্ণ আনন্দকীর্ত্তনে।। ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরে সে জানে। বিশ্বরূপ

সন্ন্যাস করিব কথো দিনে।। জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য। চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।। চলিলেন যদি
বিশ্বরূপ মহাশয়। শচী জগন্নাথ দগ্ধ শোকে বিরহে হয়।। গোষ্ঠী সঙ্গে ক্রন্দন করএ উভরায়। ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা
গৌররায়।। সে বিরহ বেদন বর্ণিতে নাহি পারি। হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথপুরী।। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিএ ভক্তগ
ন। অদ্বৈতাদি করি সভে করএ ক্রন্দন।। উত্তম মধ্যম জে শুনিল নদীয়ায়। হেন নাহি জে শুনিএ দুঃখ নাহি পায়।।

জগন্নাথ মিশ্রের বিদীর্ণ হয় বুক। নীরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ।। পুত্রশোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল। প্রবো
ধএ জত বন্ধু বান্ধব সকল।। স্থির হও মিশ্র কেনে দুঃখ ভাব মোনে। সর্ব্বগোষ্ঠী উদ্ধারিল মহাজনে।। গোষ্ঠীতে একু
পুরুষ জার করএ সন্ন্যাস। ত্রিকোটি কুলে হয় বৈকুণ্ঠে নিবাস।। হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার। সাফল্য হইল বি
দ্যাসম্বন্ধ তাহার।। আনন্দ বিশেষ আর করিতে জুয়ায়। এত বলি সভার ধরিল হাথ পায়।। এই অঙ্গ তুমি তোমার

এই পুত্র তোমার হইব বংশধর। ইহা হৈতে সব দুঃখ ঘুচিব তোমার। কোটি পুত্রে কি করিব হেন পুত্র জার॥ এইমত সভে বুঝা
ন বন্ধুগন। তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন॥ জেতমতে ধৈর্য্য করে মিশ্র মহাশয়। বিশ্বরূপ গুনগন স্মরি কার্য পাসরয়॥
মিশ্র বোলে এ পুত্র রহিব আর ঘরে। ইহাতে প্রমান মোর নাহয় অন্তরে॥ দিলেন কৃষ্ণ এ পুত্র নিলেন কৃষ্ণ সে। জে কৃষ্ণচন্দ্রের
ইচ্ছা নিবারিব কে। স্বতন্ত্র জীবের তিলাদ্ধেক শক্তি নাই। দেহেন্দ্রীয় কৃষ্ণ আরোপী তোমার ঠাঞি॥ এইমত জ্ঞান তত্ত্বে মি

শ্র মহাধীর। হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর। আগ্নে২ চিত্তবিত্ত করিলেন স্থীর॥ জে

আদি ই শুনে বিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস। কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে মোহপাশ॥ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিঞা ভক্তগন। হরিষ বিষাদ ২৮

৬ সভে করেন অনুক্ষন॥ জেবা ছিল স্থানে কৃষ্ণ কথা কহিবার। তাহা হরিলেন কৃষ্ণ আমা সভাকার॥ আমারাহ নাহি রব স ২৮

বে জাইব বনে। এ পাপীষ্ঠ লোক মুখ না দেখি জেখানে॥ পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সহিব বা কত। নীরন্তর অন্ধ পথে সর্ব্ব ২৮

লোক রত॥ কৃষ্ণ হেন নাম না শুনিএ কার মুখে। সকল সংসার ডুবিল মিথ্যা রসে॥ বুঝাইলে কৃষ্ণের পথ কেহো না হি নয়।
উনটিয়া পুন আর উপহাস করয়॥ কৃষ্ণ ভজি তোমার হইল কোন সুখ। মাগিয়া সে খাও আর বাঢ়ে জত দুঃখ॥ য়োগ্য নহে এ
সব লোকের বাস। বনে চলি জেন বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ প্রবোধেন সভারে অদ্বৈত মহাশয়। পাইবে পরমানন্দ সভে হইলে
স্থির॥ এবে আমি বড় বাসো চিত্তে উল্লাস। হেন বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র করিব প্রকাশ॥ এবে কৃষ্ণ গাও গিয়া পরম হরিষে।

1037

গৌরাঙ্গ সুন্দর। নিমনকানির বিন্দু সোভে মোনোহর॥ পড়িয়াসু নিত্য সব সিশুগন সঙ্গে। গঙ্গাস্নান মধ্যাহ্নে চলহ সিশুরঙ্গে॥ মজিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতুহলি। সিশুগন সঙ্গে করি জলফেলাফেলি॥ নদিয়াসম্পত্তি কেবা বর্নিবারে পারে। অসংখ্য২ লোক একঘাটে স্নান করে॥ যতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসি। না জানি কতেক সিসু মিলে তথা আসি॥ সভাই নই এই প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে॥ ক্ষেনে ডুবে ক্ষেনে ভাসে নানা ক্রীড়া করে॥ জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দর সরীরে। সভার গায়ে যেত লাগে চরনের নীরে॥

সভে মানা করে তত্ত নিষেধ না মানে। ধরিতেই কেহো নাহি পায় একস্থানে॥ পুনঃ২ প্রভু সভারে করায় স্নান। কারে জোয়ে কারগায় কল্লোন প্রদান॥ না পাএ প্রভুর লাগি জত বিপ্রগন। সভে চলিলেন প্রভুর জননী সদন॥ সুনহ আহে বিপ্র পরম বান্ধব। তোমার পুত্রের অপনাম অসম্ভব॥ ভালমতে না পাই করিতে গঙ্গাস্নান। কেহো বোলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥ আর বোলে কার ধ্যান কর এই দেখ। কলিযুগে নারায়ন আমি পর তেক॥ কেহো বোলে মোর সিব নিন্দা করে চুরি। কেহো বোলে নত্র উ

পানায় আমার উত্তরি॥ কেহো বোলে জত মোর পুষ্প চন্দন। সব জলে ভাসায় করিম নিবেদন॥ কেহো বোলে মোরা সন্ধ্যা করি জলেত নামিয়া। ডুব দিয়া লয়া যায় চরনে ধরিয়া॥ কেহো বোলে আমার নাহি সাজি ধুতি। কেহো বোলে আমার গোরায় গিয়া আমি॥ কেহো বোলে আছে এক [illegible] বালক আমার। কর্ন্নে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥ কেহো বোলে মোর পিঠ দিয়া কান্ধে চড়ে। আমি ত মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥ কেহো বোলে বৈসে মোর পুজার আসনে।

নৈরিথশ্রী হৈমা বিষ্ণু পুজায় আপনে ৷৷ স্নানকরি উঠিতে বালুকা দেই অঙ্গে ৷ জতেক চাপল্য শিশু সকতার সঙ্গে ৷৷ শ্রীবাশে প্র
কথ বাশে করথ বোদল ৷ পরিবার বেনায় সেই করায় বিকল ৷ পরম বান্ধব ও মি মিশ্র জগন্নাথ ৷ নিত্য এই মত করে সে
হিন তোমাও ৷৷ দুই প্রহরেও নাহি তেজন হলে ৷ দেহ তাহার ভানবাহিবে কেমনে ৷ হেনকালে পাশক্রতি জতেক বালিকা
কোপকরি আইলেন শচীমাতা জথা ৷৷ শচী সন্মোধিয়া শতে বোলেন বচন ৷ সুনঠাকুরান নিজ পুত্রের কথন ৷৷ বসন কর

চুরি বোলে বানিমন্দ ৷ উত্তর করিলে করে সতর দন্দ ৷ ব্রতক রিবার জত নিল ফলমূল ৷ ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ৷৷ অ
নঙ্কিতে আসি বোলে কান্দে বড় বোল ৷ কেহো বোলে মোর মুখে দিলেক কন্দোল ৷ ওকড়ার বিচ দেই কেশের ভিতরে ৷ কে
হো বোলে মোরে চাহে বিভা করিবারে ৷ প্রতিদিন এইমত করে অব্যবহার ৷ তোমার নিমাঞি জেন রাজার কুমার ৷৷ পূর্বে সু
নিলে জেন নন্দের কুমার ৷ সেইমত তোমার ব্যবহার ৷৷ দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব জেই দিনে ৷ ততক্ষনে কন্দল হইব তোমায়

সনে ৷৷ নিবারন কর ঝাট আপন ছাওয়াল ৷ নদিয়ায় হেন কর্ম্ম নহিবেক ভাল ৷ সুনি হাসি আইলেন মহাপ্রভুর জননি ৷ সভারে
করিয়া কোলে বোলেন প্রিয়বানি ৷ নিমাঞি আইলে আজি দিবার বান্ধিয়া ৷ আর জেন উপদ্রব নাকরেন গিয়া ৷৷ শচী
র চরনধুলা লইলা শতে শিরে ৷ সভে চলিলেন পুন স্নান করিবারে ৷ জতেক চাপল্য প্রভু করেন জার সনে ৷ পরমার্থে
সভার সন্তোষ বড় মোনে ৷ কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে ৷ সুনি মিশ্র তর্জ্জন গর্জ্জন অনুক্ষনে ৷৷

আদি
৫

২৪
২৪

1039

নাশীর। অনিয়ে সংসার হৈতে হইলা বাহির॥ এহো যদি সর্ব্ব শাস্ত্রে হব জ্ঞানবান। ছাড়িয়া সংসার সুখ করিব পয়ান॥
এই পুত্র আছে দুই জনার জীবন। ইহা না দেখিলে দুইজনার মরন॥ অতএব ইহার পড়িবার কার্য্য নাই। মুর্খ হঞা আমা
রঘরে থাকুক নিমাঞি॥ শচী বোলে মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে। মুর্খেরে কন্যা দান না দিব কোনো জনে॥ মিশ্র বোলে
তুমি অবোধ ইহ নি বিপ্রসুতা। কর্ত্তা হর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ সভার রক্ষিতা॥ জগত পোষন করে জগত্গুর নাম। পণ্ডিতে পোষয়

কেবা কহিল তোমাতা॥ কি মুর্খ কি পণ্ডিত জার জেই খানে। কন্যা নির্ম্মিয়াছেন সেনা হবেন আপনে॥ জন বিদ্যা আদি
আদি তপন কুল সকল। সভারে পোষ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব লোক বল॥ সাক্ষাতে বা এই কেনে না দেখ সাক্ষাত। পড়িয়া আমার ২৯
ঘরে নাহি কেনে ভাত। অন্ন মাত্র বস্তু উপস্থিত জেবা না রে। সহস্র পণ্ডিত দেখ তাহার দুয়ারে॥ তথাহি॥ অনায়াসে ২৯
ন মরনং বিনা দৈন্যাদি জীবনং। অনারাধিত গোবিন্দ চরনস্য কথং ভবেত॥ অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।

কৃষ্ণ শেষ করেন সভার পোষন পালন। অনায়াসে মরন জীবন দৈন্য বিনে। কৃষ্ণ সেবিলে হয় নহে বিদ্যাধনে॥ কৃষ্ণ
কৃপা বিনে নহে দুঃখ বিমোচন॥ থাকিলেবা বিদ্যা ধন কোটি২ধন॥ জার গৃহে আছয় সকল উপভোগ। তবে কৃষ্ণ জদি
আছেন কেনে মহারোগ॥ কিছু বিনাই তেনারি দুঃখ পুড়ি মরে। জার নাহি তাহা হৈতে দুঃখ বনিতা রে। জাবত শরীরে
প্রান বৈসয় আমার। তাবত তিলেক চিন্তা নাহিক তোমার॥ আমা সভারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা। কি বা চিন্তা তার

এথাই দেখিব কৃষ্ণ কথোক দীবসে ৷৷ তোমাসভান ইত্যাক্রুষ্ণ করিব বিনাশ ৷ তবে সে অদ্বৈত হও সুদ্ধ কৃষ্ণদাস ৷ কদাচি
৭ পায় জাহা সুক শিবা প্রহ্লাদ ৷ তোমাসভা প্রতি পাব সেসব প্রসাদ ৷ সুনি এত অদ্বৈতের অমৃত বচনে ৷ পরমানন্দে হরি ২
বোলে ভক্তগন ৷৷ হরিধ্বনি ভক্তগন করেন হুঙ্কার ৷ সুখময় চিত্ত বিত্ত হইল সভার ৷ সিশুমাঝে যেনা কারে গৌরাঙ্গ সুন্দর ৷
হরিধ্বনী সুনি জায় বাড়ির ভিতর ৷৷ কিকার্যে আইলে বাপু বোলে ভক্তগনে ৷ প্রভু বোলে তোমারা ডাকিলে কি কারনে ৷

এতবলি প্রভু সিসুগন্ধে ধাএ জায় ৷ তথাপিনা চিহ্নে কেহো প্রভুর মায়ায় ৷৷ জেঅবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির ৷ তদবধি প্র
ভু কিছু হইলেন স্থির ৷ নিরবধি থাকে মাতা পিতার সমিপে ৷ দুঃখ পাসরয় জেন জননী জনকে ৷ খেলা পাসরিয়া
প্রভু যত্ন করি পড়ে ৷ তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ৷ একবার জেসুত্র প্রভু পড়িয়া জায় ৷ আরবার উলটিয়া সভা
রে ঠেকায় ৷৷ দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সভেই প্রশংসে ৷ সভে বোলে পিতা মাতা ধন্য হেন বংশে ৷ সন্তোষিত হেন

সভে জগন্নাথ স্থানে ৷ এমিত কৃতার্থ মিশ্র এমত নন্দনে ৷৷ এমন সুবুদ্ধি সিশু নাহি ত্রিভুবনে ৷ বৃহস্পতি জিনিবেতো
রগধস্থায়লে ৷৷ সুনি নেই সর্ব্ব অর্থ করএ ব্যাখ্যানে ৷ তাহার ফাঁকি প্রবোধিতে নারে কোনো জনে ৷ সুনি এ পুত্রের গুন
জননি হরিষ ৷ মিশ্র বড় চিত্তে দুঃখ করে বিমরিশ ৷৷ সচীপ্রতি বোলে জগন্নাথ মিশ্রবর ৷ এহ পুত্র নারহিব সংসার
ভিতর ৷৷ এইমত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র ৷ জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র ৷৷ সর্ব্ব সাস্ত্রে বিশ্বরূপ জানে

আদি
৬

তবে আর কিছু না বোলেন বাপ মায়। স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে আনন্দে খেলায়॥ আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ। যাহে শিশু
রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥ মাতা পীতার বাক্যে নাহি করে ভয়। বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলেন নম্র হয়॥ অন্তর অগ্রজ বিশ্বরূপ
ভগবান। আজন্ম বিরক্ত সর্ব্ব গুনের নিধান॥ সর্ব্ব সাস্ত্রে সর্ব্বথা বাখানে বিষ্ণুভক্তি। খণ্ডিতে তাহার বাক্য কার নাহি শ-
ক্তি। শ্রবনে বদনে মনে সর্ব্বেন্দ্রিয়গনে। কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বলে বদনে॥ অনুজের দেখি লেন সুলক্ষন রীতি। বিশ্বরূপ
মোনে গুনে হইয়া বিস্মিতি। এ পুরুষ কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়ান॥ রূপে আচরনে জেন শ্রীবাল গোপাল॥ যত অমানুষী কর্ম্ম
করে অনুক্ষনে। হেন বুঝি খেলে কৃষ্ণ এ শিশুর শনে॥ এই মতি চিন্তি মনে বিশ্বরূপ মহাশয়। কাহাকেও না ভাঙ্গে তত্ত্ব ২৬
কর্ম্ম করয়॥ নিরবধি সর্ব্ব বৈষ্ণবগন সঙ্গে। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ জগত প্রমত্ত ধন পুত্র মিথ্যা
রসে। দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সভে উপহাসে॥ আর্য্যা তর্য্যা পড়ে সভে বৈষ্ণব দেখিয়া। জতি সতি তপস্বিও জায় ত মরিয়া॥ ২৬
তারে বলি সুকৃতি জে দোলা ঘোড়ায় চড়ে। দশবিশ জন জার আগে পাছে নড়ে॥ এত জে গোসাঞি ভাবে করয় ক্রন্দন। তভু
ত দারিদ্র্য দুঃখ না জায় খণ্ডন॥ ঘরে হরি হরি বলি ছাড়ে ডাক। কন্দল গোসাঞি সুনি এ বড় ডাক॥ এই মত বলে কৃষ্ণ
ভক্তিশূন্য জনে। সুনি মহাদুঃখ পায় ভাগবতগনে॥ কোথাও না সুনে কেহো কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। দগ্ধ দেখি সকল সংসা-
র অনুক্ষন॥ বড় দুঃখ মনে বিশ্বরূপ ভগবান। না সুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের বাখান॥ গীতা ভাগবত জে জে জনেরা

সিশুগুজায় গঙ্গাস্নানে। পুনসেই মিলিলেন সিশুগন সনে॥ বিশ্বম্ভর দেখি সভে আলিঙ্গন করি। হাঁসয় সকল সিশু সুনিশ্চ
চাও রি॥ সভেই প্রশংসে তান নিমা পণ্ডিত চতুর। তান পড়াইলে আজি মারন প্রচুর॥ জন কোনিকে বে প্রভু নওা সিসুগন। শ্রেমা
শচীজগন্নাথ শুনে মোলেমন॥ জে জে কহি লেক কমা সোপ্ত মিশ্রাণয়। তবে কে লেস্থান চিহ্ন নাদেখি হিদয়॥ সেইমত অ
ঙ্গে ধুনা সেইমত বেশে। সেইম্মসি সেই বস্ত্র সেইমত কেশে॥ হেন বুঝি মানুষ নহে শ্রী বিশ্বম্ভর। মায়া করি পৈক্ষে কি ব্রাজ
নিমনা মোর ঘর॥ কোন মহা পুরুষ কিবা নাহি জানি। হেনমতে চিন্তিত নাগি নাহি দমু নি॥ পুত্র দরশনানন্দে সুচিন বিচা
র। স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে কিছু নাহি আর॥ জে দুই প্রভুর প্রভুজাত পতি বারে। সেই দুই যুগাইই থাকে দোঁহাকারে॥
কোটীক পো কোটি মুখে জদি বেদে কাহ। তভু ত দোঁহার ভাগ্যগানন নাজায়ে॥ শচীজগন্নাথ পুত্রে বহু নমস্কার। অন
ন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ পুত্র রূপ জার॥ এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়। বুঝিতে না পারে কেহো তাহার মায়ায়॥ শ্রীচৈ
তন্য নিত্যানন্দ চান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবন দাশ তচ্ছ পদযুগে গান॥ ॥ ॥ ৫॥ ॥ ॥ ॥ ॥
জয় ২ মহেশ্বর জয় গৌরচন্দ্র। জয় ২ বিশ্বম্ভর জয় ভক্তবিন্দ্র। জয় ২ জগন্নাথ শচীপুত্র প্রান। কৃপাদৃষ্টে প্রভুজীবে
র পরিত্রান॥ হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর সুন্দর। বাল্য লীলা ছলে করে প্রকাশ বিস্তর॥ নীরন্তর চপলতা করে সেই
সনে। মায়ে সিক্ষাইলে জেন্ন বোধ নাহি মানে॥ সিক্ষাইলে হয় আর দ্বিগুন চঞ্চল। গৃহে জত সামে তাহা ভাঙ্গে সকল॥

কোটি অপরাধ জদি বিশ্বম্ভরে করে। তভু তারে রাখিবেন হৃদয় উপরে॥ জন্মে২ কৃষ্ণভক্ত সেই সব জন। এসব উত্তম সুক্রিতা
হার কারণ॥ অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে। নানা ক্রীড়া করে কেহো নাপারে বুঝিতে। মিশ্র বোলেন সেহো পুত্র তোমার
আকার। জদি অপরাধ নহে সগতি আমার॥ তাবত এর শব্দে মিশ্র করি কোনা কোলী। গৃহেরে চলিলা মিশ্র শ্রদ্ধা পাওহলি।
আর পথে গেলা ঘর প্রভু বিশ্বম্ভর। হাথেতে মোহন পুথি জেন সহোধর॥ লিখন কালীর বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে। চম্পা

কেনা গিল জেন কস্তুরি তরঙ্গে॥ জননীরে বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে। তৈল দেহ মোরে জাই স্নান করিতে। পুত্রের বচন শুনি
শচী হরষিত। কিছু নাহি দেখে শচী পুত্রের চরিত॥ তৈল দিয়া শচীদেবী মোনে২ গুনে। বালিকা কিবা নিল বলিল দ্বিজগণে
॥ লিখনের কালি আছএ সর্ব্ব অঙ্গে। সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুথি সঙ্গে॥ ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর। মিশ্র
দেখি কোলেতে উঠিলা বিশ্বম্ভর॥ সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্যজ্ঞানে। আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র দরশনে। মিশ্র দেখে

আদি ৫ ২৫

সর্ব্ব অঙ্গ ধুলায় ব্যাপিত। স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত॥ মিশ্র বোলে বিশ্বম্ভর কিবুদ্ধি তোমার। লোকেরে
কেনে না দেহ স্নান করিবার॥ বিষ্ণুপূজা সর্জ্জ কেনে কর অপহর। বিষ্ণু করিয়া ভয় নাহি কি তোমার॥ প্রভু বোলে আজি
আমি নাহি জাই স্নানে। আমার সকল শিশু গেল আগুয়ানে। সকল লোকের তারা করে অব্যভার। না গেলেও দোষ জ
দি করহ আমার॥ সভত করিব আমি তাহার অব্যবহার। আর মিশ্র। জেন কেহ নাকহে স্নান যাবার॥ এতবলিয়া

পত্রসংখ্যা

1044

নিরবধি অন্ত তার কর এ সভারে ৷ যান মতে গঙ্গাস্নান নাদে যক রিবারে ৷ এই ক্ষাঠ জাই তার স্বাস্তি করিবারে ৷ সভের
ম্নি নেও কেহো রাখিতে নাপারে ৷৷ ক্রোধ করিয়া তবে চলিলা মিশ্রবর ৷ জানিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র সর্ব্বত্তরেশ্বর ৷৷ সর্ব্ব বালকে
র মধ্যে অতি মোনোহর ৷ কুমারি কহেন আহে শুন বিশ্বম্ভর ৷৷ মিশ্র আইলেন এই পানাহ সন্ধরে ৷ বালিকা [illegible] সকলের
মুখে শুনি ক্রোধে ৷ সিশুগন শব্দে প্রভু জাগ্রত করিবারে ৷ পলাইলা ব্রাহ্মনকুমার সব ডরে ৷৷ সভারে সিক্ষান মিশ্রস্থানে
কহিবারে ৷ স্নানে নাহি আইসে আজি তোমার কুমারে ৷ সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিএ ৷৷ আমরাহ আছি এই তাহারনা
গিয়া ৷৷ সিখাইয়া প্রভু আর পথে গেলা ঘর ৷ গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর ৷৷ আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারি দিগে চা
না ৷ সিশুগন মধ্যে প্রভু দেখিতে নাপান ৷৷ মিশ্র জিজ্ঞাসিল বিশ্বম্ভর কোথা গেল ৷ সিশুগন বোলে আজি স্নানে না আইল ৷৷
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিএ ৷৷ আমা সভা আছি এই তাহার লাগিয়া ৷ চারিদিগে চাহে মিশ্র হাথে বাড়ি লএ ৷ তর্জ্জ
গর্জ্জন করে লাগি না পাইয়া ৷ কৌতুকে তাহা বানি বেদন করে গিয়া ৷ সেই শব্দ বিপ্র বোলে হাসিয়া ৷৷ ভয়ে পলাইয়া বিশ্ব
ম্ভর গেলা ঘরে ৷ ঘরে গেই মিশ্র কিছু বোলে পাছে তারে ৷৷ আর বার জদি চঞ্চলতা করে ৷ আমারা ধরিয়া দিব তোমার গো
চরে ৷ কৌতুকে সকল কথা কহিলাঙ তোমার স্থানে ৷ তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ৷ সেহেন নন্দন জার গৃহমধ্যে
বেসে ৷ কি করিবে ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক দোষে ৷৷ এমিলা সেবি নাসিয়ে প্রভুর চরন ৷ তার মহাভাগ্য জার হেন নন্দন ৷৷

বড় অধিকারি হয় আপনে যড়ায়। ক্ষুদ্র হইলে গনসহে অবঃ পাতে জায়॥ চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবার শক্তি কার। জননীরে নাক্ষে শিক্ষা গুরু ভগবান॥ যে
যেজন অদ্বৈতেরে বৈষ্ণব বুলিতে। নিন্দা করে দণ্ড করে মরে তান মতে॥ সর্ব্বপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর মহেশ্বর। এই বড় স্তুতি যে তাহার অনুচর॥ নি
ত্যানন্দ স্বরূপে সেনি স্কপট প্রেম। কহিলেন গৌরচন্দ্র ঈশ্বর করিয়া॥ নিত্যানন্দ প্রশাদে সে গৌরচন্দ্র জানি। নিত্যানন্দ প্রশাদে সে বৈষ্ণ
বেরে চিনি॥ নিত্যানন্দ প্রশাদে সে নিন্দা জায় ক্ষয়। নিত্যানন্দ প্রশাদে সে বিষ্ণু ভক্তি হয়॥ নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ সেবকের মুখে। অহর্নিশ চৈতন্যে

রয়সকায়ে সুখে॥ নিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বদিগে সাবধান। নিত্যানন্দ ভুজের চৈতন্য ধনপ্রাণ॥ অল্পভাগ্যে নাহি হয় নিত্যানন্দ দাস। জাহারায়
তথা যে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥ যেজন শুনয় বিশ্বরূপের আখ্যান। সেহয় অনন্ত দাস নিত্যানন্দ প্রাণ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপ অভেদ শরীর। আই
ইহা জানে আর জানে কথো ধীর॥ জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের জীবন। জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র বদন॥ গৌড়দেশ ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায়। কে
পায় চৈতন্য বিনে তাহান কৃপায়॥ নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায়ে জাহারা। কোথাও জীব নে সুখে নাহিক তাহারা॥ হেন দিন হইব কী চৈতন্য নিতাই।

দেখিব কি পারিশদে সহ একঠাঞি॥ আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। এবড় ভরশা চিত্তে ধরি যে অন্তর॥ অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তানে মতি রহুক আমার॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন দাশ তছু পদযুগে গান॥ ❀॥ ❀॥ ২৮॥ ❀॥ ❀॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণনিধি। জয় বিশ্বম্ভর প্রভু সবাদির বিধি॥ জয় জয় নিত্যানন্দ প্রিয় দ্বিজরাজ। জয় জয় চৈতন্যের ভকত সমাজ॥ হেন
মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রীড়া করে নহে সর্ব্বনয়ন গোচর॥ দিনে দিনে মহানন্দে নবদ্বীপ পুরী। বৈকুণ্ঠ নায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি॥ ॥

1046

বিষ্ণুতমনি যোনন্দ শান্তিপুত্রহলে। তত্ত্ত সমাজে নিজনাম রসে খেলে॥ প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন। ভক্তবিনে থাকিতে না পায় অন্যজন॥ এত
বড় বিশ্বম্ভর শক্তির মহিমা। ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহো সীমা॥ অতো চেবে দুরে থাকি মুনি দশে পাছে। মন্দ মাথা বোলে যম অর্বজায় পাছে॥
কেহো বোলে কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব। হের দেখ যত পেট পোষা গুনা সব॥ কেহো বোলে এগুলার বান্ধি হাথ পায়। জলে পেলি জিয়ে যদি তবে ধর্ম্ম পায়॥
কেহো বোলে আরে তাই জানিল নিশ্চিত। গ্রামখান নষ্ট হব নিমাঞি পণ্ডিত॥ তথ্য দেখায়েন সভে দেখিবার তরে। অন্তরে নাহিক ভাগ্য চাণ্ড বিক্রি

ফাবে। সংকীর্ত্তন কারণ প্রভু শচীর নন্দন। জগতের চিত্ত বিত্ত করয়ে শোধন॥ দেখিতে না পায় লোক করে অনুতাপ। সভেই অভাগা বুলি ছাড়েন নিশ্বাস॥ কে
হেবা কাহারো ঠাঞি পরিহার করে। সঙ্গোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে॥ প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ হয়্যা সর্ব্ব দাশে জানে। এই হয়ে কেহো কারে না নয় যে স্থা
নে॥ এক ব্রহ্মচারি সেই নবদ্বীপে বৈসে। তপস্বী পরম সাক্ষু বৈশয়ে নির্দ্দোষে॥ সর্ব্বকাল পয়ঃ পান অন্ন নাহি খায়। সুনিতে কীর্ত্তন বিপ্রসাহ বারে
চায়॥ প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন। ভক্ত বিনে প্রবেশিতে নারে অন্যজন॥ সেই বিপ্র প্রতিদিনে শ্রীনিবাস স্থানে। নৃত্য দেখিবার লাগি করে

এসাধনে॥ তুমি যদি একদিন কৃপা কর মোরে। আপন লইয়া যাও বাড়ির ভিতরে॥ তবে সে দেখিতে পাও পণ্ডিতের নৃত্য। লোচন সকল করোঁ হই
কৃতকৃত্য। এইমত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ। আর দিন শ্রীনিবাস বুলিলা বচন॥ তোমারেত জানি সর্ব্বকাল বড় ভাল। কৃষ্ণচয় পলাহারে গো
ঙাইলে কাল॥ কোনো পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে। দেখিবার তোমারত আছে অধিকারে॥ প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহো জাইবারে। সঙ্গোপে থাকি
ব এই বুলিল তোমারে॥ এত বুলি ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা। একদিগে আড় হই সঙ্গোপে রহিলা॥ নৃত্য করে চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ। চতুর্দ্দিগে মহাভাগ্য

১০০
১০০

1047

পড়ায়। কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি স্ফুরায় জিহ্বায়। কুতর্ক পড়িয়া সব অধ্যাপক মরে।। ভক্তে হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে॥ অদ্বৈত আচার্য্য আর যত ভক্তগন।। জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু গুনে মনে২। না দেখিব লোকমুখ চলিবত বোলে। উষঃকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।। অদ্বৈত সভায় আসি হয়েন উপস্থান॥ সর্ব্বশাস্ত্র বাখানেন কৃষ্ণভক্তি সার।। শুনিঞা অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥ পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।। আনন্দে বৈষ্ণবগন হরি২ বোলে॥ কৃষ্ণানন্দে ভক্তগন করে সিংহনাদ। য়ারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ॥ বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহো নাহি জায় ঘরে।। বিশ্বরূপ নাহি আইসে আপন মন্দিরে॥ রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে। তোমার অগ্রজ গিয়া আনহ সত্বরে॥ মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়।। আইসেন অগ্রজ ডাকি নিবার ছলায়॥ আসিঞা দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।। অন্যোন্যে করেন কৃষ্ণকথা রমঙ্গল। আপন প্রস্তাব শুনি গৌরাঙ্গ সুন্দর। সভারে করেন দৃষ্টি শুভ মোনোহর।। প্রতি অঙ্গে মোনোহর লাবন্যের শীমা।। কোটিচন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥ দীগাম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধুলায় ধুষর। আসিয়া অগ্রজ প্রতি করেণ উত্তর॥ তোমারে আইস বাপ ডাকএ জননী।। অগ্রজ বসন ধরি চলয় আপুনি।। দেখিএ মোহন রূপ সব ভক্তগান।। স্তম্ভিত হইয়া সভে করে নীর ক্ষণ॥ সমাধিয়া জায় চাহে সব ভক্তগনে। প্রভু দেখি ভক্তে মোহস্বভাবে হয়।। বিনি অনুভাবে দাসের চিত্তে নয়॥ প্রভুহ আপনে ভক্তের চিত্ত হরে।। কৃষ্ণকথা অল্পজনে বুঝিতে না পারে॥ রহস্য করি দিও কহিলেন ভাগবতে। পরীক্ষিত শুনে শুকদেব বিমতে।

1048

প্রসংগে সুন হ ভাগবতের আখ্যান। সুন পরিক্ষিতের সম্বাদ অনুপাম॥ এইগৌর চন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে। সিসুগনে মেলি হেন ক্রীড়া করি বুলে॥ জন্ম হৈতে অত্যন্ত মঙ্গল গোপীগনে। নিজপুত্র হৈতে তত কারেণ স্নেহ মোনে॥ যদ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধি না জানেন্দ্র ...রে। স্বভাবেই পুত্র হৈতে স্নেহ বড় করে॥ সুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরিক্ষীত। সুকস্থানে জিজ্ঞাসীন হয়্যা পুলকীত॥ পরম অদ্ভুত কথা কহিল গোসাঞি। ত্রিভুবনে হেন কথা কভু সুনি নাই॥ নিজপুত্র হইতে পর তনয় কৃষ্ণেরে। কহ দেখি স্নেহ হয় কেমন প্রকারে॥

শ্রীশুক কহেন সুন রাজা পরিক্ষীত। পরমাত্মা সর্ব্ব দেহে বন্ধব বিদিত॥ আত্মা বিনু পুত্র নাক রথ বন্ধুগন। গৃহ হৈতে বাহির করয় ততক্ষন॥ অতএব পরমাত্মা সভার জীবন। সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দ নন্দন॥ অতএব পরমাত্মা সভার জীবন। কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগন॥ এ গোপ্য কথা ভক্তি বিনে অন্য কথা নয়। অন্যথা জগত কেনে স্নেহ না করয়॥ কংসাদির যথা সো কৃষ্ণে হিংসা করে কেনে। পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহার কারনে॥ সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্ব লোকে জানে। কেহো তিক্ত বাসে জীহ্বা দোষের কারনে॥ জিহ্বার বলে দোষ শর্করার দোষ নাই। এই মত সর্ব্ব মিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি॥ এই নবদ্বীপে তে দেখিল সর্ব্বজনে। তথাপিহ কেহো না জানিল ভক্ত বিনে॥ ভক্তের গোচর হয় এই সর্ব্ব থায়। বিহরয় নবদ্বীপে বৈকুন্ঠের রায়॥ মোহিয়া সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর। অগ্রজ লইয়া চলিলেন নিজ ঘর॥ মনে চিন্তে অদ্বৈত মহাশায়। প্রাকৃত মনুষ্য কভু এবা নেক নয়॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিতি বোলেন অদ্বৈত। কোন বস্তু এবা নেক জানিহ নিশ্চিত॥ ৭॥

আদি
৬

২৭

২৭

৬০

এইনবদ্বীপেগৌরচন্দ্রেরপ্রকাশ। নামামেনেন্দুকসবপেজাবেকনাশ॥ চৈতন্যচরণেজারআছেরতিমতি। জন্মজন্মহয়জেনতাহারসংহতি॥ অ
ষ্টসিদ্ধিযুতচৈতন্যেতেভক্তিশুন্য। কভোয়েণনাদেখিযেপাপীহিনপুন্য॥ মুরারিগুপ্তেরেপ্রভুসান্তনাকরিয়া। চলিলাআপনঘরেহরসিতহৈয়া॥
হেনমতমুরারিগুপ্তেরঅনুভাব। আমিকিবুলিবগুপ্ততাহারপ্রভাব॥ নিত্যানন্দশ্রীমুখেশেষবেক্তবরত্তন। কিছুকিছুসুনিলাও [illegible] সভারমহল॥
জন্মজন্মনিত্যানন্দহউমোরপতি। যাহারপ্রসাদেহৈলচৈতন্যেতেরতি॥ জয়জয়জগন্নাথমিশ্রেরনন্দন। তোরনিত্যানন্দহউমোরধানধন॥

মোরপ্রাননাথেরচাঁদরবিশ্বম্ভর। এবড়ভরোশাচিত্তেধরিয়েঅন্তর॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রজান। বৃন্দাবনদাশতছুপদযুগেগান॥
॥ ৩ ॥ [illegible] ॥ ৩ ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ ৩ ॥ ০ ॥ জয়নিত্যানন্দপ্রাননাথবিশ্বম্ভর। জয়গদাধরপ্রাণঅদ্বৈতঈশ্বর॥ জয়হরিদাশশ্রীনি
বাশপ্রিযঙ্কর॥ জয়গঙ্গাদাশবাসুদেবেরঈশ্বর॥ ভক্তগোষ্ঠীসহিতেগৌরাঙ্গজয়জয়। শুনিলেচৈতন্যকথাভক্তিলভ্যহয়॥ হেনমতেনবদ্বীপে
প্রভুবিশ্বম্ভর। বিহরেনসংহতিনিত্যানন্দগদাধর॥ একদিনপ্রভুকরেনগরভ্রমন। চারিদিগেজতআপ্তভাগবতগন॥ সার্ব্বভৌমপিতা

বিসারদমহেশ্বর। তাহানজাঙ্গালেগেলাপ্রভুবিশ্বম্ভর॥ সেইখানেদেবানন্দপণ্ডিতেরবাশ। পরমশুসান্তবিপ্রমোক্ষঅভিলাষ॥ জ্ঞানবন্ত
তপস্বীআজন্মউদাসিনে। ভাগবতপড়ায়তথাপিভক্তিহিন॥ ভাগবতেমহাঅধ্যাপকলোকেবোলে। মর্ম্মঅর্থনাজানেনভক্তিহীনদোষে॥
জানিবারজোগ্যতাআছয়েপুনিতান। কোনোঅপরাধনাহিকৃষ্ণেরপ্রমান॥ দেবেপ্রভুভক্তকথাজেনেইপাশেজায়। যেখানেতেতানব্যাখ্যা
শুনিবারেপায়॥ সর্ব্বভূতহৃদয়জানয়েসর্ব্বতত্ত্ব। নাশুনয়েব্যাখ্যাভক্তিযোগেরমহত্ত্ব॥ ক্রোধেবোলেপ্রভুবেটাকিঅর্থবাখানে।

ভাগবতঅর্থ কোনোজন্মে ও নাজানে। ভক্তবেশের ভাগবতে কোন অধিকার। গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥ সতে ইক্ষ্বাকুনাশ ভক্তি ভাগব
তে কহে। জেমরূপে ভাগবত চারিবেদমাঝে॥ চারিবেদ দধি ভাগবত নবনীতে। মথিলেন শুকে খাইলেন পরিক্ষিতে॥ মোর প্রিয় শুকে সে জানয়ে ভাগবতে।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥ মুঞি মোর দাশ আর গ্রন্থ ভাগবতে। জার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে॥ ভাগবত তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবে
শে। শুনি মূর্ছা বৈষ্ণবসব মহানন্দে ভাশে॥ ভক্তিবিনে ভাগবত জে আর বাখানে। প্রভু বোলে সে অধমে কিছু নাহি জানে॥ নিরবধি ভক্তিশূন্য

ভাবে সে বাখানে। আজি পুথি চিরো এই দেখ বিদ্যমানে॥ পুথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে জায়। সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়ার হায়॥ মহাচিন্ত্য
ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায়। ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায়॥ ভাগবত বুঝি হেন জার আছে জ্ঞান। সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥ ভা ৯৫
গবত অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি জার। সেই সে জানয়ে ভাগবত অর্থসার॥ সর্বগুণ দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমান। পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান॥ সে ৯৫
সর্বলোকের বড় ভাগবত ভ্রম। তাথেয়ে অন্যের গর্ব তার সাম্প্রায়ম। ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ। নিত্যানন্দ অবধৌতচন্দ্র ত্রিজগ

ত বাশ॥ এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর। ভ্রমযে নগরে সাঙ্গে সর্ব অনুচর॥ একদিন চান্দ্র পণ্ডিত সাঙ্গে করি। নগর ভ্রমন করে বিশ্বম্ভর
হরি॥ নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর। জাইতে পাইলা গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর॥ মদ্যগন্ধে বারুনীর হইল স্মরণ। বলরাম ভাব হৈলা শচীর
নন্দন। বাহ্য পাশরিয়া প্রভু করয় হুঙ্কার। উঠো গিয়া সেই বাশোরে বোলে বারবার॥ প্রভু বোলে শ্রীনিবাস এই উঠ গিয়া। মানা করে শ্রীনি
বাশ চরণে ধরিয়া॥ প্রভু বোলে মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ। তথাপিহ শ্রীনিবাস করয় নিষেধ॥ শ্রীনিবাস বোলে তুমি জগতের পিতা ।

১০৫।

শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমতে।। হেনমতে নবদ্বীপে বৈসে দ্বিজনাথ।। অধ্যাপকরূপে আছেন করিয়া বিখ্যাত।। চতুর্দ্দিগে পাষণ্ড বাড়য়ে
গুরুতর। ভক্তিযোগ হেন নাম শুনিতে দুষ্কর।। মিথ্যারসে দেখি অতি লোকের আদর। ভক্তসব দুঃখ মনে ভাবে নিরন্তর।। প্রভু সে আবিষ্ট
হইয়া আছেন অধ্যয়নে। ভক্তসব দুঃখ পায় দেখেন আপনে।। নিরবধি বৈষ্ণব সন্তাপে দুষ্টগণে। নিন্দা করি বুলে তাহা সুনেন আপনে।
চিত্তে ইচ্ছা হৈল আপনা প্রকাশ করিতে। ভাবিলেন আসি গিয়া আগে গয়া হৈতে।। ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান। গয়াভূমি দেখিবারে ইচ্ছা

হৈল তান।। শাস্ত্রবিধিমতে শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি করিয়া। যাত্রা করি চলিলেন বহু শিষ্য লঞা।। জননীর আজ্ঞা লঞা মহা হর্ষ মনে।
আদি চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে।। সর্ব্বগ্রাম দেশ করি পুণ্যতীর্থময়। গঙ্গাতীরে গেলেন গয়া দেখিতে বিজয়।। ধর্ম্মকথা বাক্যবাক্য পরি ৪৫
১৩ হাসরসে। মন্দারে আইলা প্রভু কথোক দিবসে।। দেখিয়া মন্দার মধুসূদন তথাই। ভ্রমিলেন সকল পর্ব্বত সুনীলায়।। এইমতে ক ৫৫[?]
মোপথে আসিতে হ। আর দিন জ্বর প্রকাশিলা অঙ্গ হৈতে।। প্রাকৃত লোকের প্রায় আপনে ঈশ্বর। লোকশিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্ব

র।। মধ্যপথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বর। শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তর।। পথের রহি করিলেন বহু প্রতিকার। তথাপি না ছাড়ে জ্বর
সেই ইচ্ছা তাহার।। তবে প্রভু ব্যবস্থিলেন ঔষধি আপনে। সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক পানে।। বিপ্রপাদোদকের মহিমা জা
নাইতে। পান করিলেন প্রভু আপন সাক্ষাতে।। বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর। সেইক্ষণে হৈলা সুস্থ আর নাহি জ্বর।। ঈশ্বর
করেন বিপ্রপাদোদক পান। এতেক স্বভাব বেদ পুরাণে বাখানে।। তথাহি শ্রীভাগবতে।। যেন মামা প্রণমন্তে স্থাণু জঙ্গমের জামংহং।।
২।৩।

1052

এইসব জন্ম জন্মান্তরে নারে পায় ॥ কলিযুগে রাক্ষস সব ব্রাহ্মণের ঘরে। জন্মিলেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ তথাহি বরাহপুরাণে ॥
রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু। উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান কৃশান ॥ ইতি। এসব বিপ্রের স্পর্শ কথা
নমস্কার। ধর্মশাস্ত্রে সর্বদা নিষেধ করিবার ॥ তথাহি পদ্মপুরাণে মহেশবাক্যং ॥ কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবা। শৌবিপ্রা
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জয়েৎ ॥ ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়। তবে তার আলাপেহ পুণ্য যায় ক্ষয় ॥

শ্রমক লোক দ্বিরশনা কিয়া। বসন্তে না সিজা কান পড়িল আসিয়া॥ হরিদাস ঠাকুরের বেষ বনি লেন জল। কৃষ্ণদ্রোহে তাহার শাস্তি করি
নেক তেল। আতিমগ্ন জগতে দেখিয়া হরিদাস। দুঃখে কৃষ্ণ ছাড়িল নিশ্বাস॥ কথোক দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি। আইলে
ন হরিদাস নবদ্বীপপুরি ॥ হরিদাস দেখিয়া সকল ভক্তগণ। হইলেন হরিদাস আনন্দিত মন॥ আচার্য গোসাঞি হরিদাস কে দেখি
যা। রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া॥ সর্ব বৈষ্ণবের প্রীত হরিদাস প্রীতি। হরিদাস সবাকে করেন ভক্তি অতি। পাষণ্ডি স

কল আতি দেখ বাক্য জ্ঞানা। অন্যোন্যে সব তাহা কহিতে লাগিলা॥ গীতা ভাগবত লই সর্ব ভক্তগণ। অন্যোন্যে বিচার করএ সর্বক্ষ
ন॥ জেজন পড়এ শুনে এসব আখ্যান। তাহারে মিলব শ্রীচৈতন্য ভগবান॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ সুজান। বৃন্দাবন দাস তছু
পদযুগে গান॥ ❀ ॥ ❀ ॥ ২২ ॥ ❀ ॥ ~~~~ ~~~~ ॥ ❀ ॥ ❀ ॥ ২২ ॥ জয় শ্রী গৌরসুন্দর মহেশ্বর। জয় নি
ত্যানন্দ প্রিয় নিত্যকলেবর॥ জয় বৈষ্ণবের ধন মন প্রাণ। কৃপাদৃষ্টে কর প্রভু সর্বজীবে প্রাণ॥ আদিখণ্ড কথা আই শুনা
বৃধাং ॥

শ্রীসুদর্শনবচনং॥ যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান শ্রোতৃনাত্মানমেব চ। সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদাহিতে॥ ০॥ পশুপক্ষি কীট পতঙ্গ আ
দি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥ জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনি সে তরে। উচ্চ সংকীর্তনে পর উপকার করে॥ অত
এব উচ্চ করি সংকীর্তন হয়। শতগুণ ফল হয় বেদশাস্ত্রে কয়॥ তথাহি নারদীয়ে। প্রহ্লাদবাক্যং॥ জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণা
ধিক। আত্মানঞ্চ পুনঃ শ্রোতৃন জপন শ্রোতৃন পুনাতি চ॥ জপকর্তা হইতে উচ্চ সংকীর্তন করি। শতগুণ অধিক পুরাণে কহে এবি॥

শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ। জপিয়া আপনা কেহো করয় পোষণ॥ উচ্চ করি না করিলে গোবিন্দ কীর্তন। জন্তুমাত্রে শুনি প্রায় উপায়
আধ বিমোচন॥ জিহ্বা পাইয়াও নর বিনে সর্বপ্রাণি। বলিতে না পারে রামকৃষ্ণ হেন ধ্বনি॥ ব্যর্থজন্ম পাইয়া নিস্তার যাহা হৈতে। বোল দে 48
৭২ খি কোন দোষ সেক্ষ করিতে॥ কেহো মাত্র আপনাকে করয় পোষণ। কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥ দুইতে কে বড় ভাই বুঝ 48
হ আপনে। এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্তনে॥ সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের বচন। বলিতে লাগিলা ক্রোধে মহা দুর্বচন॥ দর্শনকর্তা

হৈবে হইল হরিদাশ। কালে সব বেদ হইব দেখি নাশ॥ যুগশেষে সুদ্রে বেদ করিব বাখানে। এখনি সে সব দেখি সেষে আর কেনে॥
এইরূপে আপনাকে প্রকট হইয়া। ভাল মতে ভোগ বুলিস খাইয়া॥ যে ব্যাখ্যা করিলি তুই ইহা যদি না লাগে। তবে তোর নাক কান
কাটিলেন আগে॥ শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাশ। হরি বলি ঈষত হইল কিছু হাশ॥ পিত্যুত্তর তারে কিছু তাবে না করিয়া। চলিলেন
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম গাইয়া॥ যে বা পাপী সভাসত শেষ পাপমতি। উত্তেও উত্তর কিছু না দিলেন ইতি॥ এই সব ব্রাহ্মণ রাক্ষস নাম মাত্র।

গোসাঞির সয়নবরিশা চারিমাশ। ইহাতেই নাম্রযায ডাকিতে বড় আশ। নিদ্রাভঙ্গ হইলে সঙ্গ হইয়া গোসাঞি। দণ্ড ক্ষ করি বদে ধে
ইথে দিধানাকি। কেহো বোলে জদি দ্রকে কি ইমুনকচড়ে। তবে এগুনা বেধব্রি কিনা হইব ঘাচে। কেহো বোলে একাদশী নিশিজাগরনে।
করিব গোবিন্দনাম করি উচ্চারনে। প্রতিদিন উচ্চারন করিয়া কিবা কাজ। এইমত বোলেন সব মধ্যস্থ সমাজ। দুঃখপায় এসব
দেখিয়া ভক্তগন। তথাপি না ছাড়ে কেহো উচ্চ সংকীর্তনে। ভক্তিযোগ না কের দেখিয়া অনাদর। হরিদাশ দুঃখ বড় পান নীরন্তর।

তথাপিহ হরিদাশ উচ্চস্বর করি। বোলেন প্রভুর নাম সর্ব্ববদন ভরি। ইহাতে জে অন্যে যদ্দুষ্কৃতি পাপীগন। না পারে সহিতে উচ্চ হরিসংকী
র্ত্তনে। হরিনদিগ্রামের এক ব্রাহ্মণ দুর্জন। হরিদাশ দেখিয়া ক্রোধে বোলয়ে বচন। অহে হরিদাশ এ কি তোমার ব্যভার। ডাকিয়া জে না
মনও কি হেতু ইহার। মনে২ জপিবা এই ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া কহিতে নাম কো না শাস্ত্রে কয়। কার সিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত পণ্ডিত সভা বোল নহ ইহাতে। হরিদাশ বোলেন ইহার জে তত্ত্ব। তোমারা সে জান হরিনামের মহত্বে। তোমা সভার মুখে সুনিঞা

ছি মাত্র আমি। বলিতেছি বলি বত জে বা কিছু জানি। উচ্চ করি লৈলে ফল শতগুন হয়। দোষ ত নাহি শাস্ত্রে গুন সে বর্ণয়। তথাচ
উচ্চৈর শতগুন হয় সোবিদ্দিত। গুন বহি দোষ নাহি সুন সাবহিত। বিপ্র বোলে উচ্চ নাম করিতে উচ্চার। শতগুন ফল হয় কি হেতু তাহার।
হরিদাশ বোলে সুন সব মহাশয়। জে হেতু ইহার বেদ ভাগবতে কয়। সর্ব্ব শাস্ত্র স্ফুরে হরিদাশের শ্রীমুখে। লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা
কৃষ্ণানন্দ সুখে। সুন বিপ্র সুকৃত সুনিলে কৃষ্ণনাম। পশু পক্ষ কীট জায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম। তথাহি। সপ্তম স্কন্ধে [illegible]।

নিরবধি করিতে চিত্তের বড় বন্ধ। জাতি কুল নিরর্থক সকল বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥ অধম কুলেতে যদি কৃষ্ণভক্তি
হয়। তথাপিহ সেই পূজ্য বেদ শাস্ত্রে কয়। উত্তম কুলেতে জন্মি যে কৃষ্ণ না ভজে। কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥ এসব বেদের বাক্য
সাক্ষি দেখাইতে। জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥ প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য কপি হনুমান। এইমত হরিদাস অধম কুলেতে জান॥ হরিদাস স্প
র্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ। গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥ স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস। ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপা

শ॥ হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জনে। তাহারে দেখিলে খণ্ডে সংসার বন্ধনে॥ শতবর্ষে শতমুখে উহান মহিমা। কহিতে না পারি তার
আদি করিবারে সীমা॥ ভাগ্যবন্ত তোমরা যে তোমা সভা হৈতে। উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥ সকৃত যে বলিবেক হরিদাস নাম। সত্যে ৭০
১২ সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম॥ এত বলি মৌন হৈলা মহানাগরাজ। তুষ্ট হইলেন সুনি সজ্জন সমাজ॥ হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভব। ৭০
কহিয়াছেন পূর্ব্বে ইহা সকল বৈষ্ণব॥ সভার পরম প্রীত হরিদাস প্রীতি। নাগমুখে সুনি প্রভু বিশ্বাস হৈল তথি॥ হেনমতে রহেন

ঠাকুর হরিদাস। গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ॥ সর্ব্ব দিগে বিষ্ণুভক্তি শূন্য সর্ব্বজন। উদ্দেশ না জানে কেহো হরিসংকীর্ত্তন॥
কোথাও নাহিক হরিভক্তির প্রকাশ। বৈষ্ণবেরে সভে করে পরিহাস॥ আপনা আপনি সব সাধুজন মেলি। গায়েন শ্রীকৃ
ষ্ণনাম দিয়া করতালি॥ তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে। পাষণ্ডি পাপীরগণ বন্দী যাতে মরে॥ এ ব্রাহ্মণ রাজ্যগুলা করিব
েক নাশ। ইহা সভা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥ এ ব্রাহ্মণগুলা সব মাগিয়া খাইতে। ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥

যেখানে পড়য়ে তার চরণের ধুলি। শবে হনে পেন অঙ্গে হয় আন্দ ওহনী। তারপর বিপ্র চণ্ড আক্তি শেষ ইথানে। আমী হেন নাচিব আনি গুনেম
নেহ॥ বুঝিনা উনাচিলেহ অধম বর্ব্বরে। অন্দ মানুষেরে পরম ভক্তি করে। এত ভাবি শেষ ইথানে আজ্ঞা পাইয়া। পড়িলেজে হেন মহাম
চেষ্ট হইয়া। জেইমাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য স্থানে। মারিতে লাগিল ডঙ্ক মহাক্রোধ মনে। আসে পাশে মাথে মুড়ে বেতের প্রহার। নিমাতসা
র অডঙ্কের রক্ষা নাহি আর। বেতের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জর হইয়া। বাপ বাপ বলি আসে গেল পালাইয়া॥ তবে ডঙ্ক নিজ সুখে নাচিলা বিস্তরে।
উক্ত
সভার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তরে। জোড় হাথে শাতে জিজ্ঞাসেন সভাকে। কহ দেখি যথ হৈল বিপ্র মারিলেন তকে॥ হরিদাস নাচি বা জোড়হস্ত
কেনে। কহিলে তোমাতে কথা কহ ত আপনে। তবে ডঙ্ক রহি সুখে বিষ্ণু ভক্ত নাগ। কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব॥ তোমারা জে
জিজ্ঞাসিলে এবড় রহস্য॥ যদ্যপি অকথ্য তত্ত্ব কহিব অবশ্য॥ সকল মাধ্বর্য বুঝে আজ্ঞা পাইয়া। আমার নিমিত্তে দুঃখ করত আসি
যা। আমার হৃদয়ে ভঙ্গ সুখ করিবার তরে। আছয়ে আশ্চর্য কোন জন শক্তি ধরে॥ হরিদাস সং স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে। অতএব সাস্তিলা
মিক বিন উহারে॥ বড় লোক করি লোক জানুক আমারে। আপনাকে প্রকট করিঅ ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥ এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীত নাঞি। অকৈ
তব স্থানে সে বিষ্ণু ভক্তি পাই। এই জে নাচিলেন নাচিতে হরিদাস। নৃত্যে দেখিলে হয় সর্ব্ব বন্ধ নাশ॥ হরিদাস নাচিতে কৃষ্ণ নাচিলেন আ
পনে। ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নিমে দরশনে॥ উহার সে নিমে যোগ্য পদ হরিদাস। নিরবধি কৃষ্ণ চন্দ্র হৃদয় প্রকাশ॥ সর্ব্ব ভূতবাৎস
ল সভার উপকারি। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি জন্মে অবতরি॥ উদাসীন নিরো কাদি বিষ্ণু বৈষ্ণবেত। স্বপ্নেহ উহার মন না জায় বিপ
থে। তিনাধেক উহান শঙ্গ জেজী বের্হুস্ত। সেজন্য অবশ্য পায় কৃষ্ণ পাদপদ্মাশ্রয়ে॥ ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাস জেন সঙ্গ। । । ।

১০৫৭

নকীর্ত্তন। থাকিতে অদ্ভুত আর্ত্তি হইল সেইক্ষণ ॥ হরিদাশ ছাড়িবেন সুনিঞাবচন। মহানাগস্থান ছাড়ি গেনা সেইক্ষণ ॥ গর্ত্ত হইতে উঠিল
সর্প সন্ধ্যাপর বেলে। শতেই দেখিলেন গেলেন অন্যদেশে ॥ পরম অদ্ভুত সর্প মহাভয়ঙ্কর। পীত নীল শুক্ল বর্ণ পরম সুন্দর। মস্তকে মণি
জলিছে মস্তক উপরে ॥ দেখি তথ বিপ্রগন কৃষ্ণ ২ স্মরে ॥ সর্প গেলা অন্য স্থানে জানা নাহি আর। বিপ্রগন হইলেন সন্তোষ অপার ॥ দে
খি হরিদাশ ঠাকুরের মহাশক্তি। বিপ্রগনের উপজিল তাঁরে বড় ভক্তি ॥ হরিদাশ ঠাকুরের এ কোন প্রভাব। জার বাক্যে মহাস্থান ছাড়ি গেল সাপ ॥

জার দৃষ্টিমাত্রে ছুটে অবিদ্যাবন্ধন। কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাশের বচন ॥ আর এক শুন তান অদ্ভুত আখ্যান। নাগরাজে জেম হিমা কহিলেন
তান ॥ একদিন বড় এক লোকের মন্দিরে। সর্ব্বত্ত ক্ষড় ডঙ্কিনাচে হইয়া প্রকারে। মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত তার মন্দ্র খোরে। ডঙ্কা বেড়ে গায়
আদি নইয়া থাকে ॥ দৈবগতি তথাই গেলেন হরিদাশ। দেখিলেন ডঙ্কিনাচে হয় প্রকাশ ॥ মানুষ শরীরে নাগরাজ মন্ত্র বলে। এবে এক স্থান হই ৭২
৭২ যানা চেন সন্তহনে। কানি দহে নাচিলেন জেনাত্ত হইয়া রে। সেই গীত গায়েন কারন উচ্চ স্বরে ॥ সুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাশ। মুহি ৭২

তহইয়া পড়িলেন নাহি শ্বাশ ॥ ক্ষনেকে চৈতন্য পাই করিলা হুঙ্কার। আনন্দে নাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥ হরিদাশ ঠাকুরের আবেশা দে
খিয়া। এক ভিত হইতে ডঙ্ক রহিলেন গিয়া ॥ গড়াগড়ি জায়েন ঠাকুর হরিদাশ। অদ্ভুত পুলক অশ্রু কম্পের প্রকাশ ॥ রোদন করেন হরিদা
শ মহাশয়। সুনিয়া প্রভুর গুন হইলা তন্ময় ॥ হরিদাশ বেড়িয়া গায়েন হরিষে। জোড় কর করি ডঙ্ক রহে এক পাশে ॥ ক্ষনেক রহিল
হরিদাশের আবেশ। পুন আসি ডঙ্ক নৃত্যে করিল প্রবেশ ॥ হরিদাশ ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ। সভাই হইলা অতি আনন্দ বিশেষ ॥

1058

তানহৈন ইথে তন্নি পাইন সন্তোষ। অন্যসাক্ষি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ॥ দৃষ্টিপাকে এতেন এথা বিষ্ণুর নিন্দনে। তাহা আমি বিস্তর শুনিল নিজ
কানে॥ যোগসাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার। হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্বার॥ হেন মতে হরিদাশ বিপ্রগণ সঙ্গে। নীরন্তর করেন হরিশংকীর্ত্ত
নরঙ্গে॥ তাহাতে ও দুঃখ দিলে জেসব যবনে। সবংশে উচ্ছিন্ন তারা হৈল কথো দিনে॥ তবে হরিদাশ গঙ্গাতীরে গোফা করি। থাকেন বিরলে
অহর্নিশি কৃষ্ণ বলি॥ তিন লক্ষ নাম দিনে লয়েন গ্রহন। গোফা হৈল তান জেন বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ মহানাগ বৈশে সেই গোফার ভিতরে। তার জ্বালা

প্রানীমাত্র সহিতে না পারে॥ হরিদাশ ঠাকুরের সম্ভাষা করিতে। জতেক আইসে না পারে সহিতে॥ পরম বিশের জ্বালা সভে ই পায়েন। হরিদাশ
ইহা পুন কিছু না জানেন॥ বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ব বিপ্রগনে। হরিদাশ আশ্রমে এমন জ্বালা কেনে॥ সেই ফুলিয়াতে বৈশে মহা বৈদ্যগণ। তারা
আসি জানিলেক সর্পের কারণ॥ বৈদ্য বলিলেক এই গোফার তলায়। মহা এক নাগ আছে তাহার জ্বালায়॥ রহিতে না পারি কেহো বুলিল নিশ্চয়।
হরিদাশ সত্বরে চলুক অন্য আশ্রয়॥ সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নয়। চল সভে কহি গিয়া তাহার আলয়॥ তবে সভে আসি হরিদাশ ঠা

কুরেরে। কহিলেন বৃত্তান্ত তাঁরে গোফা ছাড়িবারে॥ মহানাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে। তাহার জ্বালায় কেহো রহিতে না পারে॥ অতএব
এথানে রহিতে যুক্ত নয়। অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়॥ হরিদাশ বলেন আমি অনেক দিন আছি। কোন বিশ জ্বালা গোফায়
না হি বাসি॥ সভে দুঃখ তোমারা জে না পার রহিতে। অতএব চলিব আমি জেন ভিতে। সর্প যদি ইথা কভু না ছাড়েন মহাশয়। কালি যদি
তিঁহো না ছাড়েন এথা নয়॥ তবে আমি কালি ছাড়ি জাইব সর্ব্বথা। চিন্তা নাহি তোমরা বোলহ কৃষ্ণ গাথা॥ এই মত কৃষ্ণ কথা সঙ্গে দিন

সকেহ হরিদাস পুর্ব্ব বিপ্রবর। চৈতন্যচন্দ্রের মহামুখ্য অনুচর॥ দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল জবন। সভার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন॥ পীর
জ্ঞানে সভেই করেন নমস্কার। সকল জবনগণ পাইল নিস্তার॥ কথোক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাশ। মুলুকপতির পতি চাহে হৈসে মৃদু হা-
স॥ সম্ভ্রমে মুলুকপতি জুড়ি দুই কর। বলিতে লাগিলা অতি বিনয় উত্তর॥ সত্যে জানিলাঙ তুমি মহা পীর। এক জ্ঞান সে তোমার মনে হ-
য়াছে স্থির॥ জ্ঞানী যোগী জত সব মুখে মাত্র বোলে। তুমি সে পাইলে সিদ্ধি মহাকুতূহলে॥ তোমারে দেখিতে মুঞি আইলুঁ এথারে। সব

দোষ মহাশয় ক্ষেমহ আমারে। সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই। তোমা চিনে হেন কোথাও না পাই॥ চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়॥ আপন ইচ্ছায় থাক তুমি জথা তথা॥ জে তোমার ইচ্ছা তাহা করহ সর্ব্বথা॥ হরিদাশঠাকুরের শ্রীমুখ ৭০
দেখিলেন। উত্তমে বাক্য দায় জবন লেদে দেখি শুনে। জত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে। পীর জ্ঞান করি পাছে পাও চাপি ধরে॥ জবনেরে কৃপাদৃষ্টি ১২
করিয়া প্রকাশ। ফুলিয়া আইলা তবে ঠাকুর হরিদাশ॥ উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে। আইলেন হরিদাশ ব্রাহ্মণ সভাতে॥ হরিদাশ দেখিয়া ফুলিয়া ৭১

বিপ্রগণ। সন্তুষ্ট হইলা পরম আনন্দিত মন॥ হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে। হরিদাশ লাগিলেন আনন্দে নাচিতে॥ অদ্ভুত অনন্ত হরিদাশের
বিকার। অশ্রু কম্প হাস্য মুর্চ্ছা রোমাঞ্চ হুঙ্কার॥ আছাড় খায়েন হরিদাশ প্রেমরসে। দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ আনন্দে ভাসে॥ স্থির হৈয়া
ক্ষনেকে বসিলা হরিদাশ। বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি চারি পাশ॥ হরিদাশ বলিলেন শুন বিপ্রগণ। দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ॥
প্রভুর নিন্দা আমি শুনিলাঙ অপার। তার শাস্তি দিলেন ঈশ্বর আমার॥ হেন পাপ মোর জেন নহে পুনর্ব্বার। যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর
আমার।

তবেআমি মরিদেশ হরিগ্রমান॥ এতবলিয়া [illegible] কৃষ্ণ হইয়া কৈল ধ্যান॥ সর্ব্বশক্তি মযন্নিত ঠাকুর হরিদাশ। হইলেন অচেষ্ট কোথা
ওনা নিশ্বাষ॥ দেখিযা সকল গন বিস্মিত হইল। মুলুক পতির দ্বারে আনিঞা পেলিল। মাটি দেহ নিঞা বোলে মুলুকের পতি। কাজি বো
লে তবে হইবে ভাল গতি। বড় হই জন করি লেক নিচ কর্ম্ম। অতএব ইহারে জুয়ায় শেই কর্ম্ম। মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল। গাঙ্গে
পেল জেন দুঃখ পায় চির কাল॥ ক্রোধে কাজি বোলে ইহার কাটিব ইকান। দুষ্ট গানে তাহকরে না করিন আন॥ কাজির বচনে মাত্র

রিপু জবনে॥ গঙ্গায় পেলিতে শাথে তোলেন তাহারে। গাঙ্গে নিতে ওনিলেক জবন শকল। বশিলেন হরিদাশ হইয়া নিশ্চল॥ ধ্যানানন্দে সুধা
সিন্ধু মধ্যে হরিদাশ। বিশ্বম্ভর দেহে আসি হইলা প্রকাশ॥ বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরিরে। কার শক্তি আছে হরিদাশ নাড়িবারে।
মহাবলবন্ত সব চতুর্দিগে টেলে। মহাস্তম্ভ প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে। কৃষ্ণানন্দে সুধা সিন্ধু মধ্যে হরিদাশ। মগ্ন হইয়াছেন কিছু নাহি
পরকাশ॥ সুখে হরিদাশ॥ কিবা অন্তরিক্ষে কিবা ভূমি কি গঙ্গায়। নাহি জানে হরিদাশ আছয়ে কোথায়॥ প্রহ্লাদের স্মরনে জেন

হয় অক্তি। হরিদাশ ঠাকুরের নহে সব শক্তি। হরিদাশের এ সকল কিছু বিচিত্র নহে। নিরবধি গৌরচন্দ্র জাহার হৃদয়ে॥ রাক্ষসের বন্ধ
নে জেন বির হনুমান। আপনেন হৈল করি রক্ষার শন্মান॥ এই মত হরিদাশ জবন প্রহারে। জগতের শিক্ষা অপেক্ষ বিন স্বিকারে॥ অ
শেষ দুর্গতি হয় জদি জায় প্রান। তথাপি হ বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥ অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে। কার শক্তি আছে হরিদাশেরে
লঙ্ঘিতে॥ হেনমতে হরিদাশ ভাসেন গঙ্গায়। ক্ষনেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর কৃপায়॥ চৈতন্য পাইয়া হরিদাশ মহাশয়। তীরে আসি [illegible]
পরমানন্দময় ॥ ৬।

দুষ্টগন আসি তবে হরিদাসে ধরে ।। বাজারে২ বেড়ি সকল দুষ্টগনে। মারেন নির্ঘাত করি মহা ক্রোধ মনে।। কৃষ্ণ২ স্মরন করয়ে হরিদাশ। নামান
ন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ ।। দেখি হরিদাশ দেহে অত্যন্ত প্রহার। সজ্জন সকল দুঃখ ভাবেন অপার ।। কেহো বোলে উচ্ছিন্ন হইব সর্ব্ব রাজ্য।
সেনিমিত্তে সুজনের হেন সব কার্য্য ।। রাজা উজিরেরে কেহো শাপে ক্রোধ মনে। মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে। বড় ধরি নাম ধুরি ধুন
র্ছনে ।। কেহো গিয়া যবনের পায় ধরে। কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে।। তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপীগনে। নগরে২ মারে ক্রো

ক্রোধ মনে।। কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে। অল্প দুঃখ না হি জন্মে এতেক প্রহারে।। অসুর প্রহারে যেন প্রহ্লাদ বিগ্রহে। কোন দুঃখ না
জন্মিল সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।। এই মত যবনের অশেষ প্রহারে। দুঃখ নাহি জন্মে হরিদাশ ঠাকুরেরে।। হরিদাশ স্মরনেও এ দুঃখ সর্ব্ব না
খণ্ডে সেই ক্ষণে হরিদাসের কি কথা।। তবে যে সকল পাপীগনে তানে মারে। তান নাশি দুঃখ সমাপ্ত ভাবেন অন্তরে।। এসব জীবেরে
কৃষ্ণ করহ প্রসাদ। মোর দ্রোহে নহুক ইহা সভার অপরাধ।। এইমত পাপীগন নগরে২। প্রহার করয় সেয় হরিদাশ ঠাকুরে।। দৃঢ়

আদি ২ ৩০ ৭০

করি মারে তারে প্রান লইবারে। মনস্থ নাহি হরিদাশ ঠাকুরে।। বিস্ময় পাইয়া দেখি সকল যবনে। মনুষ্যের প্রান কি রহয়ে এত মার
নে।। দুই তিন বার যারে মারিলেই মরে। বাইশ বাজারে মারিলাও আমরা ইহারে।। মরেও না আর দেখি হাসে ক্ষনে২। এ পুরুষ পী
রবা কি শাসে ভাবে মনে।। যবন সকল বোলে অহে হরিদাশ। তোমা হৈতে আমা সভার হৈল সর্ব্বনাশ ।। এতেক প্রহারেও প্রান না যায়
তোমার। কাজী প্রান লইবেক আমা সভাকার।। হাসিয়া বোলেন হরিদাশ মহাশয়। আমি জিলে যদি তোমা সভার মন্দ হয়।। তবে আমি

পরিপূর্ণ হইব বোলে শভার হিদয়। শেঅবতারে জন্ম বোলায়ন মোলে। শেইমত কর্ম্ম করে সকল জবনে। শেঅক্ষরনাম শুন সকল জগতে।
বলেন শকলমাত্র নিজ শাস্ত্রমতে। জেই ইশ্বর শেই পুন শভার ভারনয়। হিংশা করি নেও তাহার হিংশা দেয়। এতকে আমারে শেই ই
শ্বরে জেহেন। নই আছেন জেতিও করি যামিতেন। হিন্দুগনে কেহো জেন হয় যাত্রাক্ষন। আপনেই গিয়া হয় আপনেও [illegible]। হিন্দু বাকি
করিবে তাহার জেবক্ষ। আপনে মরিনে তারে মারিয়া কি কর্ম্ম। মহাশয় শুনি এ শব কর হ বিচার। জদি দোশ থাকে সাস্তি কর হ [illegible]
র। হরিদাশ ঠাকুরের শুশত্য বচন। শুনিঞা সম্ভোষ হইল সকল জবন। মাত্র এক পাপী পাপী কাজী মুলুক পতিরে। বলিতে লাগিল শাস্ত্র
স্তি করাহ ইহারে। এই দুষ্টে আর দুষ্ট করিব অনেক। জবন কুলের মহিমা অধর্ম্ম জাইবেক। অতএব ইহার শাস্তি কর ভাল মতে। অস
বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে। পুন বোলে মুলুকের পতি আরে ভাই। আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই। অন্যথা করিব শাস্তি স
ব্ব কাজিগনে। বলিবা আর্পাছ নাম্ম বহইবা কেমনে। হরিদাশ বলেন জে করিব ইশ্বরে। তাহা বহি আনে কে কি করিবারে পারে। অপ
রাধ অনুরূপ তার জেই ফল। ইশ্বরে শে করে ইহা জানিহ শকল। খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি জায় প্রান। তবে না হি বদনে না ছাড়িঅ হরিনাম।
শুনিঞা তাহার বাক্য মুলুকের পতি। জিজ্ঞাশীল হবে কি করিব ইহা প্রতি। কাজি বোলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি। প্রানান্ত ইহার ক্রি
হ বিচার না করি। জবন হইয়া জদি হিন্দু আনি করে। প্রানান্ত করিলে শেষে এ শব পাপ হরে। বাইশ বাজারে মারিলেও জদি জিয়ে। তবে জানি
জ্ঞানি শব্ব শাঁচা কথা কহে। পাইক শভারে কাজি অর্দ্ধ করি কহে। এমত মারিব জেন প্রান নাহি রহে। পাপীর বচন শেই পাইক [illegible]
করে।

1063

আরঅর্থনাবুঝিয়া তারহ বিবাদ।। মন্দআশির্ব্বাদ আমিক-খননাকরি। মনদিয়া শুনেইহাবুঝহ বিবরি।। একেকৃষ্ণ প্রাপ্তিতোমা-সভাকার
মন। জেনআছে তেনমতরহ শর্ব্বক্ষন।। এবেকৃষ্ণওনামনওকৃষ্ণের চিন্তন। সত্তেমনিকরিতে আছহ অনুক্ষন।। এবেহিংসা করি যত বি
জার পাইন। কৃষ্ণবুনিকাকুবাদকরহচিন্তন।। আরবার জিয়া বিশয়েতে প্রবর্ত্তিনে।। হাশব পাশরিবে দুঃখগানমেনে।। সেইশবআমরা
ধহরে স্থানবর্বার। বিশয়ের এইবন্ধ সুনকথাশার।। বন্দিথাক হেনআশির্ব্বাদ নাহিকরি। বিশয় পাশর এইনিত্তিশ বোলো হরি।। জগকরি
নাঙ আমি এইআশীর্ব্বাদ। তিনাক্কেকনাস্থাবিহ তোমারা বিশাদ। শর্ব্বজীব প্রতিদয়া দর্শন আমার। কৃষ্ণেভক্তিদৃঢ়হউক তোমাসভা
কার।। চিন্তানাই দিনদুই তিনের ভিতর। বন্ধনঘুচিবে গৃহে কহিনশত্যবে।। বিশয়ে থাকহ কিবা থাকজথাতথা। এইবুদ্ধি কহিনা
পাশরিহ শর্ব্বথা।। বন্দিসকলেকরি হরিঅনুশন্ধান। আইলেন মুলুকের অধিকারিস্থান।। অতিমনোহর তেজ দেখিয়া তাহান। প
রমগৌরবে বসিবারে স্থান।। কহিলেন মুলুকের অধিপতি স্থানে। গোশাঞিশ্রেষ্ঠ হেন মূর্ত্তি দেখিতার পানে। আপুনি জিজ্ঞাসে মু
লুকের অধিপতি। কেনেবাই কিরূপ তোমার দেখিমতি। কতভাগ্যে দেখ তুমি হইনাজবন। তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহমন।। আমা
রা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। তুমিতাহা ছাড় হই মহাবংশজাত।। নাজানিঞা জেকিছু হইল অনাচার। সেপাপ ঘুচাহ করি কলিমা
উচ্চার।। সুনিঞা মহিত্ত বাক্য হেনো হরিদাশ। অহো বিষ্ণু মায়াবলি হৈল মহাহাশ।। বলিতেলাগিলা তবে মধুর উত্তর। সুনতাইবাতা
কার এক্কেই ঈশ্বর।। নামমাত্র ভেদকরে হিন্দু আর জবনে। পরমার্থে এক কহে কোরানপুরানে।। একসুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।

অধ্যায় ২২

৬৯

৬৯

অতিপাপগ্রস্ত দেখি পায় মহারঙ্গ। কিবা লোক অদ্ভুত অঙ্গে যদি নেকাবনি। কৃষ্ণাশিব দেখিয়া পায়েন দুঃখ হৃদী ॥ ফুলিয়াগ্রামের যত ব্রাহ্মন সকল। সবাই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল॥ সভার তাহানে দেখি জন্মিল বিশ্বাস। ফুলিয়ায় রহিলা ঠাকুর হরিদাস। গঙ্গাস্নান করেন নিরবধি হরিনাম। উচ্চ করি হরি বলি বুলে সর্বস্থান॥ কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে। কহিলেন তাহার সকল বিবরনে॥ জবন হইয়া করে হিন্দুর আচার। ভালমতে আনি কর তাহার বিচার॥ পাপীর বচন শুনি সেহো পাপমতি। ধরিয়া আনিল তানে অতি শীঘ্রগতি॥ কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়। জবনের কি দায় কালেরে নাহি ভয়॥ কৃষ্ণ২ বলি চলিলা সেই মহাশয়। মুলুকপতির দ্বারে দিল দরশন॥ হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন। হরিষ বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥ বড়২ লোক যত আছে বন্দিঘরে। তারা সভে হৃষ্ট হৈল শুনিয়া অন্তরে॥ পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়। তাহানে দেখিয়া বন্দির দুঃখ হৈল ক্ষয়॥ রক্ষক লোকেরে সব বেশ্যা ধন করিয়া। রহিলেন বন্দিগন একদৃষ্টি হৈয়া॥ হরিদাস ঠাকুর আইলা সেই স্থানে। বন্দিগন দেখি কৃপাদৃষ্টি হৈল মনে॥ হরিদাস ঠাকুরের চরন দেখিয়া॥ নমস্কার বন্দিগন প্রনতি করিয়া॥ আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন। সর্বমনোহর মুখচন্দ্র অনুপম॥ ভক্তি করি সভে করিলেন নমস্কার। সভার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার॥ তা সভার ভক্তি দেখি হরিদাস। বন্দি সব দেখিয়া হইল কৃপা হাস॥ থাক২ এখনে আছহ জেন রূপে। গুপ্ত আশির্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥ না বুঝিয়া তান অতি দুর্জ্ঞেয় বচন। বন্দি সব কিছু বিষাদিত মন॥ তবে পাছে কৃপাযুক্ত হৈয়া হরিদাস। গুপ্ত আশির্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ॥ আমি তোমা সভারে ভাল কৈল আশির্বাদ।

1065

উপহাশ করেন অন্তরে। ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চস্বরে॥ আমি ব্রহ্ম আমাতে বৈসেন নীরঞ্জন। দাশ প্রভু ভেদ বা করয় কি কারণ॥ সংসারি সকল বোলে মাগিয়া খাইতে। ডাকিয়া বোলয়ে হরি লোক জানাইতে॥ এগুলার ঘর দ্বার ফেলাও ভাঙ্গিয়া। এই যুক্তি করে সব নদিয়া মিলিয়া॥ শুনিয়া পায়েন দুঃখ সব ভক্তগনে। সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোন জনে॥ শূন্য দেখি ভক্তগন সকল সংসার। হা কৃষ্ণ বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার॥ হেনকালে তথাতে আইলা হরিদাশ। শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহ প্রকাশ॥ এবে শুন হরিদাশ ঠাকুরের কথা। যাহার শ্রবনে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥ বুঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ন্ন হরিদাশ। সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন্ন প্রকাশ॥ কথোক দিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে। আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে॥ পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি। হুঙ্কার করেন আনন্দের ওর নাই॥ হরিদাশ ঠাকুর অদ্বৈতদেব সঙ্গে। ভাসেন গোবিন্দরসে সমুদ্রতরঙ্গে॥ নিরবধি হরিদাশ গঙ্গাতীরে তীরে। ভ্রমেন কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চস্বরে॥ বিসয়সুখ বিরক্ত অতি অগ্রগন্য। কৃষ্ণস্বরে পরিপূর্ন্ন শ্রীবদন ধন্য॥ ক্ষনেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরতি। ভক্তিরসে অনুক্ষন হয় নানা মূর্ত্তি॥ কখন করেন মত্ত সিংহপ্রায় ধ্বনি। কখন করেন নৃত্য আপনা আপুনি॥ কখনো বা উচ্চস্বরে করেন রোদন। অট্ট অট্ট মহাহাস্য হাসেন কখন॥ কখন গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া। কখন মূর্চ্ছিত হয়্যা থাকেন পড়িয়া॥ ক্ষনে অলৌকিক বাক্য বোলেন ডাকিয়া। ক্ষনে বাখানেন তাহা উত্তম করিয়া॥ অশ্রুকম্প রোমহর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম। বিষ্ণুভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥ প্রভু হরিদাশ মাত্র নিত্যে প্রবেশে যেনে। সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে। হেন সে আনন্দধারা তিতে সর্ব্ব অঙ্গ। ।

আদি ৭২

২৮

২৮

গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মীনারায়ন॥ জয়ধ্বনীময় হৈল সকল ভুবন॥ কি আনন্দ হইল সে অকর্ম্ম কথনে। সে মহিমা কোনো জন কহিবে বিবরুণ॥
জাহার মুর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে। সর্ব্ব পাপ ক্ষয় জায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥ সে প্রভুর বিবাহ লোক দেখিয়া সাক্ষাতে। তেঞি তার নাম দয়াময় দিননাথে॥ তবে যত নট ভাট ভিক্ষুক সভারে। তুষিলেন ধনে বস্ত্রে বচনে সভারে॥ দ্বিজগন জ্ঞাতিগনে সভারে প্রত্যেকে। আপনেই খরবস্ত্র দিলেন কৌতুকে। বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন। তাহার আনন্দ অতি অকর্ম্ম কথন॥ এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ॥
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদে॥ দণ্ডকেতে সব লীলা জত আছে আর। শতবর্ষে তাহা কেহো নারে বর্ণিবার॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি সিরে। সুত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥ এসব ঈশ্বর লীলা জেবা পড়ে সুনে। অবশ্য বিহরয় সেই গৌরচন্দ্র সনে॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ॥ ॥ ১১ ॥ ॥ ॥ ১১ ॥ ॥ ॥ ॥
জয় ২ দিনবন্ধু গৌরাঙ্গসুন্দর। জয় ২ লক্ষ্মীকান্ত সভার ইশ্বর॥ জয় ২ ভক্তরক্ষা হেতু অবতার। জয় ২ সর্ব্বকালে ইশ্বর বিহার॥ অঙ্গো-
ষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় ২। সুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ আদিখণ্ড কথা অতি অমৃতের সার। জহি গৌরাঙ্গের সর্ব্ব মোহন বিহার॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক নবদ্বীপে। গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন বিপ্ররূপে॥ প্রেমভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার। তাহা কিছু না করেন ইচ্ছাস-
সে তাহান॥ অতি পরমার্থশূন্য সকল সংসার। তুচ্ছ রস বিষয়সে আদর সভার॥ গীতা ভাগবত বা পড়ায় জে জন। তাহ-
রাও না বোলে বোলায় সংকীর্ত্তনে। হাথে তালি দিয়া বা সকল ভক্তগন। আপনা আপনে মেলি করেন কীর্ত্তন॥ ॥ [illegible]॥

1067

বেদাচার লোকাচার করিলা বিশেষে। ভোজন করিয়া সুস্থ হইলা সুমঙ্গলে। লক্ষ্মীকৃষ্ণ এক স্থানে বসিলা আনন্দিত হলে। সনাতন পুরোহিত আসিয়া
শ্রীরেশ হিতে। সম্মুখ হইল তাহাকে পাবে কহিতে। লক্ষ্মী উক্ত জনক শ্রীকর কুলাম্বু বন্ধু। পূর্ব্ব জন্ম তাহারা হইল জগৎ বন্দ্য
গৃহের গোষ্ঠী শব্দে সনাতন। পাইলেন সর্ব্বে বিষ্ণু সেবার কারণে। তবে রাত্রি প্রভাতে জে ছিল আচার। সকল করিয়া সর্ব্ব প্রকার
রসার। আপনাকে গৃহ থাকিবার হেন কাল। ব্রাহ্মণে জে গতি তবে হইল বিধান। চতুর্দ্দিগে জয় ধ্বনী লাগিল হইতে। নারিগণে জয়

ধ্বনী লাগিল করিতে। বিপ্রগণে আশির্ব্বাদ লাগিল করিতে। জথা মঙ্গল সব লাগিল পড়িতে। ঢাক পড়া নানা হরষ লোক কতান
আন্য নে বাদক বাজায় বিধান। তবে গুরু নমস্কার করি মান্য গনে। লক্ষ্মী সাঙ্গে দোলায় করিল আরোহনে। হরি হরি শব্দে
করে জয়ধ্বনী। চলিলেন গৃহেতে দ্বিজেন্দ্র চূড়ামনি। পথে জত লোক দেখে চলিয়া আলোতে। ধন্য ধন্য বাড়ে হয় প্রণাম গৌরি বিশ্বমাতা। স্ত্রী
লোক দেখিয়া বোলে এই ভাগ্যবতি। কত জন্ম গৌরি সেবা কমলা পার্ব্বতি। কেহো বোলে হেন বুঝি এই হর গৌরি। কেহো বোলে এই হয়

কমলা শ্রীহরি। কেহো বোলে এই দুই কামদেব রতি। কেহো বোলে ইন্দ্র শচী হেন লয় মতি। কেহো বোলে হেন দেখি রাম চন্দ্র সীতা। এই
মত বোলে জত সুন্দর বনিতা। হেন ভাগ্যবন্ত শ্রী পক্কগণ নদীয়ার। এসকল সম্পত্তি দেখিবার শক্তি জার। লক্ষ্মী নারায়নের মঙ্গল
দৃষ্টিপাতে। সুখময় সব লোক হইল নদীয়াতে। নৃত্য গীত বাদ্য সব পুষ্প বরিষনে। পরম আনন্দে আইলেন সর্ব্ব পথে। তবে শু
ভক্ষনে প্রভু সর্ব্ব সুমঙ্গলে। আইলেন লক্ষ্মী গৃহে মহানন্দিত হলে। তবে শচী পতিব্রতা গন সাঙ্গে লঞা। পুত্র বধু গৃহে আনিলেন হরষিতা।।

আদ্য ৭৭

৬৭

৬৭

1068

দিলেনশ্রীগৌরাঙ্গমস্তকে। আরতিকরিলশতদীপের প্রদিপে।। শঙ্খকড়িপেনিনেক্ষজয়ংকার। সেইমতকরেকতজতলোকাচার।। তবে স
বর্ণনন্ধারে প্রণিতকরিয়া। লক্ষ্মীদেবীআনিলেনআশনেধরিয়া।। তবেহর্ষে সকলঈশ্বরআপ্তগন। প্রভুরহস্তেতুলিলেনধরিয়াআশন।। ম
হাহর্ষে পরিতোষকরিলোকাচারে। প্রভুপ্রদক্ষীনকরাইলশাতবারে।। তবেলক্ষ্মীপ্রদক্ষীনকরিশাতবার। রহিলেনসমুখেকরিয়ানমস্কার।।
তবেপুষ্পপেলাপেলীলাগিলহইতে। দুইবাদ্যকারেবাদ্যলাগিলাকরিতে। চারিদিগেস্ত্রীপুরুষলোকেকরেজয়ধ্বনী। আনন্দআবেশিয়া আপ

তবিনাআপনি।। আগেলক্ষ্মীজগন্মাতাপ্রভুরচরনে। মালাদিয়াকরিলেনআত্মসমর্পনে।। তবেগৌরচন্দ্রপ্রভুঈষতহাসিয়া। লক্ষ্মীর গ
লায়মালাদিলেনতুলিয়া।। তবেলক্ষ্মীনারায়নেপুষ্পপেলাপেলি। করিতেলাগিলাদুহামহাকুতুহলী।। ব্রহ্মাদিদেবতাসবঅলক্ষীতরূপে।
পুষ্পবৃষ্টিকরিতেলাগিলাএকচাপে।। আনন্দবিবাদলক্ষ্মীগনপ্রভুরগনে। উচ্চকরিবরকন্যাতুলেহর্ষমনে।। ক্ষনেজিনেলক্ষ্মীগনেক্ষ
নেপ্রভুগনে। হাসিহাসিপরস্পরেবোলেনসর্বজনে।। হাসিতেলাগিলাপ্রভুইন্দ্রসুখীমুখে। দেখিসর্বলোকেহাসেআনন্দকৌতুকে।। শহস্র

মহাতাপদীপজলে। কর্ণেকিছুনাহিশুনিবাদ্যকোলাহলে।। শ্রীমুখচন্দ্রিকারমহাবাদ্যজয়ধ্বনী। সকলব্রহ্মাণ্ডপরসিলহেনশুনি।। হেন
মতেশ্রীমুখচন্দ্রিকাকরিরঙ্গে। বসিলেনগৌরাঙ্গসুন্দরলক্ষ্মীসঙ্গে।। তবেরাজপণ্ডিতপরমহর্ষমনে। বসিলেনকরিবারেকন্যাস
ম্প্রদানে।। পাদ্যঅর্ঘ্যআচমনীযথাবিধিমতে। ক্রিয়াকরিতেলাগিলাসবসংকল্পকরিতে।। প্রীতিকামকরিসবশ্রীলক্ষ্মীরপিতা। প্রভুকরে কন্যা
সমর্পিলেন আপনদুহিতা।। তবেদিব্যসজ্জাভূমিদিলদাসীদাসী। ক্ষারিথানাবাটিবাটীনাহিদিশপাশ।। লক্ষ্মীরেবসাইলন আসি [illegible]
পাশে।।

সপ্তস্বর সংগিকর তান। রবাব সিঙ্গা আদি পঞ্চ শব্দ বাদ্য বাজে। কে নিমিত্ত বাদ্য নিশান বাজায় বাজকে। নফর সিপাই বাদ্য তাদের সঙ্গে
বো বন্দিনা চিত্তায় দেখি হাসে নর স্থির। সেমত কৌতুক সব সিদ্ধর কি দায়। জ্ঞানবন্ত সবন দ্বারা তিনজাহায়। অগ্নিবাদ্য হাওয়া
ইং কত চরকী দীপিকা। হুহু করি আদি করি ধূমি চমক। ভোজমেচা রাক্ষশ করিয়া মানা কাবে। নচায় রাক্ষশা মেচা শতার ভিতরা।
প্রথমে আসিয়া গঙ্গামতী রেক মোক্ষন। নানা বিনৃত্যগীতি আনন্দ বাজনা। তবে পুষ্প বৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি। সম্ভ্রমে কৌতুকে

সব নবদ্বীপপুরী। দেখি অতি অমাস্যশী বিস্তার ভাণ্ডার। সর্ব্বলোকের চিত্তে মহাপায় চমৎকার। বড় বিভা দেখিয়া হীনো হয় কো
নে। এমন বিবাহ না দেখিন কোনোকালে। এইমত স্ত্রীগণ কথে অন্তরে দেখিয়া। আনন্দে আশবশব শুক্তি নদিয়া। সুভদ্রা রূপ
বতি কন্যা আছে ঘরে। সেই সব বিপ্রগন বিমরিশ কাবে। হেন বরে কন্যা আমি না পারিন দিতে। আপনার ভাগ্য নাহি হবে কেমতে।
নবদ্বীপবাসী রোচরনে নমস্কার। এসব আনন্দ দেখিবার শক্তি কার। এইমত রঙ্গে প্রতি নগরে ২। এমন কৌতুকে শর্ব্ব নবদ্বীপপুরে।

গোধুলী সময় আসি প্রবেশ হইতে। আইলেন রাজপণ্ডিত মন্দির শভাবে। মহাজয় কার নাগিন হইতে। দুই বাদ্য ভাণ্ড তবে না গিদ
বাজেতে। পরম সংভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া। দোনা হেতে কোলে করি বেশাইন লইয়া। পুষ্পবৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে। তবে বরনের সব সামিগ্রি আনিএ। জামতারে দিতে বিপ্র নিলেন গিয়া। পাদ্য অর্ঘ্য আচমন
বস্ত্র অলঙ্কার। দশাবিধি করিলেন বরন ব্যবহার। তবে তান পত্নী নারিগনের সহিতে। মঙ্গল বিধানে আসি নাগিন করিতে। ধান্য দূর্ব্বা

1070

অপরাহ্ন বেলা আসি লাগিলা হইতে। প্রভুরে তস্য বেশ লাগিলা করিতে। চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ। মধ্যে২ তাহাতে দিলেন নানা রঙ্গ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন। তাহার মধ্যে দিল গন্ধ চন্দন সুন্দর। অপূর্ব্ব মুকুট শোভে শিরের উপরে। সুগন্ধি মালায় পূর্ণ কৈল কলে
বরে। দিব্য সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে। পরাইল আবরণ দিলেন শ্রীনয়নে। ধান্য দূর্ব্বা সূত্র করি করি এ বন্ধন। ধরিতে দিলেন রম্ভা
মঞ্জুরী দর্পন। সুবর্ণের অঙ্গদ দুই বাহুমূলে সাজে। নবরত্ন হার বান্ধিলেন বাহু মাঝে। এই মত জত শোভা করে জত অঙ্গে। সকল খট

না সব করিলেন রঙ্গে। ঈশ্বরের শোভা দেখি জত নরনারী। মুগ্ধ হইলেন সভে আপনা পাশরি। প্রহরেক বেলা আছে হেন সময়। সভেই
বলেন শুভক্ষণ হইল উদয়। প্রহরেক সর্ব্ব নবদ্বীপ বেড়াইয়া। কন্যাঘরে চলিলেন গোধূলি করিয়া। তবে দিব্য দোলা আনি বুদ্ধিমন্ত খান।
হরিষে আনিয়া তবে করিল বিদ্যমান। বাদ্যগীত উঠিল পরম কোলাহল। বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল। ভাটগণ পড়িতে লা
গিল রায়বার। সর্ব্বদিগে উঠিল আনন্দ অবতার। তবে প্রভু জননীরে নমস্কার করি। বিপ্রগণে নমস্কারে বহু মান্য করি। দোলায় বসি

লাইলা গৌরাঙ্গ মহাশয়। সর্ব্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয় জয়। নারিগণ দিতে লাগিল জয়কার। শুভধ্বনি বিনে কোন না দিতে নাহি আর। প্রথমে
বিজয় করিল গঙ্গাতীরে। পুষ্পবৃষ্টি ধরিলেন শিরের উপরে। শহস্র২ দীপ লাগিল জ্বলিতে। নানা বিধ বাজি বাজ্য লাগিল করিতে। আ
গে জত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খান। চলিল দুই সারি হইয়া আগুয়ানে। নানা বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে। বিদুষক সহস্র চলিল না
নাকাচে। নর্ত্তকি বাজনীয়া কত তেক শ প্রদায়। পরম উল্লাসে নানা বাদ্য করি জায়। জয়ঢাক বীরঢাক মৃদঙ্গ কাহাল। পটহ দগড়

গন্ধস্পর্শ কৈল শুভক্ষণে। ততক্ষণে হইল মহাজয় ২ ধ্বনি। করিতে লাগিলা মহাস্বস্তিকবাচনি। পতিব্রতাগণে দেই জয়কার। বাদ্যগীত
হৈল যত আনন্দ আচার। হেনমতে করি অধিবাস শুভকাজ। গৃহে চলি গেলেন সনাতন দ্বিজরাজ। এইমত গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণ। লক্ষ্মী
রে করিল অধিবাস শুভক্ষণে। আর কিছু লোকবেদ লোকাচারগণে। দোঁহা বাড়ি সকল করিল যত্নে। তবে শুভ প্রাতে করিয়া গঙ্গাস্না
ন। আগে বিষ্ণু পূজে গৌরচন্দ্র ভগবান। তবে শেষে সর্ব্ব আপ্তবর্গের সহিতে। বসিলেন নান্দিমুখ কর্ম্মাদি করিতে। বাদ্যনৃত্যগীত হৈল মহা

শব্দ হৈল। চতুর্দ্দিগে জয় ২ আনন্দ মঙ্গল। পূর্ণঘট দীপ ধান্য দধি আম্র শার। স্থাপিলেক যত বেদ্যারে মঙ্গল অপার। চতুর্দ্দিগে নানা বর্ণে উ
ড়য় পতাকা। কদলি কপিয়া বান্ধিলেক আম্র শাখা। তবে শচী পতিব্রতাগণ করি সঙ্গে। লোকাচার করাইতে লাগিল নানা রঙ্গে। আ
গে গঙ্গা পূজিয়া পরম হর্ষ মনে। তবে বাদ্য সহিতে গেলা ষষ্ঠী সন্নিধানে। ষষ্ঠী পূজা করি বন্ধুমন্দিরে ২। লোকাচার করিয়া আইলা
নিজঘরে। তবে খই কলা তৈল তাম্বুল সিন্দুরে। দিয়া পরিপূর্ণ করিল সব নারীরে। ঈশ্বরপ্রভাবে দ্রব্য হইল অসংখ্যাত।

আদি ৩৫ ৬৫

শচীও সভারে দিলেন বার ২ পাঁচসাত। তৈল স্নান করিলেক সর্ব্ব নারীগণ। হেন নাহি পরিপূর্ণ হৈল জেজন। এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ও
ঘরে। লক্ষ্মীর জননী করিল হর্ষমনে। যেবা আছে পণ্ড চিত্তে বড় উল্লাসে। সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে। সর্ব্ববিধি কার্য্য ক
রি গৌরাঙ্গসুন্দর। বসিলেন আহ্নিক করিয়া অবসর। তবে সব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া। করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হৈয়া। জে
মত পাত্র জার যোগ্য জেন বাশ। সেইমত করিলেন সভার সম্ভাষ। মহা প্রীতে আশির্ব্বাদ করিয়া বিপ্রগণ। গৃহে চলিলেন সভে করি
ভোজন।

1072

গনকবেঙ্গয়ংকার ৷ বিপ্রগনকরিতেনাগিনজয়ধ্বনী ৷ মধ্যে আসিবসিলেন দ্বিজগনমনি ৷ চতুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রাহ্মনমণ্ডলী ৷ শভাই
হইলা চিত্তে মহানন্দ হইলা ৷ তবেগন্ধচন্দন তাম্বুল দিয়মানা ৷ ব্রাহ্মনেগনে বেশভেদ দিরাবেনা গিনা ৷ শরীরে মান্য সর্ব্ব গায়ে লেপিয়া চন্দ
ন ৷ চন্দন গুবাক মালা নএলা একে কে জনে ৷ বিপ্রজন নদীয়ার বিশ্বের অন্ত নাই ৷ কতজায় কত আইসে এবাধিনা পাই ৷ তম্মিমধ্যে লোভিত
অনেকজন আছে ৷ একবার নএলা পুন আর কাচকাছে ৷ আরবার আসি লোক মহানন্দ হইলে ৷ চন্দন গুবাক পান নএলা নএলা চলে ৷ সত্তা

ই আনন্দ মাথ কেবা কার চিনে ৷ প্রভু হে আসি যাতাঙ্কা করিন আগলে ৷ সভারে তাম্বুল দেহ তিন চারি বার ৷ চিন্তা নাই ব্যয় কর যে
ই সাতে তোমার ৷ একবার নএলা কে নয আর বার ৷ এআজ্ঞায় তাহার হইল প্রতিকার ৷ কেহো পাছে তিনিয়া প্রভুরে মন্দ বোলে ৷ পরমার্থে
দোষহয় সাধ্ব করিনিনে ৷ বিপ্রপ্রিয় বড় প্রভু চিত্তে এই কথা ৷ তিনবার পাইলে পুষ্ট হইব সর্ব্বথা ৷ তিনবার পাইয়া সভে হইষ্ট মনে ৷
সন্ধিকরি আর নাহি নএ কোনজনে ৷ এই মত মানাম্য চন্দন গুয়াপানে ৷ হইল অনন্ত কর্ম্ম কেহো নাহি জানে ৷ মনুষ্যে পাইল জত

সেহো থাউক দূরে ৷ পৃথিবিতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেরে ৷ সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয় ৷ তাহাতেই হাতে আর পাঁচ বিভা হয় ৷ সক
ল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস ৷ সত্তে বোলে ধন্য হে হেন অধিবাস ৷ লক্ষেশ্বর আদি দেখিয়াছি নবদ্বীপে ৷ হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে ৷
এতেক চন্দন মালা দিব্য গুয়া পান ৷ অকাতরে এত কেহো নাহি করে দান ৷ তবে রাজপণ্ডিত আনন্দ চিত্ত হয়া ৷ আইলেন অধিবাস সামগ্রী
লইয়া ৷ বিপ্রবর্গ আত্মবর্গ করি নিজ শাস্ত্রে ৷ বৃহস্পতি জগতি বাদ মহানন্দে ৷ বেদবিধি পরম হরিষ স্বচ্ছ মনে ৷ ইষ্ট দেব গন্ধ

শচীনীরন্তর মনে। পুত্রের সম্বন্ধ সিকন্যা চিন্তে অনুক্ষনে। সেইনবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান। দয়াশী[illegible]ভাব শ্রী সনাতন নাম॥ অকৈ
তব পরম উদার বিষ্ণুভক্ত। অতিথি সেবন পর উপকার অনুরক্ত। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাবংশজাত। পদবী রাজপণ্ডিত সর্ব্বত্র বিখ্যা
ত। ব্যবহারে পরমার্থে সম্পূর্ণ একজন। অনাআসে অনেকের করেন পোষণ। তার কন্যা আছে পরম সুচরিতা। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী প্রায়ে সে
ই জগন্মাতা॥ শচীদেবী তারে দেখিলেন সেইক্ষনে। সেই কন্যা পুত্রযোগ্য দেখি নেন মনে। শিশু হৈতে দুই তিনবার গঙ্গাস্নানে। পি
তৃমাতৃ বিষ্ণুভক্তি বিনা নাহি জানে॥ শচীরে দেখিয়া গঙ্গাঘাটে প্রতিদিনে। নম্র হয়্যা নমস্কার করেন তখনে। শচীও করেন মহাপ্রীতে
আশির্ব্বাদ। যোগ্যপতি কৃষ্ণ তোমায় করুন প্রসাদ। গঙ্গাস্নানে মনে শচী করেন কামনা। এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা॥ রাজ
পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্বগোষ্ঠী সনে। প্রভুরে করিতে কন্যাদান নিজ মনে। দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি। বলিলেন তারে বা
প শুন এক বানি॥ রাজপণ্ডিতেরে কহ কহিয়া সন্মান। আমার পুত্রেরে কেন কন্যাদান॥ কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেইক্ষনে।
দুর্গাকৃষ্ণ বলি রাজপণ্ডিতের স্থানে। কাশীনাথ দেখি রাজপণ্ডিত আপনে। বসিবারে আসন আনে দিলেন সংভ্রমে॥ পরম গৌ
রব বিধি করিয়া যথোচিত। কি কার্য্যে আগমন জীজ্ঞাসিলেন পণ্ডিত॥ কাশীনাথ বোলেন আছয়ে এক কথা। চিত্তে লয় যদি তবে কর
হ সর্ব্বথা॥ বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে আপন দোহিতা। দান কর এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥ তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি
। তাহান উচিত পত্নী এই মহাসতী। যেন কৃষ্ণ রুক্মিনী সে অন্যোন্যে উচিত। সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত॥ শুনি বিপ্র

1074

অতি আপ্তগন সহে। নাগিনা করিতে যুক্তি কেবা কিবা কহে। বাক্যেই কহিল আর কি কার্য্য বিচারে। সর্ব্ব কার্য্য ক্রীয়া ও মিকর্ব সত্বরে।
সভে রাজ পণ্ডিত হইয়া হর্ষমতি। বলিলেন কাশিনাথ পণ্ডিতের প্রতি। বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে আমার কন্যাদান। করিব বাক্য আ বিপ্র
ইথে নাহি আন। তাহা আমাকে যদি সর্ব্ব বংশে আমার। তবে হেন সুখ সম্বন্ধ ঘটিব কন্যার। চলহ মিতহ্মা গিয়া কহ সাবধিক কথা।
আমি আপনার ঘর দচাইল সর্ব্বথা। সুনিঞা যাস্তোশে কাশীনাথ বিপ্রবর। সকল কহিলা আসি শচির গোচর। কার্য্যসে সৌমু

নিশচী আনন্দ হইলা। সকল উদ্যোগ শচী করিতে লাগিলা। প্রভুর বিবাহ সুনি সর্ব্ব সিষ্যগন। সভাই হইলা অতি আনন্দীত মন।
আদি ১৪ প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়। মোর ভার এ বিবাহে জত লাগে ব্যয়। মুকুন্দ অকুহ্য বোলে সুন সখা ভাই। তোমার সকল ভার আ
মার কিছু নাই। বুদ্ধিমন্ত খান বোলে সুন সর্ব্ব ভাই। ব্রাহ্মনিয়া মত জেন এ বিবাহে নাই। বিবাহেতে পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমা ৮৪
রের মত লোকে দেখে জেন। তবে শুভ দিনে শুভক্ষনে। অধিবাশ লগ্ন করিলেন শুভ দিনে। অঙ্গনেত বড় বড় চাঁদোয়া টানি দিলা। ৮৪

চত্তর্দ্দিগে কপিলেক কদলি আনিঞা। পুন্নঘট দীপ ধান্য দূর্ব্বা আম্রসার। যত্ন করি অঙ্গনাদি কৈল আল্পনা প্রচার। সকল বৈষ্ণব আনি
করি সমুচ্চয়। সর্ব্বস্থ মিকরি লেক আনিলা নিমন্ত্রয়। জতেক বৈষ্ণব আর জতেক ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপে ছিল তত আর আত্ম সজ্জন। সভা
রেই নিমন্ত্রন করিল বারে বারে। অধিবাশ গুবাক আইল আইবারে। অপরাহ্নকাল মাত্র হইল আসিয়া। বাদ্য আসি করিতে লাগিল নর্ত
জনিয়া। মৃদঙ্গ সানাই জয়ঢাক করতাল। নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উঠিল বিশাল। ভাটগনে [illegible] লাগিল রায়বার। পতিব্রতা

চলজাইআই আসি দেখহ শবের ॥ ব্রাহ্মণ শুনিঞা শন্তোশ হইলেন আই । আহার অবধি আর করিবার নাঞি ॥ ব্রাহ্মণ শুনি প্রভুর জাতে
ভক্তগণ । শাভেই হইলা অতি পরমানন্দ মন ॥ গঙ্গাদাশ পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় পাত্র । আইনই চলিলেন শেই ক্ষণ মাত্র ॥ শ্রীমুরারি গো
প্ত আদি শব ভক্তগণ । শাঙ্গে আইর শঙ্গে করিলা গমণ ॥ শবরে আইলা শচী আই শান্তিপুরে । ব্রাহ্মণ শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌর
শুন্দরে ॥ শ্রীগৌরশুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া । শবরে পড়িলা দূরে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ পুনঃ পুন দণ্ডবৎ হইয়া হইয়া । দণ্ডবৎ হয় শ্লো

ক পড়িয়া পড়িয়া ॥ তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী । তোমা বেশে গুনাতীত শর্ব্বরূপ কহি ॥ তুমি জদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রী
তি । তবে শে শংসারের হয় কৃষ্ণের তিম তি ॥ তুমি শে কেবল মুক্তিমতি বিষ্ণুভক্তি । জাহা হৈতে শব হয় তুমি শেই শক্তি । তুমি গঙ্গা দেব
কী যশোদা দেবহুতি । তুমি শনেয়ন শুয়া কৌশল্যা অদিতি ॥ জত দেখি শব তোমা হৈতে উদয় । পালহ তুমি শে তোমাতে শে লিন
হয় ॥ তোমার প্রভাব বুঝিবার শক্তি কার । শভার হৃদয়ে পূর্ণ বশতি তোমার ॥ শ্লোক বন্ধে এইমত করিয়া স্তবণ । দণ্ডবৎ হয়

প্রভু ধর্ম্ম শনাতন ॥ কৃষ্ণ বহি কিছু শত্য মাত্র একভক্তি । অন্য বারে এমত ধরণ কোথা শক্তি ॥ আনন্দাশ্রু ধারা বাহিতেছে শর্ব্বাঙ্গেতে ॥
দণ্ডবৎ স্তুতি ভক্তি নানা বিধিমতে । শচী বোলে দেখি গৌরচন্দ্রের বদন । পরম আনন্দে জড় হৈলা শেইক্ষণ ॥ রহিয়াছে আই
যেণ কৃত্তিম পুত্তলি । স্তুতি করে বৈকুণ্ঠনায়ক প্রভু হলি ॥ প্রভু বোলে কৃষ্ণভক্তি যত কিছু আমার । কেবল একান্ত শব প্রশাদ তো
মার ॥ কোটি দাশী দাশের জে শম্বন্ধ তোমার । শেহো জন প্রান হৈতে বড় ভক্ত আমার ॥ বারেক যে জন তোমা করিবেক স্মরণ । তারে কভু

নহি বেকশ সংশার বন্ধন ॥ সকল পাপি একত্রে জোগাইতে লুনি । তাহা না ও হয় যথন্ত তোমারে পরশী ॥ তুমি জত করিয়াছ আমার পালন ॥
আমার শক্তিতে তাহা না জায় শোধন ॥ দন্ডে দন্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে । তোমার সাদ্গুন্যশে তাহার প্রতিকারে ॥ এই মতে স্তু
তি করে শ্রী গৌরসুন্দর । সুনি ভক্তগন ভাসে আনন্দ শাগরে ॥ এই মতে স্তুতি অদ্বৈত করেন শান্তোশে । শুনিঞা বৈষ্ণবগন মহা
নন্দে ভাসে ॥ আইজানে অব তীর্ন্ন প্রভু নারায়নে । যখনে জে ইচ্ছা তান করেন শেই মনে ॥ কতক্ষনে আই এই বুলি লেন মাত্র ॥ তো
মার বাক্য বুঝিবারে কেবা আছে পাত্র ॥ প্রান হিন জন জেন সিন্ধু স্রোতে ভাসে । স্রোতে যদি লয় তবে যায় চলায়ে অবশে ॥ সেই মত সব
জিব সংশার সাগরে । তোমার মায়ায় যে করায় তাহা করে ॥ শাস্ত্রে বোলে প্রভু তোমার উত্তর । তাল হয় সেমতে সে তোমার
গোচর ॥ স্তুতি প্রদক্ষিন ক্রিয়া কর নমস্কার । মুঞি ত না বুঝো কিছু যে ইচ্ছা তোমার ॥ শুনিঞা আইর বাক্য সর্ব্ব ভাগব
তে । মহা জয় জয় ধ্বনি লাগিলা করিতে ॥ আইর ভক্তির শীমা কে বুলিতে পারে । গৌরচন্দ্র অব তীর্ন্ন জাহার জঠরে ॥ প্রাকৃত শব্দে
ও যে বুলি বেক আই । আইশব্দ প্রভাবেও তার দুঃখ নাই ॥ প্রভু দেখি শন্তোশ পূর্ন্ন হৈলা আই । ভক্তগন কাহারো আনন্দের
ওর নাই ॥ এখানে যে হৈল আনন্দ সমুচ্চয় । মনুষ্যের শক্তে তাহা কহনে না জায় ॥ নিত্যানন্দ মহা মত্ত আইর শান্তোশে । পরমানন্দ
সিন্ধু মাঝে ভাসেন হরিশে ॥ দেবকির স্তুতি পড়ি আচার্য গোসাঞি । দন্ডবৎ করেন আনন্দের অন্ত নাঞি ॥ হরিদাশ মুরারি শ্রী
গর্ব্ব নারায়ন । জগদীশ গোপীনাথ আদি ভক্তগন ॥ আইর শান্তোশে শভে হেনমতে হৈলা । পরমানন্দে শভে যেন প্রবেশ
হৈলা ॥

1077

২ আনন্দে চলিলা শচী রন্ধন করিতে রন্ধনে। প্রেমযোগে চিন্তি গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ ২

এসব আনন্দ পাঠ শুনে যেই জন। অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥ ধানশী রাগ॥ প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী। প্রভুর সুনীতে অদ্বৈত নহিল অনুমতি। নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন। কতেক প্রকার শচী করিলা রন্ধন॥ আইজানে প্রভুর শাকেতে শ বড় প্রীতে। বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিলা এতেকে॥ এক এক ব্যঞ্জন প্রকার দশ বিশে। রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের হরিষে॥ অশেষ প্রকারে শচী রন্ধন করিয়া। ভোজন স্থানেতে সব থুইল আনিয়া॥ অন্ন ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি। শতার উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী॥ চতুর্দ্দিগে শারি শারি শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন। মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম আসন॥ আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন। শত স্তুতি করিয়া শব পারিশদগণ॥ দেখি প্রভু শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন উপস্কার। দণ্ডবৎ হইয়া করিলা নমস্কার॥ প্রভু বোলে এ অন্নের যথা সুভোজন। এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন॥ কি রন্ধন ইহা তো কহিল কিছু নয়। যে অন্নের গন্ধে তেজ্ঞাঙ্গে কত ক্রিহয়॥ বুঝি লাম কৃষ্ণ নিয়া শর্ব্ব পরিবার। এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার॥ এত বলি প্রভু অন্ন প্রদক্ষীন করি। ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি॥ প্রভুর আজ্ঞায় শর্ব্ব পারিশদগণ। বসিলেন চারি দিগে করিতে ভোজন॥ ভোজন করেন শ্রীবৈকুণ্ঠ অধিপতি। শচী আহ্লাদেতে নয়ন ভরিয়া দেখে শচী পুন্য বতী॥ প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু শাকল ব্যঞ্জন। মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন॥ শাক প্রতি প্রভুর জত গৌরব শ্রীশাক ব্যঞ্জন। পুনঃ পুনঃ তাহা প্রভু করেন [illegible] গ্রহণ॥ শাকেতে দেখিয়া প্রভুর বড়ই আদর। হাসেন প্রভুর জত সর্ব্ব অনুচর॥ শাকের মহিমা প্রভু সভারে কহিয়া। ভোজন করেন প্রভু ইসত হাসিয়া॥ প্রভু বোলে এই তো অচ্যুতা না

1078

ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥ পটোল বাস্তুক কাল শাকের ভোজন। জন্মজন্ম বিহরএ বৈষ্ণবের শানে॥ শালিঙ্গা হেলাঞ্চ শা
ক ভোজন করিলে। আরোগ্য থাকএ সুখে কৃষ্ণভক্তি মিলে॥ এইমত শাকের মহিমা কহি কাহি। ভোজন করেন প্রভু আনন্দিত
হৈয়া॥ যে দেখে আনন্দ হৈল একদিন ভোজনে। শতে ইহা জানেন প্রভু সহস্র বদনে॥ এই যশ সহস্র জীহ্বায় নিরন্তর। গায়েণ
অনন্ত আদিদেব মহীধর॥ শেষপ্রভু কলিযুগে অবধৌত রায়। সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়॥ বেদব্যাস আদি
করিয়ে তমু নিগণ। এইমত যশ গাভ করেণ কীর্ত্তন॥ এ যশের কথায়ে যদি শ্রবণ বন্ধন। তবে সে জীবের খণ্ডে অশেষ ৩৬
বন্ধন॥ হেন রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন। বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন॥ আচমন করিমাত্র ঈশ্বর চলিলা। ৩৭
ভক্তগণে অবশেষ লুটিতে লাগিলা॥ কেহো বোলে ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়। শূদ্র আমি আমা বেশে উচ্ছিষ্ট যুয়ায়॥
আর কেহো বোলে আমি নহি যে ব্রাহ্মণ। আড়ে থাকি লই কেহো করে পলায়ন॥ কেহো বোলে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে। ৩৭
হয় নয় বিচারিয়া বুঝ শাস্ত্রে কহে॥ কেহো বোলে আমি অবশেষ নাহি চাই। সুধ পাত মাঞ্জন মাত্র আমি নই জাই॥ কেহো ৩৮
বোলে আমি পাত ফেলি সর্ব্বকাল। তোমারাও নও সে কেবল ঠাকুরাল॥ এইমতে কৌতুকে চপল ভক্তগণ। ঈশ্বর
অধরামৃত কারেণ ভোজন॥ যাহার বন্ধন ঈশ্বরের অবশেষ। কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥ পরমানন্দে ভোজন
করিয়া ভক্তগণ। প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন॥ বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। চতুর্দিগে বসিলেন পার্ষদ অনু
চর॥

মুরারিগোপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া। বলিলেন তানে কিছু ইশত হাসিয়া॥ পঢ় গুপ্ত রাঘবেন্দ্র বন্দিয়াছ তুমি। অষ্ট শ্লোক করি॥
লোকমুখে শুনিঞাছি আমি॥ ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত মুরারি শুনিঞা। পাঢ়িতে লাগিলা শ্লোক আবিষ্ট হৈয়া॥ অথ শ্লোক॥ অগ্রে ধনু
র্দ্ধরবর কনকাঙ্গ দাপ্তি। জ্যেষ্ঠানুসেবনুরতো বর ভূষণাঢ্য॥ শেষাক্ষধাম যবলক্ষ্মণ নাম রামং জগত্রয় গুরুং সততং
ভজামি॥ ৭॥ শ্লোকার্থ॥ এইমত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত। পঢ়িলা মুরারি গুপ্ত রাম মহিমা অমৃত॥ এইমত অষ্ট শ্লো
ক সবারি পঢ়িলা। প্রভুর আজ্ঞাতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা॥ দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম কোদণ্ড দিক্ষাগুরু। ভক্তগণ প্রতি বাঞ্ছা তীর
কল্পতরু॥ রত্নময় সুমেরু রত্নময় রাজ সিংহাসনে। বসিয়াছেন শ্রীলক্ষ্মী জানকী দেবী বামে॥ অগ্রে মহাধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় জ্যোতি কনক ভূষণ॥ আপনে অনুজ হৈয়া শ্রীঅনন্তধাম। জেষ্ঠ বশবর্ত্তে রত শ্রীলক্ষ্মণ নাম॥ সর্ব্ব মহাগুরু
হেন শ্রীরঘুনন্দন। জন্মজন্ম ভজোঁ তাহান চরণ॥ ভরথ শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়। সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুস্তক [illegible] গায়॥
যে প্রভু করিল গুহক চণ্ডালের মিত। জন্মজন্ম ভজোঁ তাহান চরিত॥ গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি সব রাজ্য। বনে ভ্রমিলা
যে জে করিতে গুরু কার্য্য॥ বালি মারি সুগ্রীবেরে রাজ্য ভার দিয়া। মিত্রপদ দিল তারে ককনা করিয়া॥ যে প্রভু করিলা অহল্যা
র বিমোচন। ভজেঁ হেন প্রভু জগত গুরুর চরণ॥ দুস্তর তরঙ্গ সিন্ধু ইশত লীলায়। কপি দ্বারে যে বান্ধিল লক্ষ্মণ সহায়॥
ইন্দ্রাদির অজয় রাবণ বংশ শাসনে। যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাহান চরণে॥ জাহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্মপর। ইহসা নাহি

তথাপিহ হৈলা নাক্লেশ্বর । যবনে ও যাহার কিছু তে শ্রদ্ধা করি শুনে । তজাহেন রাম বেন্দ্র প্রভুর চরণে ॥ দুষ্টক্ষয় নাগি নিরন্তর ধনুর্দ্ধর । পু
ত্রবশমান প্রজাপালন যে তৎপর ॥ জাহার কৃপায় শব্ব অজোধ্যা নিবাশী । শশরিরে হৈলেন শ্রীবৈকুণ্ঠবাশী ॥ জারনাম বশে মহেশ্ব
রদীগম্বর । রমাজার পাদপদ্ম শেবে নিরন্তর ॥ পরং ক্রিষ্ণ মহাপ্রভু বেদে জারে গায় । ভজহেন শর্ব্বগুরু রামবেন্দ্র পায় ॥ এইমত অ
ষ্ট শ্লোক আপনার কৃত । কহিল মুরারি রাম মহিমা অমৃত ॥ শুনিও তুষ্ট হৈলা প্রভু শ্রীগৌরশুন্দর । পাদপদ্ম দিল তার মস্তক উপর ॥ ৩৭

শুন গুপ্ত এই তুমি আমার প্রশাদে । জন্ম জন্ম রামদাশ হও নির্ব্বিরোধে ॥ ক্ষনেকয়েক রিবক তোমার আশ্রয় । শেহো রাম পাদাম্বু ৩৮
জ পাইব নিশ্চয় ॥ মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি । আনন্দে কারণ শাতে জয় জয় ধ্বনি ॥ এইমত কৌতুকে আছে গৌর সিংহ । ৩৮
চতুর্দ্দিগে শোভে শেই শব পারিশদ ভৃঙ্গ ॥ হেন কালে এক দুষ্ট রোগী এক জন । প্রভুর শম্মুখে আশি দিল দরশন ॥ দণ্ডবৎ হয়্যা পড়িলা আ
নেনাদে । দুই বাহু তুলি মহা আর্ত্তনাদে কান্দে ॥ শংশার উদ্ধারনাগি তুমি মহাশয় । পৃথিবীর মাঝে আশি হৈলা উদয় ॥ পরদু

খাদুখি তুমি স্বভাব কাতর । এতেকে আইলু মুঞি তোমার গোচর ॥ কুষ্ঠরোগ জ্বালায় পিড়িত প্রভু মরো । বোলহ উপায় প্রভু কো ৩৯
নো মতে তরো ॥ শুনি মহাপ্রভু রোগী কুষ্ঠির বচন । বলিতে নাগিলা ক্রোধে অর্জ্জুন বচন ॥ মুচ মুচ মহাপাপী বিদ্যমান হৈতে । ।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্মায় লোকেতে । পরম ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ । শেদিবশ শেই হয় তার দুঃখ ॥ বৈষ্ণব নি
ন্দুক তুমি পাপী দুরাচার । ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর ॥ এই জ্বালা শহিতে না পারো দুষ্টমতি । কেমতে করিবা কুম্ভী

পাকতেবশতি ৷৷ যেবৈষ্ণবনামেহয়শংশারপবিত্র। কৃষ্ণাআদিগায়েণজেবৈষ্ণবচরিত্র ৷৷ জেবৈষ্ণবভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণপাই। বৈ
ষ্ণবশেবাহৈতেবড আরনাঞি ৷৷ শেধরমাঅজভবনিজ দেহহৈতে। বৈষ্ণবকৃষ্ণের প্রিয়কহেভাগবতে। অথশ্লোক। নতথাপ্রিয়তমো
ষ্ণবমতি। নতথামে প্রিয় [illegible] তমোআত্মন যোনিন্দ্রশঙ্কর। নচশঙ্কির্ধনোনশ্রী নেবাআচ যথাভবান ৷৷ শ্লোকার্থ। যেনবৈ
ষ্ণবের নিন্দাকরে যেইজন। শেইপাপীদুঃখজন্ম জিবণ মরণ ৷৷ বিদ্যাকুল তপসব বিফল তাহার। বৈষ্ণবেরে নিন্দে শেইপাপী
দুরাচার ৷৷ পূজাও তাহারকৃষ্ণ নাহিকরে গ্রহণ। বৈষ্ণবের নিন্দাকরে জেপাপীষ্ঠজন ৷৷ যেবৈষ্ণবনাচিতেপৃথিবিধন্যহয়। জাবদৃ
ষ্টী মাত্রেদশাদীপাপক্ষয় ৷৷ যেবৈষ্ণবজন বাহুতুলিয়ানাচিতে। স্বর্গেরশকল বিঘ্ন ঘুচেভালমতে। যেনমহাভাগবত শ্রীবাস
পণ্ডিত। তুমিপাপীনিন্দাকৈলা তাহান চরিত। এতেকে তোমারকুষ্ঠজ্বালা কোনকাজ। মুলশাস্তা আছে পাছে যমধর্ম্মরাজ ৷৷
এতেকে আমার দৃশ্যযোগ্যনহওমি। তোমার নিষ্কৃতিকরিবারে নারি আমি ৷৷ শেইকুষ্ঠ রোগী শুনি প্রভুর উত্তর। দন্তেতৃণ
করিবোলে হইয়াকাতর ৷৷ কিছুনাজানিলমু আপনা খাইয়া। বৈষ্ণবের নিন্দাকৈলুঁ প্রমত্তহইয়া ৷৷ এতেকে তাহার শাস্তি
পাইলুঁ উচিতে। এখনে ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত ৷৷ সাধুর স্বভাব ধর্ম্ম দুঃখিত নিস্তারে। কত অপরাধিরেও সাধু দয়াকরে ৷৷
এতেক শরণ লইলুঁ তোমার। তুমিউপেক্ষিলে মোরনাহিক নিস্তার ৷৷ জাহার রেত্রায় শিশু তুমি সর্ব্বদাতা। প্রাশ্চিত্ত
বোলহ মোরে তুমি সর্ব্ব পিতা ৷৷ বৈষ্ণবজনের জেণ নিন্দাকরিলুঁ। উচিত তাহার যোগ্য শাস্তি ও পাইলুঁ ৷৷ প্রভুবোলে বৈষ্ণ

বোর নিন্দেয়েই হয়। কুষ্ঠরোগ তার কোনো প্রাপ্তীয়ে নিশ্চয়॥ প্রাপাতক কিছু শেষে হইয়াছে মাত্র। আর কত আছে যম যাতনার পথ॥
তোবা শেষে হবে যম যাতনা এত ক্লেশ। পুনঃ পুন কৃষ্ণ যেন বৈষ্ণব নিন্দুকে॥ চল কুষ্ঠরোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে। শরণে পড়হ
গিয়া তাহার চরণে॥ তান ঠাঞি তুমি কৈরিয়াছ অপরাধ। নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥ কাঁটা ফুটে যেন যে সেই সে মুখে
জায়॥ পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥ এই ত কহিল আমি নিস্তার উপায়। শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ জায়॥ ম ৩৬

হাশুদ্ধ বুদ্ধি তিঁহো তান স্থানে গেলে। ক্ষমিবেন অপরাধ নিস্তার বিহেলে॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্বভক্তগণ। মহা জয় জয়
ধ্বনি করিলা তখন॥ সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর বচন। দন্তে তৃণ ধরি বোলে বিনয় বচন॥ জগতে অনর্থ হয় বৈষ্ণব নিন্দায়। ৩৭
আপনে কহিয়াছেন প্রভু গৌররায়॥ তথাপিও বৈষ্ণবের নিন্দে জেই জন। তার শাস্তি আছে শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥ বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে জে
দেখ হয় গালাগালি। পরমার্থে নহে ইহা কৃষ্ণ কুতূহলি॥ শচী তোমা কিছু নীয়ে গালাগালি যেন। পরমার্থে এক তোভ বুঝি ভিন্ন ৩৯

হেন॥ এই মত বৈষ্ণবের কিছু ভিন্ন নাই। ভিন্ন করে প্রাণ রঙ্গে চৈতন্য গোসাঞি॥ ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়। অন্য বৈষ্ণ ৪০
বের নিন্দে সেই জায় ক্ষয়॥ এক হস্তে ঈশ্বরের সেবা যে কেবল। আর হস্তে দঃখ দিলে তার কি মঙ্গল॥ এই মত ভক্ত সর্ব্ব প্রভুর
শরীর। ইহা বুঝে যে হয় পরম মহাধীর॥ অতএব দুষ্ট তে সর্ব্ব বৈষ্ণবে ভজিয়া। কৃষ্ণ চরণ ভজ লোভ জায় তরিয়া॥ যে বা গায় যে
শুনে এ সব পুন্য কথা। বৈষ্ণব অপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা॥ কেন মতে শ্রীগৌর সুন্দর শান্তি সার। আছেন পরমানন্দে প্রভু
তমন্দিরে॥

মাধবপুরীর আরাধনা পুনঃ তিনি। দৈবযোগে উপসন্ন হইলা আসি তথি॥ মাধবেন্দ্র অদ্বিতীয় যদ্যপি ভেদ নাহি। তথাপি তাহান
সিষ্য অদ্বৈত গোসাঞি॥ মাধব পুরীর দেহে শ্রীগৌরসুন্দর। স যেসাথে বিহার করএ নিরন্তর॥ মাধব পুরীর সে অকথ্য প্রেম ভক্তি।
কৃষ্ণকৃপা পাত্র সর্ব্বকাল পূর্ণ শক্তি। যেমতে অদ্বৈত সিষ্য হইলেন তান। চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল আখ্যান॥ যে সময়ে না ছিলএ
তন্য অবতার। বিষ্ণুভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার॥ তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্যকৃপায়ে। প্রেমসুখ সিন্ধু মাঝে সদায় ভাসয়ে।
নিরবধি দেহ রোম হর্ষ অশ্রু [illegible] কম্প। হুঙ্কার পুলক গর্জ্জন স্তম্ভ ঘর্ম্ম॥ নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য। আপনেও না জা
নেন কি করেন কার্য্য। পথে চলি যাইতেও আপনা আপুনি। নাচেন পরমানন্দে করি হরিধ্বনী॥ কখনো বা হেন সে আনন্দে মূর্চ্ছা
হয়। দুই তিন প্রহরেও বাহ্য না দেখয়॥ কখনো বিরহে যে করেন ক্রন্দন। গঙ্গাধারা বহে যেন অদ্ভুত কথন॥ কখনো বা হাসেন মহা অট্ট
অট্ট হাস। পরমানন্দ বলে ক্ষনে হএ দিগ্বাস॥ এইমতে কৃষ্ণসুখে মাধবেন্দ্র সুখী। সাতভক্তিশূন্য লোক দেখি হয় দুঃখী। কৃষ্ণযাত্রা
অহোরাত্রি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্ব লোক এইমাত্র জানে। মঙ্গল চণ্ডির গীত করে জাগর
নে॥ দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি। তাহা যেই পূজে সেই মহাদম্ভ করি॥ মদ্যমাংসে যক্ষ দানা পূজে কোনো জন। ধনবংশ বাড়ুক
করিয়া কামায়মণ॥ যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত। ইহা শুনিতে সে সর্ব্ব লোকের হয় প্রীত॥ অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের
সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরিকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥ কারবা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন। কেনেবা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা ক্রন্দন॥ বিষ্ণুমায়া

মোহে কেহো তরেনা হিজানে॥ সকল জগত বন্দ্য মহাতম গুনে॥ লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রী মাধব পুরী। হেন নাহি তিলক শম্প্রদায় যাবে ক
রি॥ শন্ন্যাশি বেশ নেবা কারেন শম্প্রদায়। শোহো আপনারে মুখ্য নারায়ণ॥ এ দুঃখে শন্ন্যাশি শনে না কহে কথা। হেন স্থান নাহি কৃষ্ণ ভ
ক্তি শুনি যথা॥ জ্ঞানী যোগী শন্ন্যাশী বিরক্ত খ্যাতি যার। কার মুখে নাহি দাশ্য মহিমা প্রচার॥ যত অধ্যাপক শেহ তর্ক্ক শে বাখানে।
তারা বোল কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥ দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রী মাধব পুরী। মনে মনে করেন বনবাশ গিয়া করি॥ লোক মধ্যে ভ্রমি

কেন বৈষ্ণব দেখিতে। শে বৈষ্ণব নাম বোল না শুনি জগতে॥ অতএব এ শকল লোক মধ্যে হৈতে। বনে যাইয়া আনোক্ষনা পাই দেখিতে ৪১
এই মত মনে দুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে। ইশ্বর ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত শহিতে॥ বিষ্ণু ভক্তি শুন্য দেখি শকল শংশার। অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ৪০
ভাবেন অপার॥ তথাপি অদ্বৈত শিংহ করেন হুঙ্কার। দৃঢ় করি কৃষ্ণ ভক্তি বাখান যে শার॥ নীরন্তর পড়াএন গীতা ভাগবত।
ভক্তি মাত্র বাখানেন গ্রন্থের যেন মত॥ হেন কালে মাধবেন্দ্র মহাশয়। অদ্বৈতের গৃহে আশি হইলা উদয়॥ দেখিয়া অদ্বৈত তান ৪০
বৈষ্ণব লক্ষণ। প্রনাম হইয়া পড়িলেন শেই ক্ষণ॥ মাধবেন্দ্র পুরীও অদ্বৈত করি কোলে। শিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
অন্যোন্যে কৃষ্ণ কথা রশে দুই জন। আপনা বো দেহ কারো নাহিক শ্মরণ॥ মাধব পুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘ দরশনে ৪২
মুর্চ্ছা হয় ততক্ষণ॥ কৃষ্ণ নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার। দণ্ডেকে কৃষ্ণের হয় শহস্র বিকার॥ দেখিয়া তাহার প্রেম ভক্তির উদ
য়। বড় সুখি হইলা অদ্বৈত মহাশয়॥ তার ঠাঞি উপদেশ করিল গ্রহণ। হেন মতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মীলন॥ মাধব পুরীর প্রা

ধনাবৃষ্টি বশে। সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি অদ্বৈত হরিষে॥ দেবে সেই পুন্ন তিন্নি আসিয়া মিলিলা। সান্তোষে অদ্বৈত সর্ব্ব করিতে লাগিলা॥
শ্রীগৌর সুন্দর সেই সারি সন্দর্শনে। বড় সুখি হইলেন সেই পুন্য দিনে॥ সেই তিন্নি পুজিবারে আচার্য গোসাঞি। কত সজ্জ করিলে
নতার অন্ত নাই॥ নানাদিগ হৈতে সজ্জ আসিতে লাগিল। কেনে নাহি জানি কোন ভিতেক আনিল॥ মাধবেন্দ্রপুরী প্রতি প্রীতি নাভা
কার। সভে নইলেন যথা যোগ্য অধিকার॥ কেহো বোলে আমি সাব্ব শ্রীশিব চন্দন। কেহো বোলে মালা আমি করিব গ্রন্থন॥ কে
হো বোলে জল আনিবার মোর ভার। কেহো বোলে মোর ভার স্থান উপস্কার॥ কেহো বোলে মুঞি জত বৈষ্ণব চরণ। মোর ভা
র বোল সভার করিব প্রক্ষালন॥ কেহো বান্ধে পতাকা চান্দোয়া কেহো টানে। কেহো বা ভাণ্ডারি কেহো দিক দেয় আনে॥ কেহো
জন নাচিলা করি সংকীর্ত্তন। আনন্দেক রয়ে নৃত্য আর কথোজন॥ আরক কেহো হরি বোল সংকীর্ত্তনে। সঙ্খ ঘণ্টা
বাজায় যেন আরক মোজনে। কথোজনে করে তিন্নি পুজিবার কার্য। কেহো বা হইলা তিন্নি পুজিবার আচার্য॥ এইমত
পরানন্দে রসে ভত্তগণ। সভেই করেন কর্ম্ম জার যেই মন॥ আহ পিও আনন্দে হৃদে হরি ধ্বনী। ইহা বহি আর কোন শ
ব্দ নাহি শুনি॥ সঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল। সংকীর্ত্তন সঙ্গে জার হইল মিশাল॥ পরম আনন্দে কারো নাহিক
বাহ্যজ্ঞান। অদ্বৈত ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥ আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম হরিষে। সম্ভারের সজ্জ দেখি হইলা সান্তোষে॥
তণ্ডুল দেখয়ে সত্ত ঘর হইচারি। পর্ব্বত প্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি॥ ঘর পাঁচ দেখে মট বন্ধনের স্থলী। ঘর দুই

1086

ঘর দুই তিন দেখে মুগের বিয়ালি ॥ নানা বিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত। ঘর দুই চারি প্রভু দেখে খোলা পাত। ঘর দুই চারি প্র
ভু দেখে পিঠাপিটক। শহস্র শহস্র কান্দি দেখে কদলক। নাজানি কতেক নারিকেল গুয়া পান। কোথা হৈতে আসি শব হৈল বি
দ্যমান। পটোল বাস্তুক থোড় আলু শাক মান। কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমান। তৈল লবণ প্রভু দেখে যত যত। সকল প্র
নন্ত নিমিত্ত — রেপারিক কত ॥ অতি অমানুষী দেখি সকল ভাণ্ডার। চিত্তে জানি প্রভু পাইলেন চমৎকার ॥ প্রভু বোলে এ সাম
গ্রি মনুষ্যের নহে। আচার্য মহেশ হেন মোর চিত্তে লয়ে ॥ মনুষ্যের এমত কি শামর্থ শম্ভবে। এ সামগ্রি শকলে শম্ভবে মহা ৪২
দেবে ॥ বুঝিলাঙ আচার্য মহেশ অবতার। এই মত হাসি প্রভু বোলে বার বার ॥ ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কহে। যে হেতু শুক্ল
তিল পরিমান স্নেহ লয়ে ॥ তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার। তার বিশী অদ্বৈত হয় অগ্নি অবতার ॥ যদ্যপি অদ্বৈত কোটি চন্দ্র শু ৪২
শীতল। তথাপি চৈতন্য বিমুখের অনল কেবল। মহত্ত যে জনে বোলে শীব হেন নাম। সেহ কোন প্রশঙ্গে নাজানে তত্ত্ব জ্ঞা ৪২
ন ॥ সেই ক্ষণে সর্ব পাপ হৈতে মুক্ত হয়। বেদ শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয় ॥ হেন শীব নাম শুনি জার দুঃখ হয়ে। সেই জন অমঙ্গ ৪২
ল সমুদ্রে ভাসয় ॥ শ্রী ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ॥ যদ্ব্যক্ষরং নাম গিরে রিতং নৃনাং সকৃৎ প্রশঙ্গাদ ঘমাশুহন্তি। পবিত্র কীর্তি
তম লঙ্ঘ্য শাসনং ভবানহো দেষ্টি শিবং শিবেতর ॥ শ্রী বদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে। শীব জে না পুজে সেহ মোরে পুজে
কেনে ॥ মোর প্রিয় শীব প্রতি অনাদর জার। কেমতে বা মোহে ভক্তি হইবে তাহার ॥ তথাহি। কথং বা ময়ি ভক্তিং লভতে তাং

পাপপ্রকাশ। য়োমদীয় পর ভক্তি শীব শপূজ এন্নহি॥ অতএব শর্ব্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে। শীস্বেবীর পূজি পূজি বেক শর্ব্ব দেবে॥ তথা
হি স্কন্দ পুরানে॥ প্রথম মেকেশব পূজা স্বয়োদেব মহেশ্বর। পূজনীয়া মহাত্মানো যোজেতানে শান্তি দেবতা॥ হেনশীব অদ্বৈতে বোলে সাক্ষা
জনে। শেগোশ্রী চৈতন্যচন্দ্র ইঙ্গিত কারনে॥ ইহাতে অবোধগণ মহাকলি করে। অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভাল মরে॥ নবনবর স্তু সবদে
খে প্রভুজত। সকল অনন্ত দেখিবারে পারি কত॥ শক্ষার দেখিয়া প্রভু হরষিত মন। আচার্য্যের প্রশংশা করেন অনুক্ষণ। এক একদে

ম প্রভু শকল শস্তার। কীর্ত্তন শুনিতে আইলেন পুনর্ব্বার॥ প্রভুমাত্র আইলেন শংকীর্ত্তন স্থানে। পরানন্দ পাইলেন সব ভক্তগনে॥
নাজানি কতেক দিগে নাচে গায় বায়। নাজানি কে কন্দিগে মহানন্দে ধায়॥ শাতেই কারণ মহা জয় জয় ধনি। বোল বোল হরি বোল
আর নাহি শুনি॥ শর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত। শতার শুন্দর বক্ষ মালায় পুরিত॥ শাতেই প্রভুর পারিশদের প্রধান। শতে নৃত্যে
গীতে করে প্রভু বিদ্যমান॥ মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি শংকীর্ত্তন। যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত ভুবন॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রেমশুখময়।

বাল্য ভাবে নৃত্যে প্রভু করে অতিশয়। বিত্তে বাল হইলা আগে আচার্য্য গোসাঞি। জত নৃত্য করিলেন তার অন্ত নাঞি॥ নাচিলেন অনেক ঠাকু
র হরিদাশ। শতেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস॥ মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর শর্ব্ব শেষে। নৃত্য করিলেন অতি আপন বিলাসে॥ শর্ব্ব পারি
শদ প্রভু আগে নাচাইয়া। শেষে নৃত্য করেন আপনে শভা লৈয়া॥ মণ্ডলি হইয়া নৃত্যে করে ভক্তগণ। মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীন
ন্দন॥ এইমতে শর্ব্বদিন নাচিয়া গাইয়া। রহিলেন মহাপ্রভু শভারে লইয়া॥ তবে শেষে আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত আচার্য্য। ভোজনের করি

তেনাগিলা সর্ব্বকায়। বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন। মধ্যে প্রভু চৌদিগে সর্ব্ব ভক্তগণ। চৌদিগে ভক্তগণ জেন তারাময়। মধ্যে কোটি
চন্দ্র জেন প্রভুর উদয়। দিব্য অন্ন বহুবিধ মিষ্ঠ ব্যঞ্জন। মাধবেন্দ্র আরাধনা আইর রন্ধন। মাধব পুরীর কথা কহিয়া কহিয়া। ভো
জন করেন প্রভু সর্ব্বগণ লইয়া। প্রভু বোলে মাধবেন্দ্র আরাধনা তিনি। ভক্তি হয় গোবিন্দে ভোজন কৈলে ইনি। সকল সন্তোষ প্রভু
করিলা ভোজন। বসিলেন গিয়া প্রভু করি আঁচমন। তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা। প্রভুর সন্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা। তবে প্র ৪৩
ভু নিত্যানন্দ স্বরূপের গলে। দিলেন চন্দন মালা মহা অনুরাগে। তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণব জনে জনে। শ্রীহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপ
নে। শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণে। সভার হইল পরমানন্দ মনে মনে। উচ্চ করি সভাই করেন হরিধ্বনি। কি আনন্দ হইল সে
কহিতে না জানি। অদ্বৈতের যে আনন্দ অন্ত নাহি তার। আপনে বৈকুণ্ঠ প্রভু যার গৃহে জার। এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন জত। মনুষ্যে ৪২
র শক্তে তাহা বর্ণিবেক কত। এক দিবসের জত চৈতন্য বিহার। কোটি বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার। পক্ষ জেন আকাশের অন্ত ৪২
নাহি পায়। জত দূর শক্তি তত দূর উড়ি জায়। এই মত চৈতন্য যশের অন্ত নাই। যার যত শক্তি দেন তাহা সে তে গাই। কাষ্ঠের পুত্ত ৪৩
লি যেন কুহকে নাচায়। এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়। এ সব কথার অনুক্রম নাহি জানি। যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বা
খানি। সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায় মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার। এ সকল পুণ্য কথা জে কর শ্রবণ। ভক্ত সং
ঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহু তান মন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান। ✿। ৪৭। ✿। ✿।

ভঃঅঃ ১

বিশ্বাশ। ৩।। জয়জয় শ্রীগৌরসুন্দর শর্ব্ব গুরু। জয়জয় শর্ব্বজনবাঞ্ছাকল্পতরু।। জয়জয় ন্যাশীমনি শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ। জীব প্রতি
কর প্রভু সুভদৃষ্টিপাত।। ভক্তগোষ্ঠী শহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।। শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক
মনে। শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলা যেন মনে।। কথোদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে। আইলেন কুমারহট্ট শ্রীবাশ মন্দিরে।। কৃষ্ণকথা
নানন্দে বসি আছে শ্রীনিবাশ। আচম্বিতে ধ্যানফল শাক্ষাতে প্রকাশ।। নিজপ্রাননাথ দেখি শ্রীবাশ পণ্ডিত। দণ্ডবৎ হইয়া পড়ি
লা পৃথিবীত।। শ্রীচরণ বক্ষে ধরি পণ্ডিত ঠাকুর। উচ্চস্বরে দীর্ঘশ্বাশ কান্দেন প্রচুর।। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাশ করি কোলে। শি
ঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে।। শুকৃতি শ্রীবাশ গোষ্ঠী প্রভুর প্রশাদে। শভে প্রভু দেখি ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে।। বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহে
পাইয়া শ্রীবাশ। হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাশ।। আপনে মাথায় করি উত্তম আশন। দিলেন বসিলা তথি কমললোচন।।
চতুর্দ্দিগে বসিলেন পারিশদগণ। আনন্দ শ্বরূপ হৈল শ্রীবাশ ভবন।। হইতে জয়কার করে পতিব্রতাগণ। শভেই গায়েন হরি
নাম অনুক্ষণ।। প্রভু আইলেন মাধ্ব পণ্ডিতের ঘর। বার্ত্তা পাই আইলা আচার্য্য পুরন্দর।। তারে দেখিলেই প্রভু পিতা করি বোলে।
মহাপ্রেমে প্রভু তানে করিলেন কোলে।। পরম সুকৃতি শে আচার্য্য পুরন্দর। প্রভু দেখি কান্দে অতি হই অশম্বর।। বাসুদেব দত্ত তথা
হৈলেন সেইক্ষনে। শ্রীশিবানন্দ শেন আদি আপ্তগণ শনে।। প্রভুর পরম প্রিয় বাসুদেব দত্ত। প্রভুর রস পায় সে জানে যে শর্ব্বতত্ত্ব।।
জগতের হিতকারি বাসুদেব দত্ত। শর্ব্বভুতে দয়া শ্রীচৈতন্য রশে মত্ত।। গুন গাহি আদোশ দর্শী শভাপ্রতি। ঈশ্বরে বৈষ্ণব

যথাযোগ্যের তিমতি॥ বাসুদেব দত্ত দেখি শ্রীগৌরসুন্দর। কোলে করি নাগিলেন কান্দিতে ঈশ্বর॥ বাসুদেব দত্ত ধরি প্রভুর চরণ। উচ্চ
স্বরে নাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ বাসুদেব কান্দিতে আছয়ে যে জন। শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণ যে করয়ে ক্রন্দন॥ বাসুদেব দত্ত যত কে গুণসী
মা। বাসুদেব দত্ত মূর্ত্তিক গুণসীমা। বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা॥ হেনসে প্রভুর প্রতি দত্তের বিশয়। প্রভু বোলে আমি বাসুদেবের
রান্শয়॥ আপনে শ্রীগৌরসুন্দর বোলে বারবার। এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥ দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই। সত্য
ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥ বাসুদেব দত্তের বাতাস জার গায়। নাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রাখিব সদায়॥ সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব
মণ্ডল। এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥ বাসুদেব দত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি। আনন্দে বৈষ্ণব গান করে হরিধ্বনি॥ ভক্ত বাঞ্ছা
পূর্ণ গৌরসুন্দর সে জানে। যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥ এইমত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। কথোদিন রহিলেন শ্রীবা
সের ঘর॥ শ্রীবাস রামাই দুই ভাই গুণ গায়। বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ চৈতন্যের অতি প্রিয় শ্রীবাস রামাই।
দুই চৈতন্যের প্রিয় ভেদ কিছু নাই॥ সংকীর্ত্তনে ভাগবত পাঠে ব্যবহারে। বিদগ্ধ কুলীলা যে কি অশেষ প্রকারে॥ জন্মা যে গো
সভার সন্তোষ শ্রীনিবাস। জার গৃহে প্রভুর সর্ব্বার্থে পরকাশ॥ একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিতে। ব্যবহার কথা কিছু কহে
ন হাসিতে। প্রভু বোলে তুমি দেখি কোথাও না জাও। কেমতে বা কুল লইবা কেমতে চলাও॥ শ্রীবাস বোলেন প্রভু কোথাও
জাইতে। না লয় আমার চিত্ত কহিল তোমাতে॥ প্রভু বোলে পরিবার অনেক তোমার। নির্ব্বাহ হইবে সে কেমতে সভাকার॥

শ্রীবাশবোলেন জার অদৃষ্টে য়ে থাকে। সেই সে হইবেক মিলিবেক য়েথা থাকে॥ প্রভু বোলে তবে তুমি করহ শন্ন্যাশ। ইহা না পারিবো বো
লে পণ্ডিত শ্রীবাশ॥ প্রভু বোলে শন্ন্যাশ গ্রহন না করিবা। ভিক্ষা করিবারে কারু দ্বারে না জাইবা॥ কেমতে করিবা পরিবারের পো
ষণ॥ কিছু নাহি বুঝো মুঞি তোমার কারণ॥ এ কালেতে কোথাও না গেলে না আইলে। ঘটমাত্রে কোথাও আসি যাবে নাহি
মিলে॥ না মিলিল য়দি আসি তোমার দুয়ারে। তবে তুমি কি করিবে বোলহ আমারে॥ শ্রীবাশ পণ্ডিত বোলে তিন তালি দিয়া॥
এক দুই তিন এই কহিল ভাঙ্গিয়া॥ প্রভু বোলে এক দুই তিন জে করিলা॥ কি অর্থ ইহার কেনে তিন তালি দিলা॥ শ্রীবাশ বোলেন এই
দৃঢ় চিত্ত আমার। তিন উপবাসে য়দি না মিলে আহার॥ তবে শত্য কহি ঘট বান্ধি য়া গলায়। প্রবেশ করিব তবে শর্ব্বথা গঙ্গায়॥
এই মাত্র শ্রীবাশের শুনিঞা বচন। উঠিলা হুঙ্কার করি শ্রীশচীনন্দন॥ প্রভু বোলে কি বুলিলা পণ্ডিত শ্রীবাশ। তোর অন্ন অভাবে কি
হবে উপবাশ॥ জদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে। তথাপি দারিদ্র নহিবেক তোর ঘরে॥ আপনে য়ে গীতাতে বুলিয়াছি মুঞি।
তাহা কি বা পাসরিলা বিপ্র হঞি॥ তথাহি॥ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং য়ে জনাঃ পর্য্যুপাশতে। তেশাং শততযুক্তানাং য়োগক্ষে
মং বহাম্যহং॥ জে জন ভজয়ে মোরে অনন্য হইয়া। তারে অন্ন দেঙ মুঞি আপনে বহিয়া॥ জে মোরে চিন্তয়ে নাহি জায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি তারে মিলে॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইশে। তথাপিও না চাহে না লয়ে মোর দাশে॥ মোর শু
দর্শন চক্র রাখে মোর দাশে। মহাপ্রলয়েতে য়ার নাহয় বিনাশ॥ য়ে মোহোর দাশেরেও করয়ে স্মরণ। তাহারেও করোঁ মুঞি পো

ধর্ম্ম পালন ॥ সেবকের দাস সে মোহোর প্রিয় বড় । অনায়াসে সেই সে আমারে পায় দড় ॥ মোর চিন্তা মোর সেবকের রক্ষা করি । ম
স্তক আহার সোষ্ঠা আছো সর্ব্বপরি ॥ সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে । আপনে মিলিব আসি তোমার দুয়ারে ॥ অদ্বৈতের
তোমারে আমার এই বর । জরাগ্রস্ত নহিব তোমার কলেবর ॥ রাম পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরসুন্দর । প্রভু বোলে শুন রাম আমা
র উত্তর ॥ জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায় । সেবিহ ঈশ্বর বুদ্ধে আমার আজ্ঞায় ॥ প্রাণসম তুমি মোর শ্রীরাম পণ্ডিত । শ্রী
বাসের সেবা না ছাড়িহ কদাচিত ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম । অন্ত নাহি আনন্দে হইলা পূর্ণকাম ॥ অদ্যাপিহ শ্রীবা ৪৫
সের চৈতন্য কৃপায় । দ্বারে সব উপসন্ন হইতেছে লীলায় ॥ কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত । ত্রিভুবন হয় যার স্মরণে পবিত্র ॥ ৪৩
শয়নে সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস । যার ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস ॥ হেন রঙ্গে শ্রীবাস মন্দিরে গৌররায় । রহিলে
ন কথোদিন শ্রীবাস ইচ্ছায় ॥ তাঁহার পণ্ডিত সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে । আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে ॥ কথোদিন থাকি ৪৩
প্রভু শ্রীবাসের ঘরে । তবে গেলা পানিহাটী রাঘব মন্দিরে ॥ কৃষ্ণকার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত । সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র ৪৫
হইলা বিদিত ॥ প্রাণনাথ দেখি শ্রীরাঘব পণ্ডিত । দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবিত ॥ দৃঢ় করি ধরিল মাথায় দুই চরণ ॥
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥ প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে । সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥ হেন সে আনন্দ
হৈল রাঘব শরীরে । কোন বিধি করিবেন তাহা নাহি স্ফুরে ॥ রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথে । রাঘবেরে করিলেন শু

1093

দ্রপ্তী পাক। প্রভু আইসে রাঘবের আলয়ে আসিয়া। পাশরিল সর্ব্ব দুঃখ রাঘবেরে দেখিয়া। গঙ্গায় মার্জ্জন কৈলে যেন শান্ত শরীর। সেই
সুখ পাইল আসি রাঘব আলয়। হাসি বোলে প্রভু শুন রাঘব পণ্ডিত। কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত। আজ্ঞা পাঞা শ্রী রাঘ
ব পরম সন্তোষে। চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে। চিত্ত বিত্ত জতেক মানস আপনার। সেই রূপে পাক গিয়া করিল অপার।
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন। নিত্যানন্দ সঙ্গে আর জত আপ্তগণ। ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত। সকল ব্যঞ্জন প্র

শংসেন নিতান্ত। প্রভু কহে রাঘবের কি সুন্দর পাক। আমি ত এমত কভু না খাইয়া শাক। রাঘব প্রভুর প্রীত শাকে তে জানি
য়া। রান্ধিয়াছেন শাক বিবিধ করিয়া। এইমত রঙ্গে প্রভু করেন ভোজন। বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন। রাঘব মন্দিরে প্রভু
শ্রী গৌরসুন্দর। গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর। প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস। জাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস। প্রভু
ও দেখিয়া গদাধর সুকৃতের। থুইলেন তুলিয়া দিলেন তান শীরে। পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস। জাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের বি

লাস। সবারে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে। প্রেমযোগে প্রভু দেখি করেন ক্রন্দনে। রঘুনাথ বৈদ্য আইলা সেইক্ষণে। পরম ধার্ম্মিক অ
নুনাই জার গুণে। এইমত যথা যে হইছিলা ভক্তগণ। সভেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা। পরম আহ্লাদে প্রভু দরশন কৈলা।
পানিহাটি গ্রামে হৈল পরম আনন্দ। আপনে সাক্ষাত যথা প্রভু গৌরচন্দ্র। রাঘব পণ্ডিত প্রিয় সেবক সুজন। পরম ধার্ম্মিক চা
র অন্ত নাহি গুণে। রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রী গৌরসুন্দর। নিভৃতে কহিলা অতি রহস্য উত্তর। রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি।

1094

ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে২। পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন প্রেমরীতে॥ হেন সে করেন দণ্ড
প্রেমের চঞ্চা সব। আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোকে পায় ত্রাস॥ ৮

আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি॥ এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে। সেই আমি করি এই কহিল তোমারে॥ আমার সকল ক-
র্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে। এই আমি অকপটে কহিল তোমারে॥ যে আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাহি। তোমার ঘরেই সব জানিবায় আ-
ইহ॥ মহাযোগেশ্বর যাহা পাইতে দুষ্কর। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইবে সুলভ॥ এতেকে করিহ তুমি মহা সাবধানে। নিত্যানন্দ সেবি-
হ যেন ভগবানে॥ মকরধ্বজ প্রতি বলিলেন গৌরচন্দ্র। ভক্তি করি সেবিহ রাঘব পদদ্বন্দ্ব॥ রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তো- ৪৬
মার। সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥ হেনমতে পানীহাটি গ্রাম ধন্য করি। আছিলেন কথোদিন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ তবে প্রভু আই-
লেন বরাহনগর। মহাভাগ্যবান এক ব্রাহ্মণের ঘর॥ সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥ ৪৪
শুনি প্রেম তাহার ভক্তিযোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ বোল বোল বোলে প্রভু [illegible]॥ হুহুঙ্কার গর্জ্জ-
ন প্রভু করেন সদায়॥ সেই বিপ্র পড়ে পরমানন্দে মগ্ন হৈয়া। প্রভু ও হুঙ্কার করেন হস্ত পসারিয়া॥ এইমত রাত্রি তিন প্রহর ব্র- ৪৪
াহ্মণ ভাগবত শুনি প্রেম না ছাড়িলা [illegible]॥ বাহ্য পাইয়া বসিলা শচীর নন্দন। সন্তোষে করিলেন আপনে আলিঙ্গন॥ প্রভু বো- ৪৬
লে ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥ এতেকে তোমার নাম ভাগবত আচার্য্য। ইহা বহি আর তুমি না
করিহ কার্য্য॥ বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি। সভে করিলেন মহা জয় জয় ধ্বনি॥ এইমত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গা-
তীরে। রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের ঘরে ঘরে॥ সভার করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম। পুন আইলেন প্রভু নীলাচল স্থান॥

গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার। ইহায়ে শুনয়ে তার দুঃখ নাহি আর॥ শর্ব্বলীলাচল দেশে উপজীল ধ্বনি। আইলেন শর্ব্বস
ন্নাশী চুড়ামনি॥ মহানন্দে শর্ব্বলোকে জয়জয় বোলে। আইলা শচল জগন্নাথ নীলাচলে॥ শুনি শর্ব্বউৎকলের পারিশদগণ।
শার্ব্বভৌম আদি আইলেন শেইক্ষণ॥ চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ। আনন্দে প্রভুরে দেখি করে আলিঙ্গন॥ প্রভুও শভা
রে মহা প্রেমে করে কোলে। সিঞ্চিলেন মহাপ্রভু নয়নের জলে॥ হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে। রহিলেন কাশী মিশ্র

গৃহে প্রভু হলে॥ নীরন্তর নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে। প্রকাশেন গৌরচন্দ্র দেখে শর্ব্ব দেশে॥ কখনো নাচেন জগন্নাথের স
মুখে। তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি নিজানন্দ শুখে॥ কখন নাচেন কাশী মিশ্রের মন্দিরে। কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধু তীরে॥
এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস। তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥ পানীশংখ বাজিলেই উঠে শেইক্ষণ। কপাট ফেলি
লে জগন্নাথ দরশন॥ জগন্নাথ দেখি তেজে প্রকাশেন প্রেম। অকথ্য অদ্ভুত গঙ্গাধারা বহে যেন॥ দেখিয়া অদ্ভুত যত উৎক

লের লোক। কারো দেহে আর নাহি জন্মে দুঃখ শোক॥ যে দিগে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি জায়। শেই দিগে শর্ব্বলোক হরি হরি গায়॥
প্রতাপরুদ্র স্থানে শব হইল গোচর। নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥ শেইক্ষনে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ। কটক ছা
ড়িয়া আইলেন জগন্নাথ॥ প্রভুরে দেখিতে শে রাজার বড় প্রীত। প্রভু শে না দেন তারে দেখা কদাচিৎ॥ শার্ব্বভৌম আদি শ
ভাস্থানে রাজা কহে। তথাপি প্রভুর ভয়ে কেহো না জানায়ে॥ রাজা কহে তোমি শব জদি কর ভয়। অগোচরে আমারে দেখা

1096

[আর্ত্তি]

ও মহাশয়॥ দেখিয়া রাজার ভক্তি সর্ব্ব ভক্তগণ। সাভোমেলি হৈয়া চিন্তা করিলেন মনে॥ যে সময় প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে। রাজ্য স্নানাদি
কেনাহি থাকে এ কখনে॥ রাজাও পরম ভক্ত কেশেইঃ অবশ্যে। দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া আগোচরে॥ এই হেতু চিন্তা করিলেন সভে রা
জ্ঞাস্থানে। রাজা বোলে যেত মত দেখিমাত্র তানে॥ দৈবে এক দিন নৃত্য করেন ঈশ্বর। শুনি রাজা আশি তে মাত্র আইলা একেশ্বর॥
আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু। পরম অদ্ভুত যাহা নাহি দেখে কভু॥ অবিচ্ছিন্ন কত ধারার স্থন নয়ানে। কম্প স্বেদ পু ৪২
লক বৈবর্ণ্য ক্ষণে ক্ষণে॥ হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে। হেন নাহি জন যার প্রাণ না পায় দেখিতে॥ হেন শোঙ্করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
শুনি এ প্রতাপ রুদ্র ধরেন শ্রবণ॥ কখনো পড়েন প্রভু রোদন বিরহে। রাজা দেখে পৃথিবী তেন নদী যেন বহে॥ এই মত প্রভুর কত
অনন্ত বিকার॥ কত জয় কত হয় কত লেখা তার॥ নিরবধি মহাপ্রভু ভুজ যুগ তুলি। হরিবোলে বোলেন করিয়া হুহুঙ্কারি॥ এই মতন ৪৫
যে প্রভু করি কথঃক্ষণে। বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন ততক্ষণে॥ রাজাও চলিলা অলক্ষিত সেইক্ষণে। দেখিয়া প্রভুর নৃত্য মহানন্দ ম ৪৫
নে॥ দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অদ্ভুত বিকার। রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার॥ সেই শ্রীচরণ মানি মাথে ধরিলেক মনে। সেই সেই তান অ ৪৭
নুগ্রহ হইবার কারণে॥ প্রভুর নাসায় যত দিব্য ধারা বয়। নিরন্তর নাচিতে শ্রীমুখে লালা বয়॥ ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেম
ধারে। সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন বিহারে॥ এ সকল কৃষ্ণ ভাবনা বুঝি নৃপতি। এতেক সন্দেহ তানে ধরিলেক মতি॥ কাহো স্থা
নে রাজা ইহা না করি প্রকাশ। পরম সন্তোষ রাজা গেলা নিজ বাস॥ প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাশুদ্ধ হইয়া। থাকিলেন গিয়া

৭৬

গৃহে শয়ন করিয়া ॥ আপনে শ্রীজগন্নাথে ন্যাসী বেশ ধরি । নিজ শংকীর্ত্তন লীলা করে অবতরি ॥ ঈশ্বর মায়ায় রাজা এ মর্ম্ম না জানে । সেই
প্রত্যক্ষ না হইতে না গিলা আপনে ॥ সুপ্ত প্রতাপরুদ্র রাখে স্বপ্ন দেখে । স্বপ্নে গিয়া জগন্নাথের শ্রীমুখে ॥ রাজা দেখে জগন্নাথ অ
ঙ্গ ধুলাময় । দুই শ্রীনয়নে গঙ্গাধারা বয় ॥ দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর । শ্রীমুখের নাল পড়ি তিতে কলেবর ॥ স্বপ্নে রাজা চি
ন্তে মনে একি রূপ লীলা । বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা ॥ জগন্নাথ চরণ পরশিতে রাজা জায় । জগন্নাথ বোলে রাজা এত না হ
য়ায় ॥ চন্দন কস্তুরি গন্ধ কেশর কুঙ্কুমে । লেপিত তোমার অঙ্গ শকল উত্তমে ॥ আমার শরীর দেখ ধুলা নালাময় । ইহা পরশিতে কি
তোমার যোগ্য হয় ॥ আমি জেন চিতে আজি তুমি গিয়াছিলে । স্নানাকেলে মোর অঙ্গে দেখি ধুলা নালা ॥ সেই ধুলা লালা দেখ শর্ব্বাঙ্গে
আমার ॥ তুমি মহারাজা মহারাজার কুমার ॥ আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয় । এত বলি রুক্ষে চাহি হাসে দয়াময় ॥ সেইক্ষনে দে
খে রাজা সেই সিংহাসনে । চৈতন্য গোসাঞি বসিয়াছেন আপনে ॥ সেইমত শকল শ্রীঅঙ্গ ধুলাময় । রাজারে বোলেন হাসি এত যোগ্য
নয় ॥ তুমি যে আমারে স্নান করি গেলা মনে । আর তুমি আমা পর সিবা কি কার নে ॥ এইমত প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি । হাসেন শ্রীগৌরা
ঙ্গ সুন্দর নরহরি ॥ রাজার স্বপ্ন হইল ক্ষনে জাগরণ । জাগিয়া লাগিলা রাজা করিতে ক্রন্দন ॥ মহা অপরাধি মুঞি পাপী দুরাচার ।
না চিনিলুঁ ঈশ্বর চৈতন্য অবতার ॥ জীবের কোন শক্তি আছে জানিতে । ব্রহ্মাদির মোহ পায় যাহার মায়াতে ॥ এতেক ক্ষেমহ
হও মোর অপরাধ । নিজ দাস করি মোরে করহ প্রসাদ ॥ আপনে শ্রীজগন্নাথ চৈতন্য গোসাঞি । রাজা জানিলেন ই দুই ভিন্ন
ভেদ নাঞি ॥

বিশেষেতে উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে। তথাপি ইহ না রে কোথাও দেখা করাইতে॥ দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে। বসিয়া আছেন সর্ব্ব পা-
র্ষদ সনে॥ একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে। দীর্ঘ হৈয়া পড়িলেন প্রভুর চরণে॥ অশ্রু কম্প পুলকে রাজার অন্ত নাঞি। আনন্দে
মুর্চ্ছিত হইলেন সেই ঠাঞি॥ বিষ্ণুভক্তি চিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার। উঠ বুলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তান॥ শ্রীহস্ত পরশে রাজার হইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন॥ ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্ব জীব নাথ। মহাপাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥ ত্রাহি ত্রাহি [illegible]
হরি কৃপাসিন্ধু। ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু॥ ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্ব বেদ গোপ্য রমাকান্ত। ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজন বন্দ্য অকান্ত(?)॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাপুরুষ সন্ন্যাসরূপধারি। ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ত্তন নর্ত্তক মুরারি॥ ত্রাহি ত্রাহি ধরিয়া(?) তত্ত্ব ইন নাম(?)। ত্রাহি ত্রাহি পরম মঙ্গ-
ল গুণধাম॥ ত্রাহি ত্রাহি অজ ভব বন্দিত চরণ। ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের ঈশ্বর(?)॥ ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু। এই কৃপা
মোরে না অনাছাড়ি রাক(?) প্রভু॥ শুনি প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুবাদ। [illegible] প্রভু তানে করিলা প্রসাদ॥ প্রভু বোলে কৃষ্ণভক্তি হউক
তোমার। কৃষ্ণ কর্ম্ম বহি তুমি না করিহ আর॥ নিরন্তর গিয়া কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণ চক্র সুদর্শন॥ তুমি সার্ব্ব-
ভৌম আর রামানন্দ রায়। তিনের নিমিত্তে মুঞি আইলুঁ এথায়॥ সবে এক আনি বোল রাখিবে আমার। মোর নাক(?) [illegible] বা তুমি
কথাও প্রচার॥ যখন হে আমারে প্রচার কর তুমি। তবে সে এথা ছাড়ি যাইব জে আমি॥ এত বুলি আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তানে কৃপাযুক্ত হৈয়া॥ চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি শিরে। দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভুরে॥ প্রভু দেখি নৃপতি

হইলা পূর্ণকাম। নিরবধি কারন চৈতন্যচন্দ্র ধ্যান॥ প্রতাপরুদ্রের শহ প্রভুর দরশন। ইহা জেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥ হেনমতে
শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে। রহিলেন কীর্ত্তন বিহার প্রভু হলে॥ উৎকলে জন্মিয়া ছিলা জত অনুচর। শভেই চিনিলা নিজ প্রাণের ঈশ্বর॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণসুখের শাগর। আত্মপদ দিল তারে শ্রীগৌরসুন্দর॥ শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়। জার তনু শ্রীচৈতন্য
ভক্তিরশময়॥ কাশীমিশ্র পরম বিহ্বল প্রেমরশে। আপনে রহিলা প্রভু তাহার নিবাশে॥ এইমত প্রভু নিজ ভক্তগণ শঙ্গে। নির
বধি গোঙায়েন শংকীর্ত্তন রঙ্গে॥ যত যত উদাশীন চৈতন্যের দাশ। শভে আশি করিলেন নীলাচলে বাশ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দ
ণ্ডাম। শর্ব্ব নীলাচলে ভ্রমে মহাজ্যোতির্দ্ধাম॥ নিরবধি পরানন্দ শুখে মহামত্ত। বুঝিতে না পারে কেহো অবিজ্ঞাত তত্ত্ব॥ শদাই
জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। স্বপ্নেহো না হি কিছু নিত্যানন্দ মুখে অন্য॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেন যেমত রতিমতি। এইমত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য
প্রতি॥ নিত্যানন্দ প্রশাদে শে শকল শংশার। অধ্যাপিহো গায় শ্রীচৈতন্য অবতার॥ হেনমতে মহাপ্রভু চৈতন্য নিতাই। নীলাচলে
বশতি করেন দুই ভাই॥ একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি। নিভৃতে বশিলা নিত্যানন্দ হাথে ধরি॥ প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
অবিলম্বে চলহ তুমি গৌড়দেশ প্রতি॥ প্রতিজ্ঞা করাছি আপনার মুখে। মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাশিব প্রেমশুখে॥ তুমিহ থাকিলা যদি
মুনিধর্ম্ম করি। আপন উদ্দাম ভাব শব পরিহরি॥ তবে মূর্খ নীচ জত পতীত শংশার। বোল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥ ভ
ক্তিরশ দাতা তুমি তুমি শম্বরিলে। তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥ এতেকে আমার বাক্য যদি তুমি চাহ। তবে অবিলম্বে

1100

তুমি গৌড়দেশে জাহ।। অম্মনী চপতীতদুঃখীতজতজন। ভক্তিদিয়াকর গিয়াশভার মোচন।। আজ্ঞা নএড়া নিত্যানন্দচন্দ্র সেই ক্ষনে।
চলিলেন গৌড়দেশে নয়গা নিজগনে।। রামদাশ গদাধর দাশ মহাশয়। রঘুনাথ বেজওঝা ভক্তিরশময়।। কৃষ্ণদাশ পণ্ডিত পর
মেশ্বরদাশ।। পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাশ।। নিত্যানন্দ স্বগণের যত আপ্তগণ। শাতে নিত্যানন্দ শঙ্গে করিল গমন।। চলিলেন
নিত্যানন্দ গৌড়দেশ প্রতি। নিজ পারিশদগন করিয়া শঙ্গতি।। শর্ব্ব পারিশদেরে করিলা প্রেমময়। শভার হইল আলে বিস্মিতিথ ৪৯
যেন্ন।। কার দেহে কত ভাব হয়ে বার্ত্তন্ত। প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগন্য রামদাশ। তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ।। মধ্যে পাশে রাম
দাশ ত্রিভঙ্গি হইয়া। আছিলা প্রহর তিন বাক্ষ পাশারিয়া।। হইলা রাধিকা ভাব গদাধর দাশ। দধিকে কিনিবা বলি মহা অট্ট হাশ।। ৪৭
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। হইলেন মুর্ত্তিমন্ত যেমত রেবতি। কৃষ্ণদাশ পরমেশ্বর দাশ দুইজন। গোপাল ভাবে হৈহৈ করে অ
নুক্ষন।। পুরন্দর পণ্ডিত গাছেত গিয়া চড়ে।। মুঞ্চ অঙ্গদ বুলি লাফ দিয়া পড়ে।। এইমতে নিত্যানন্দ স্বীয় অনন্তধাম।। শভার দিলেন ৪৭
তার পরম উত্থাম।। দণ্ড পথ ছাড়ি শভে আপনা পাশরি। জায়েন দক্ষিন বামে ক্রোশ দুই চারি।। কথক্ষনে পথ জিজ্ঞাশে লোক স্থানে। ৪৯
বোন তাই গঙ্গাতীর জাইব কেমনে।। লোকে বোলে মহাশয় পথ পাশরিলে। দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা।। লোক বাক্যে হাশিয়া
চলিলা যথা পথ। পুনপথ ছাড়ি যাজায়েন সেইমত।। পুন পথ জিজ্ঞাশা করেন লোক স্থানে। লোক বলে পথ বৈল দশ ক্রোশ বামে।
শুনি শুশ্রা শভেই হাশি জান পথে অথা। নিজদেহ না জানেন পথের কিকথা।। মৃতদেহ ধর্ম্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ। কাহার নাহি

পাইপরানন্দসুখ ॥ পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ । কে বা নিবে কেবা জানে শকল অনন্ত ॥ হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম । আইলে
ন গঙ্গাতীরে পানীহাটিগ্রাম ॥ রাঘব পণ্ডিত গৃহে শর্ব্বাগ্রে আশিয়া । রহিলেন শকল পারিশদগন লৈয়া ॥ পরম আনন্দ হৈলা রাঘ
বপণ্ডিত । শ্রীমকরধ্বজকর গোষ্ঠীর শহিত ॥ হেনমতে নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে । রহিলেন শকল যে পারিশদ শনে ॥ নিরন্ত
রপরানন্দে করেন হুঙ্কার । বিহ্বল তাহার দেহে বাহ্য নাহি আর ॥ নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তর । গায়ন শকল আনি মিলিল

শত্বর ॥ সুকৃতি মাধব ঘোশ কীর্ত্তনে তত্পর । হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥ যাহারে কহি যে বৃন্দাবনের গায়ণ । নিত্যানন্দ
স্বরূপের অত্যন্ত প্রিয়মর্ম্ম ॥ মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই । গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই ॥ হেনশে নাচেন অবধুত মহাবল ।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ॥ নিরবধি হরিবুলি করেণ হুঙ্কার । আছাড় দেখিতে লোক পায় চমত্কার ॥ যাহারে করেন দৃষ্টি
নাচিতে নাচিতে । শেই প্রেমে ঢুলিয়া পড়য়ে পৃথিবীতে ॥ নিরবধি হরিবুলি করেন হুঙ্কার । বিহ্বলতা বিনে দেহে বাহ্য নাহি আর ॥ পরি

পূর্ণ প্রেমময় রশে নিত্যানন্দ ॥ শংশার তারিতে প্রভু করিলা আরম্ভ ॥ যতেক আছয়ে প্রেম ভক্তির বিকার । শকল প্রকাশি নৃত্য করেন অ
পার ॥ কতক্ষণে বশিলেন খট্টার উপরে । আজ্ঞা হৈল অভিশেক করিবার তরে ॥ রাঘব পণ্ডিত আদি পারিশদগনে । অভিশেক করি
তে লাগিলা শেইক্ষণে ॥ শহস্র শহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল । নানা গন্ধে সুবাশিত করিলা শকল ॥ শন্তোশে শভে দেন শ্রীমস্তক উপরি ।
চতুর্দ্দিগে শভেই বোলেন হরি হরি ॥ শভেই পড়েন অভিশেক মন্ত্রগীত । পরম আনন্দে শভে হইলা আনন্দিত ॥ অভিশেক করাইয়া

নুতনবসন ।। পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন ।। দিব্য দিব্য বনমালা তুলসী সহিতে । পরম আনন্দে দিলা প্রভুর গলাতে ।। তবে দিব্য মহা
পুষ্পে করিয়া পূজিত । সম্মুখে আনি অন্ন করিলেন উপনীত ।। খাইয়া বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ । জয় দিলেন শ্রীরাঘবানন
ন্দ ।। জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ।। চতুর্দিগে হৈল মহা আনন্দ ক্রন্দন ।। এহি মত হইল সকলে বৈসেন বাস্তুতি । কারো বাহ্য না
হিসাতে মহানন্দ হৈলে ।। বাহ্যজ্ঞানানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায় । প্রেম দৃষ্টি বৃষ্টি করি চতুর্দিগে চায় ।। আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব
পণ্ডিত । কদম্বের মালা ঝাট আন হবে রিত ।। বড় প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি । কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ।। কর
জোড় করিয়া রাঘবানন্দ বোলে । কদম্ব পুষ্পের যোগ এবে না হি ফুলে ।। প্রভু বোলে বাড়ি গিয়া চাহ ভাল মতে । কোন খানে বা ফুটিয়াছে
দৈব মতে ।। থাকে কদাচিতে । বাড়ির ভিতর গিয়া চাহেন রাঘব । বিস্মিত হইলা অতি দেখি অনুভব ।। জাম্বিরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল ।
ফুটিয়া আছয়ে অতি অদ্ভুত অতুল ।। কি অপূর্ব পুষ্প শোভে কি অপূর্ব গন্ধ । সে পুষ্প দেখিলে যায় ক্ষয় কর্মবন্ধ ।। দেখিয়া কদম্ব পুষ্প রা
ঘব পণ্ডিত । বাহ্য গেল দূরে হৈলা মহা আনন্দিত ।। আপনা সম্বরি মালা গাথিয়া সত্বরে । আনি দিল নিত্যানন্দ প্রভুর গোচরে ।। কদম্বে
র মালা দেখি নিত্যানন্দ রায় । পরম সন্তোষে তুলি দিলেন গলায় ।। কদম্ব মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব । বিস্মিত হইলা অতি দেখি অনুভব ।।
আর মহা আশ্চর্য হইল সেইক্ষণে । অপূর্ব দনার গন্ধ পায় সর্বজনে ।। দমনক পুষ্পের সুগন্ধি মনোহরে । দশ দিগ ব্যাপ্ত হৈল সকল
মন্দিরে ।। হাসি নিত্যানন্দ বোলে অরে ভাইসব । বোল দেখি কি গন্ধের পাই অনুভব ।। কর জোড় করি সভে লাগিলা কহিতে । অপূর্ব

সোনার গন্ধ পাই চারি ভিতে। সভার বচন শুনি নিত্যানন্দ রায়। কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম লীলায়॥ প্রভু বোলে শুন সভে পরম রহস্য। তোমা
রা সকল হয় জানিবা অবশ্য॥ চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন। লীলাচল হৈতে আজি কৈলা আগমন॥ সর্ব্ব অঙ্গে পাঙ্কে দিব্য দমনক মা
লা। এই বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥ সেই শ্রী অঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধ। চতুর্দ্দিগে পূর্ণ হইয়াছে আনন্দে॥ তোমার সভার নৃত্যে কীর্ত্ত
নে দেখিতে। আপনে আইসে প্রভু লীলাচল হৈতে॥ এতেকে তোমারা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি। নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাশরি॥ নিরবধি শ্রীকৃ

ষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যশে। সভার শরীর পূর্ণ হউক সে রসে॥ এত শুনি হরি বুলি করিয়া হুঙ্কার। সর্ব্বদিগে প্রেম বৃষ্টি করিয়া বিস্তার॥ নি
ত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমদৃষ্টিপাতে। সভেই হইলা ধ্যানে বিস্মৃতি দেহেতে॥ শুন শুন আরে ভাই নিত্যানন্দ শক্তি। যে রূপে দিলেন সর্ব্ব জগ
তেরে ভক্তি॥ যে ভক্তি গোপীগনের কহে ভাগবতে। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥ নিত্যানন্দ বসিয়াছেন সিংহাসনে। সম্মুখে কীর্ত্ত
ন নৃত্যে পারিষদগনে॥ কেহো গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে। পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে॥ কেহো কেহো প্রেমসুখে হুঙ্কার করি

য়া। বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া॥ কেহো বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি। উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ হরি হরি বুলি॥ কেহো গুয়াকে বনে
জায় নড় দিয়া। গাছ পাঁচ ছয় গুয়া একত্র করিয়া॥ হেন সে চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রেমবল। তৃনপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥ অশ্রু কম্প স্ত
ম্ভ স্বেদ পুলক হুঙ্কার। স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহসার॥ শ্রী আনন্দ মূর্চ্ছা আদি যত প্রেম ভাব। ভক্তনীয় যত আছে কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল। হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের কৃপাবল॥ যে দিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়। সেই দিগে হয় জগপ্রেমময়
ণামময়॥

য়াহারে দেখেন শেই প্রেমে মূর্চ্ছা জায়। বস্ত্র না সম্বরে শেধে ভূমে গড়ি জায়॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারে জায়। শাল নিত্যানন্দ প্রভু বলি যাসু
পায়॥ জত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান। শভাতে হইল শর্ব্বশক্তি অধিষ্ঠান॥ শর্ব্বজ্ঞতা বাক্যসিদ্ধি হইল শভার। শভে হইলেন যেন
কন্দর্প আকার॥ শভে জারে পরশ করেন হস্ত দিয়া। শেই হয় বিহ্বল আপনা পাশরিয়া॥ এইমত পানীহাটি গ্রামে তিন মাস। করিলেন
নিত্যানন্দ প্রেমের বিলাস॥ তিন মাস কার বাহ্য নাহিক শরীরে। দেহধর্ম্ম কাহারো তিলার্দ্ধ নাহি স্ফুরে॥ তিন মাস কেহো না করিলেন
আহার। শভে প্রেমসুখে মাত্র দিন্য নাহি আর॥ পানীহাটি গ্রামে যত হইল প্রেমসুখ। চারি বেদে বর্ণিবেন এসব কৌতুক॥ এক দণ্ডে
নিত্যানন্দ করিলেন যত। তাহা বর্ণিবার শক্তি আর কার কত॥ ক্ষনে ক্ষনে আপনে করেন নৃত্য রঙ্গ। চতুর্দ্দিগে লই সব পারিষদ সঙ্গে॥
কখনো বা আপনে বসিয়া বীরাসনে। নাচাএন সকল সেবক জনে জনে॥ একেক সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়। চতুর্দ্দিগে দেখি যেন প্রেমের
সময়॥ মহাঝড়ে পড়ে যেন কদম্বের বন। এইমত প্রেমসুখে পড়ে শর্ব্বজন॥ আপনে যে হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ। শেইমত করিলেন
সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥ নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন। করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ॥ হেন শে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে। শেই কা
ন্দিগতে জেই আইসে দেখিতে। জে সেবকে জখনে জে ইচ্ছা করে মনে। শেই আসিয়া উপসন্ন হয় শেই ক্ষনে॥ এইমত প্রেমসুখে পরানন্দ
বশে। ক্ষনপ্রায় কেহো না জানিল তিন মাসে॥ তবে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কথো দিনে। অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥ ইচ্ছামাত্র
শর্ব্ব অলঙ্কার শেই ক্ষনে। উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে॥ সুবর্ণ রজত মরকত মনোহরে। নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রকারে॥

মনিমুক্তাপ্রবাল পট্ট বস্ত্র মুক্তাহার। সুকৃতি সকলে দিয়া করেন নমস্কার॥ ক্রমুক নির্মান কমোক্ক করিয়া নির্মান। পরিলেন অলঙ্কার
জেন ইন্দ্রতান॥ দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়। পুষ্প করি পরিলেন আনে হেমময়॥ সুবর্ণ মুদ্রিকা রঙ্গে করিয়া বন্ধন। দশ অঙ্গু
লে শোভা করে বিভূষণ॥ কর্ণে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার। মনি মুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্বসার॥ রুদ্রাক্ষ রাগলক্ষ্মী সুবর্ণ
রজিতে। বান্ধি ধাধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে॥ মনিময় কুণ্ডল রতন বিভূষণ। দুই শ্রুতি মূলে দোলে পরম শোভন॥ পাদপদ্মে রজত

নূপুর বিলক্ষণ। তদুপরি মল্ল শোভে জগত মোহন॥ শুক্ল পীত পট্ট নীল বহুবিধ বাস। অপূর্ব্ব শোভা পরিধানের বিলাস॥ মালতি মল্লি
কা দমন কদম্বের মালা। শ্রীঅঙ্গে করয় দোলায়মান লীতমেলা॥ গোরোচনা সহিত চন্দনাদি কগন্ধে। বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছে গো
লেপিয়াছে শ্রীঅঙ্গে॥ শ্রীমস্তকে শোভয় বিবিধ পট্টবাস। তদুপরি নানা রঙ্গে মালার বিলাস॥ প্রসন্ন শ্রীমুখ কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নীরন্তর হরিধ্বনী॥ জেদিগে চাহেন দুই কমল নয়নে। সেই দিগে প্রেম সুখে ভাসে সর্ব্বজনে॥ রজতের প্রায় লোহদ

ণ্ড শোভে করে। অশ্ম ধরিল জেন প্রচণ্ড হলধরে॥ দুইদিগে করিতম্মি সুবর্ণে বন্ধন। নিরবধি লৌহ লোহদণ্ড বিভূষণ॥ পারিশদ সব
পরিলেন অলঙ্কার। অঙ্গদ বলয় শ্রীনূপুর সুহার॥ সিঙ্গা বেত্র বংশী ছান্দ দড়ি গুঞ্জামালা। শাভে ধরিলেন গোপালের অংশকে
লা॥ এইমতে নিত্যানন্দ অনন্ত বলরাম। বিহরে সকল পারিশদগন সঙ্গে॥ তবে প্রভু সর্ব্ব পারিশদগন মেলি। ক্রত্যাহে হেক
রে পায়োষ্ট নকেলি॥ জাহ্নবির দুইকূলে জত আছে গ্রাম। সর্ব্বত্রে ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥ দরশন মাত্র সর্ব্ব জীব প্রেমময়।

1106

নামতত্ত্ব দ্বই নিত্যানন্দ রশাময়।। পাশাস্তিও দেখি লেই মাথফারেস্তুতি। শর্ব্বস্ব দিবারে শেইক্ষনে লয়মতি। নিত্যানন্দ শ্বরূপে পরমশুধী
রে। শতারে ইহুপাদু ষ্ঠী ফিরে এ প্রভুর।। ক্ষিতোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে। ক্ষনেকো নাজায় কৃষ্ণ কীর্ত্তনে।। যেখানেক
রেন নৃত্য কৃষ্ণ শংকীর্ত্তনে। তথাই বিহ্বল হয় শত শত জনে।। গৃহস্তের শিশুসব কিছু নাহি জানে। তাহারাও মহামত্ত বৃক্ষ ধরি টানে।।
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ গেলে উপাড়িয়া। মুনিরে গোপাল বুলি বেড়ায় ধাইয়া।। হেন শে শামর্থ একো শিশুর শরীরে। শতজন ৫২
মিলি ধায় ধরিতে না পারে।। জয় কৃষ্ণ চৈতন্য শ্রী নিত্যানন্দ বুলি। উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ হস্ত আনন্দে হলি।। এইমত নিত্যানন্দ বালক ৫০
জীবন। বিভে বালক রিতে নাগিলেন শিক্ষগন।। মাশেকেও একো শিশু না করে আহার। দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার
।। হইলেন বিভোল শকল ভক্তবৃন্দ। আপনে রক্ষক হেলা প্রভু নিত্যানন্দ।। পুত্র প্রায় যে করি প্রভু শতারে ধরিয়া। করায়েন ভোজন
আপনে হস্ত দিয়া।। কারেও বা বান্ধি রাখেন নিজ পাশে। মারেন বান্ধেন তারা মহানন্দে ভাসে।। এক দিন গদাধর দা ৫০
শের মন্দিরে। আইলেন তান প্রিতক রিবার তরে।। গোপী ভাবে গদাধর দাশ মহাশয়। হইয়াছেন পরম আনন্দ প্রেমময়।। মস্ত ৫২
কে করিয়া গঙ্গাজলের কলশ।। নীরন্তর ডাকেন কে কিনিবে গোরশ।। শ্রীবাল গোপাল মূর্ত্তি তার দেবালয়ে। আছেন পরমনা
বন্যশামুশ্চয়ে।। দেখি বাল গোপালের মূর্ত্তি মনোহর। প্রীতে নিত্যানন্দ নিলেন বক্ষের উপরে।। অনন্ত হৃদয়ে গেলা শ্রীবাল গো
পাল।। শর্ব্বগনে হরিধ্বনি করেণ বিশাল।। হুঙ্কার করয় নিত্যানন্দ মল্লরায়। করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল লীলায়।। ।।

৭

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোশ। শুনি অবধৌত সিংহ পরম শন্তোশ॥ পুন্যবন্ত মাধবের হেন দিব্যধ্বনী। শুনিতে আবিষ্ট হয়
অবধৌতমনি॥ শুক্লাতিল গদাধর দাশ কবিশাদে। দানখণ্ড নৃত্যে অতুক্ত করে মহারঙ্গে॥ গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাশে।
নিরবধি আপনাকে গোপী হেন বাশে॥ দানখণ্ড লীলা শুনি নিত্যানন্দ রায়। যে নৃত্য করেন তাহা বর্ন্ননা না জায়॥ প্রেম ভক্তি বি
কারের যত আছে নাম। শকল প্রকাশী নৃত্যে করে অনুপাম॥ বিদ্যুতের প্রায় নৃত্যে গতির ভঙ্গিমা। কিবা শে অদ্ভুত ভুজ চালন
মহিমা॥ কিবা শে নয়ন ভঙ্গি কি শুন্দর হাশ। কিবা শে অদ্ভুত শব কম্পের বিলাশ॥ একত্র করিয়া দুই চরণ যুগল। শীলো জো
ড়ে জোড়ে লাফ দেন মনোহর॥ যেদিগে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরশে। শেইদিগে স্ত্রীপুরুষে ভাশে প্রেমরশে॥ হেন শোক করেন কৃপা
দৃষ্টি অতিশয়। পরানন্দে দেহস্ফুর্ত্তি কারো না থাকয়॥ যে ভক্তি বাঞ্ছে এ যোগীন্দ্রাদি মুনিগনে। নিত্যানন্দ প্রশাদে তা
হৈপায় শর্ব্বজনে। হস্তি হেন জন না পারে হইলে তিনদিন। চলিতে না পারে শে দুঃখেতে যেন ক্ষীণ॥ একমাশ একশিংহ না করে
আহার। তথাপিও সিংহপ্রায় শব ব্যবহার॥ হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ রায়। তথাপি না বুঝে কেহো চৈতন্য মায়ায়॥ এই মত
একদিন প্রেমানন্দ রশে। গদাধর দাশের মন্দিরে অত্ত বেশে॥ বাহ্য নাহি গদাধর দাশের শরীরে। নিরবধি হরি বুলি
বোলায় শভারে॥ শেইগ্রামে কাজি আছে পরম দুর্ব্বার। কীর্ত্তনের প্রীতি দ্বেশ করএ অপার॥ পরানন্দে মত্ত গদাধর
মহাশয়। নিশাভাগে গেলা শেই কাজির আলয়॥ যে কাজীরে ভয়ে লোক পালায় অন্তরে। নিশাভাগে গেলা শেই কাজীর

১১০৪

মন্দিরে॥ নিরবধি হরিধ্বনী করিতে করিতে। প্রবিষ্ট হইলা আসি কাজির বাড়িতে॥ দেখি মাত্র রহিলা কাজির লোকগনে। কাহারো
বুলিতে কিছু না আইসে বদনে॥ গদাধর বোলে আরে কাজী বেটা কোথা। ঝাট কৃষ্ণ বোল নহে ছিণ্ডো এই মাথা॥ অগ্নী হেন ক্রো
ধে কাজী হইলা বাহির। গদাধর দাস দেখি মাত্র হইলা স্থির॥ কাজী বোলে গদাধর তুমি কেনে এথা। গদাধর বোলয়ে আছএ কৃ
ষ্ণকথা॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি। জগতের মুখে বোলাইলা হরি হরি॥ সবে তুমি মাত্র নাহি লহ হরিনাম। তাহা
বোলাইতে আইলাঙ তোমা স্থান॥ পরম মঙ্গল হরিনাম বোল তুমি। তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥ যদ্যপিও কাজি
মহাহিংসক চরিত। তথাপি না বোলে কিছু হইলা স্তম্ভিত॥ হাসি বোলে কাজি শুন দাস গদাধর। কালি বুলিবাঙ হরি আ
জি যাহ ঘর॥ হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে। গদাধর দাস ভেলা পূর্ণ প্রেমসুখে॥ গদাধর দাস বোলে আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা হরি আপন বদনে॥ আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষনে। জখনে করিলি হরিনামের গ্রহনে॥ এত বুলি পরম
উন্মাদ গদাধর। হাথে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥ কথোক্ষনে আইলেন আপন মন্দিরে। নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাহার শ
রীরে॥ হেনমত গদাধর দাসের মহিমা। চৈতন্য পারিশদ মধ্যে জাহার গননা॥ জে কাজির বাতাস না লয় সাধুজনে। পাই
লেই মাত্র জাতি লয় সেই ক্ষনে॥ হেন জন পাসরিল সর্ব দেহধর্ম। এই মত হয় কৃষ্ণ আবেশের কর্ম॥ সত্য কৃষ্ণ ভাব হয় জাহা
র শরীরে। অগ্নী সর্প ব্যাঘ্র কিছু করিতে পারে তারে॥ ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত যে সব কৃষ্ণ ভাব। গোপীগনে বিদিত যে সব
অনুরাগ॥

ইহি তিত্রশব নিত্যানন্দরায়। দিলেন শকল দ্বীপ গানের কৃপায়॥ অজ্ঞ যাহা হৈতেন নিত্যানন্দের চরণ। যাহার কৃপায় হয় চৈতন্য
স্মরণ॥ তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে যোদিলে। শচীআই দেখি তেহ হৈল হৃষ্টমনে॥ শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ প্রতি। শর্ব্বপা
রিশদগণ কত রিয়া শংহতি॥ তবে আইলেন অগ্র খড়দহ গ্রামে। পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥ খড়দহে আসি নিত্যান
ন্দ মহারায়। নৃত্য করিলেন নৃত্যেক হনে নাজায়॥ পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ। বৃক্ষের উপরে চড়ি ছাড়ে সিংহনাদ॥

ব্যাঘ্র নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে। বাঘ্র দাবাড়ি যাজায় বনের ভিতরে॥ কখনো চড়েন শেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রশা
দে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥ মহা অজগর শর্প করি নিজ কোলে। নির্ভয় চৈতন্যদাস খেলে কতুহলে॥ ব্যাঘ্রের শাহিতে খেলা
খেলেন নির্ভয়। হেন কৃপা করেন অবধৌত মহাশয়॥ সেবক বৎসল প্রভু নিত্যানন্দরায়। হুঙ্কার দন্ত তখন হাঙ্গ তে গুড়ায়॥
চৈতন্যদাসের থালে বৃন্দ্য স্মৃতিশর্ব্বথা। নিরন্তর কহেন আনন্দ মনঃকথা॥ দুই তিন দিন মজি গঙ্গার জলের ভিতরে। থাকেন

কোথাও দুঃখ না থাকে শরীরে॥ যতপ্রায় অলক্ষীত বেশ ব্যবহার। পরম উদ্দাম সিংহ বিক্রম অপার॥ চৈতন্যদাসের অতি ভক্তির
বিকার। কতবা কহি সে পারিভক্তির বিকার॥ শকল অপার॥ যোগ্য চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত। যার ব্যাখ্যা শেত কৃষ্ণ পাইয়ে বেরিত॥
এবে কেহ বোলায় চৈতন্যদাস নাম। স্বপনে না হিক মুখে চৈতন্য গুণ গ্রাম॥ অদ্বৈতের প্রাননাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যার ভক্তি প্রশা
দে শকল লোক ধন্য॥ জয় খড়া অদ্বৈতের সে চৈতন্যের ভক্তি। যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের শর্ব্বশক্তি॥ শাস্ত্রলোক অদ্বৈতের এমহিমা ঘোষে॥

কহে হেথা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাশে ॥ সেত্ত্বছার বোলায়ে চৈতন্যদাশ নাম । সেপাপী ক্লেনে জায় অদ্বৈতের স্থান । এপাপীরে অদ্বৈতের লোক
বোলে জে । আছে তের হৃদয় নাবু ঝেক তুশে ॥ বাঙ্কশৈর নাম জেণ কহি পুনস্তা । এইমত এশব চৈতন্যদাশ্যান ॥ কথোদিন নিত্যানন্দ
শক্তিশ উদ্দেহে । শপ্তগ্রামে আই লেন শর্ব্বগনশাহে ॥ সেই শপ্তগ্রামে আছে শপ্তঋশী স্থান । ত্রিভুবনে বিদিত ত্রিবেনি ঘাট নাম ॥ সেই
গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে শপ্তঋশী সিগন । তপকরি পাইলেন গোবিন্দচরন ॥ তিনদেবী সেই স্থানে একত্র মিলন । জাহ্নবি যমুনা শর শ্বতির শঙ্গ ৫৪

ম ॥ প্রসিদ্ধ ত্রিবেনী ঘাট শকল ভুবনে । শর্ব্বপাপক্ষয় হয় যাহার স্মরনে ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরমউল্লাস । ভক্তশঙ্গে সেই ঘাটে
করিলেন স্নান ॥ উদ্ধারনদত্তভাগ্যবন্তের মন্দিরে । রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেনির তিরে ॥ কায়মন বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ । ভজি ৪২
লেন আক্তে তবে দত্তউদ্ধারন ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার । পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর ॥ জন্মজন্ম উদ্ধারনতা
হার কিঙ্কর । তাকিতেরা দিলা জিহো প্রভুরে অন্তরে ॥ যতেক বনিক শল উদ্ধারন হৈতে । পবিত্র হইলা দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥ বনি ৫২

কতারিতে নিত্যানন্দ অবতার । বনিকেরে দিলা প্রেম ভজনাধিকার ॥ শপ্তগ্রামে প্রতি বনিকের ঘরে ২ । আপনে শ্রী নিত্যানন্দ কীর্ত্তনে ৫৪
বিহরে ॥ বনিক শকল নিত্যানন্দের চরন । শর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া স্মরন ॥ বনিক শভের কৃষ্ণভজন দেখিতে । মনে চমৎকার
পায় শকল জগতে ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার । বনিক অধম মুর্খ জে কৈল পার ॥ শপ্তগ্রামে মহামত্ত নিত্যানন্দরা
য় । গনশাহে শং কীর্ত্তন করেন লীলায় ॥ শপ্তগ্রামে জত হৈল কীর্ত্তন বিহার । শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ন্নিবার ॥ ॥

সর্ব্বজন সুখে রহিলেন নদীয়া নগরে। সেইমত সুখে রহিল শান্তিপুরে।। রাত্রিদিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়। সর্ব্বদিগে দেখি যেন
প্রেমবন্যাময়।। প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তনে বিহরে।। নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে। মনে
চমৎকার পায় সকল জগতে।। আনের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহি যে জবন। তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ।। যবন সভের রূপ আবে
শ দেখিতে। মনে চমৎকার পায় সব্রাহ্মণ সভেতে।। জয় জয় অবধৌত চন্দ্র মহাশয়। জাহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়।। এইমতে স
প্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে। বিহরেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে।। তবে কথো দিনে আইলেন শান্তিপুরে। আদ্বৈত আচার্য্য প্রিয় বিগ্রহে
র ঘরে।। দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ। হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ।। হরি বুলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার। প্রদ
ক্ষিন দণ্ডবৎ করেন অপার।। নিত্যানন্দ স্বরূপো অদ্বৈত করি কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে।। দোহে দোহা দেখি বড়
হইলা বিবশ। জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রশ।। দুহেঁ দোহাঁ ধরি গড়ি জায়েন অঙ্গনে। দুহেঁ চাহেন ধরিবারে দোহাঁর চরণে।। কোটী
সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ। সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ।। তবে দুই প্রভু হৈলা কতক্ষনে স্থীর। রহিলেন এক স্থানে দুই
মহাধীর।। করজোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি। সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি।। তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুনধাম।। সর্ব্বজীব পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু। মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্ম সেতু।। তুমি সে বুঝাহ চৈ
তন্যের প্রেমভক্তি। তুমি সে ধরহ চৈতন্যের সর্ব্ব শক্তি।। ব্রহ্মা শিব নারদাদি ভক্ত নাম জার। তুমি সে পরম উপদেষ্টা সভাকার।।

বিষ্ণুভক্তে শক্তি সিধে তোমা হৈতে। তথাপিহ অভিমান না জন্মে তোমাতে॥ অদোষদরশী তুমি দোষদৃষ্টি শূন্য। তোমারে যে জানে
তার থাকে বহু পুণ্য॥ সর্ব্ব যজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার। অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার॥ যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে। তবে
কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে॥ অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর। সহস্রবদন আদি দেব মহীধর॥ রাক্ষস দলন তুমি শ্রী
লক্ষ্মণ চন্দ্র। তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত॥ মূর্খ নীচ পতিত অধম উদ্ধারিতে। তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥ যে ভক্তি ৫৫
বাঞ্ছে যোগেশ্বর সব মনে। তোমা হৈতে তাহা পাইবেক যে তে জনে॥ কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা। আনন্দ আবেশে পাসরি
লেন আপনা॥ অদ্বৈতের শ্লোকে জাত নিত্যানন্দের প্রভাব। এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ॥ তবে যে কলহ দেখ অন্যোন্যে বাজে। ৫৬
সে আকুল পরানন্দ যদি জানে বুঝে॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবারে শক্তি কার। যাঁর নিত্য ঈশ্বর সঙ্গে বেদনাহি তার॥ হেনমতে দুই প্রভু থাকি ৫৭
মহারঙ্গে। বিহরেন কৃষ্ণকথা আনন্দে প্রসঙ্গে॥ অনেক রহস্য করি অদ্বৈত সহিতে। অশেষ প্রকারে স্তুতি করি প্রীত করি তবে ৫৮
কথো দিনে তথা হৈতে লৈয়া অদ্বৈত সম্মতি। নিত্যানন্দ চলিলেন নবদ্বীপ প্রতি॥ সেইমতে সর্ব্বাগ্রে আইলা আই স্থানে। আসি নমস্কারিলেন আইর
চরণে॥ নিত্যানন্দ স্বরূপেরে দেখি শচী আই। যে আনন্দ পাইলেন তার অন্ত নাহি॥ আই বোলে বাপ তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামী। তোমারে দেখিতে চিন্তা
করিয়াছি আমি॥ মোর চিত্ত বুঝি তুমি আইলা সত্বর। কে তোমা চিনিতে পারে পৃথিবী ভিতর॥ কথোদিন থাক বাপ এই নবদ্বীপে। যেন তোমা
দেখোঁ মুঞি পাপী প্রতি দিনে॥ অনিন্দ্যঃ মিত্রে ইচ্ছা তোমারে দেখিতে। দৈবে তুমি আসিয়াছ ক্ষমিত তারিতে॥ শুনি প্রভু আই বাক্য হাসে

নিত্যানন্দ ।। যেখানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত ।। নিত্যানন্দ বোলে শুন আই বিশ্বমাতা । তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছেঁ এথা ।। মোর ইচ্ছা
তোমা দেখি থাকিম এথায় । রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায় ।। হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাসিয়া । নবদ্বীপে ভ্রমেন আনন্দ যুক্ত হৈ
য়া ।। নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে । শর্ব্ব পারিশদ সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে ।। নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ । হইলেন কীর্ত্তন
আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ।। প্রতি ঘরে ঘরে শর্ব্ব পারিশদ সঙ্গে ।। নিরবধি বিহরেন শংকীর্ত্তন রঙ্গে ।। পরম মোহন শংকীর্ত্তন মল্লবে
শ । দেখিয়া শুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ ।। শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাশ । তদুপরি নানা বর্ণ মালার বিলাশ ।। কণ্ঠে বহু
বিধ মণি মুক্তা স্বর্ণ হার । শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার ।। না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে । সুবর্ণের অঙ্গদ বল
য় শোভে করে ।। গোরোচনা তিলক লেপিত শর্ব্ব অঙ্গ । নিরবধি বাল গোপালের প্রায় রঙ্গ ।। সুবর্ণের লৌহ দণ্ড ধরেন লীলায় ।
সুবর্ণ দশ অঙ্গুলি সুরত্ন মুদ্রিকায় ।। শুক্ল নীল পীত পট্ট বহুবিধ বাশ । পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাশ ।। বেত্র বংশী জুরি কাছে
বদ্ধে শোভে । যার দরশনমাত্র ভকতের লোভে ।। রজত নূপুর শোভা করে শ্রীচরণে । পরম মধুর রাজগজেন্দ্র গমনে ।। যেদিগে চাহেন
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ । সেই দিগে প্রেম রশ হয় মূর্ত্তিমন্ত ।। হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে । আছেন চৈতন্য জন্ম ভূমি নবদ্বী
পে ।। নবদ্বীপ যেমত মথুরা রাজধানি । কত কত লোক আছে অন্ত নাহি জানি ।। হেন শব লোক আছে নিত্যানন্দ দেখি । শর্ব্বম
হাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ।। ব্রাহ্মণ ।। তথি মধ্যে কথো জন দস্যুগণ আছে । শর্ব্ব ধর্ম্ম জায় তার ছায়ার পরশে ।। তাহারা ও

নিত্যানন্দ প্রভুর বুঝহ অভিপ্রায়। কৃষ্ণরসে মত্ত হৈলা অতি অমায়ায়॥ আপনে চৈতন্যচন্দ্র লোক কৈল মোচন॥ নিত্যানন্দ দ্বারে উদ্ধারিল ত্রি-
ভুবন॥ চোর দস্যু অধম পতিত নাম যার। নানা মতে নিত্যানন্দ করিল উদ্ধার॥ শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান। চোর দস্যু
যেন মতে করিল পরিত্রাণ॥ নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণকুমার। তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর॥ যত চোর আছে তার মহা সেনা-
পতি। নাম মাত্র ব্রাহ্মণ সে পরম কুমতি॥ পরবধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে। নিরবধি দস্যুগণ সঙ্গেতে বিহরে॥ নিত্যানন্দ
স্বরূপের অঙ্গে অলঙ্কার। সুবর্ণ প্রবাল মুক্তা মণি দিব্য হার॥ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন। হরিতে হইল দস্যু ব্রাহ্মণে
র মন॥ মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ সঙ্গে। ভ্রমেন তাঁহার ধন হরিবার রঙ্গে॥ অন্তরে পরম দুষ্ট বিপ্র ভাল নয়। জানিলেন
নিত্যানন্দ অনন্ত হৃদয়॥ হিরণ্য পণ্ডিত নামে এক শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। সেহ নবদ্বীপে বৈসে মহা অকিঞ্চন॥ সেই ভাগ্যবন্তের মন্দি-
রে নিত্যানন্দ। থাকেন বিরলে কত লইয়া আনন্দ॥ সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ পরম দুষ্টমতি। লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি॥ আরে
ভাই সভে আর কেনে দুঃখ পাই। চণ্ডিমায় নিধি মিলাইল এক ঠাঞি॥ এই অবধূতের গায় যত অলঙ্কার। সুবর্ণ মুক্তা তাহা ছাড়া বহি
নাহি আর॥ কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি। এক ঠাঞি মিলাইল চণ্ডিমা আনি॥ শূন্য বাড়ি আনে থাকে হিরণ্যের ঘ-
রে। কাটিয়া আনিব এক তিলের ভিতরে॥ চাল খাণ্ডা লইয়া সভে হও সমবায়। আজি গিয়া হানা দিব প্রথম নিশায়॥
এইমত যুক্তি করিলেন দস্যুগণে। সভে নিশা জাগরিক রহিলা গমনে॥ মহাভয়ঙ্কর নিশা চোর দেখ কালে। ৭।

আসিয়া মিলিলা নিত্যানন্দের ভবনে ॥ একস্থানে রহিয়া সকল দেশ্যগনে। আগোচর পাঠাইয়া দিল একজনে ॥ নিত্যানন্দ মহা
প্রভু করেন ভোজন। চতুর্দ্দিগে রহি নাম লয় ভক্তগণ ॥ পরানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ ভক্তগন ॥ কেহো করে সিংহনাদ কেহো বা
গর্জ্জন ॥ এক্সগ করয়ে কেহো পরানন্দরসে ॥ কেহো বাহু তুলি কেহো মহা অট্ট হাসে ॥ হৈহৈ হায় হায় বোলে কতজন। কৃষ্ণা
নন্দে নিদ্রা নাহি সভে অচেতন ॥ তবে আসি কহিলেন দেশ্যগন স্থানে। তাকখায় অবধোত যাগে শঙ্কীর্ত্তনে। দেশ্যগন বো
লে সভে সুতুক খাইয়া। আমারাও বসি তার হানা দিব গিয়া ॥ বসিল সকল দেশ্যগন বৃক্ষমুলে। পরধন পাইবে এইকত
হলে ॥ কেহো বোলে আমার সোনার তাড় বালা। কেহো বোলে আমি নিমু মন্ত্রতার মালা ॥ কেহো বোলে আমি নিব কনক অ
ভরণ। হার সব নিমু মুক্তি বোলে কোনা জন ॥ কেহো বোলে আমি নিমু রুপার নুপুর। সভে এইমন কলা খাপেন বধু
র ॥ কেহো বোলে আমি নিমু কন্ঠ অভরণ। হরি সব নিমু আমি বোলে কোনোজন ॥ হেনই সমত্র নিত্যানন্দের ইচ্ছায়। নি
দ্রা ভগবতী আসি চাপিল সভায় ॥ সেইখানে মাত্রা ঘুমাইয়া দেশ্যগন। সভে হইলেন অতি মহা অচেতন ॥ নিদ্রা বসক
ল দেশ্য হইলা মোহিত। রাত্র পোহাইল তত্ত্ব নাহিক সম্বিত। কাক রবে জাগিলেন সব দেশ্যগণ। রাত্রি নাহি দেখি স
ভে হৈলা দুঃখমন ॥ ধাসে রেসে চাল খাড়া ফেলাইয়া বোনে। সত্বরে চলিলা সব দেশ্যগণ স্থানে। সোধে সব দেশ্যগ
ন সভে স্বর গেলা। সভে হেসভারে গালি পাড়িতে লাগিলা ॥ কেহো বোলে তোকি আগে পড়িলি শুতিয়া। কেহো বোলে তুমি

1116

কোন আছিল জানিয়া ॥ দেশ্য সেনাপতি সে ব্রাহ্মণ দুরাচার । সেবোল যে কলহ করহ কেনে আর ॥ যেহেল সেহেল আজি চাণ্ডর
হইয়ায় । একদিন গেলে কিবা কল জন্মজায় ॥ বুঝিলাও চণ্ডি আমি মোহিল আপনে । ব্রিনি চণ্ডি পুজি গেলাঙ তেকারনে ॥
ভাল করি আজি সাজ মদ্য মাংস দিয়া । চল সাথে একঠাঞি চণ্ডি পুজি গিয়া ॥ এতেকে করিয়া যুক্তি পাপী দেশ্যগন ।
মদ্য মাংস দিয়া সাতে করিল পূজন ॥ আরদিন দেশ্য সব কাটি নানা কাচে । আইলেন বিবছান্দে নানা অস্ত্র সাজে । ৫৭

মহানিশা সর্ব্বলোক আছেন শয়নে । হেনই সমএ আসি বেড়িল দেশ্যগনে ॥ বাড়ির নিকট গিয়া দেশ্যগনা দেখে । চতুর্দ্দিগে অ
নেক পাইকে বাড়ি রাখে ॥ চতুর্দ্দিগে অস্ত্রধারি পদাতিক গন । নিরবধি হরিধ্বনী করেন গ্রহণ ॥ পরম প্রকাণ্ড মুর্ত্তি সাতেই ৫৮
প্রচণ্ড । নানা অস্ত্রধারি সভে পরম প্রচণ্ড ॥ সর্ব্ব দেশ্যগন দেখে তার একজন । মত্ত হস্তি ধরিবারে পারে সেইক্ষণ ॥
সভার গলাতে মালা প্রসাদ চন্দন । চতুর্দ্দিগে হরি হরি করেন গ্রহণ ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আছেন শয়নে । চতুর্দ্দিগে কৃষ্ণ ৫৫

গায় সেই সব জনে ॥ দেখি সর্ব্ব দেশ্যগন হইলা বিস্মিত । বাড়ি ছাড়ি সাতে বসিলেন এক ভিত । সর্ব্ব দেশ্যগন যুক্তি নাগি ৫৭
লাক্করিতে । কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥ কেহো বোলে অবধুত মনেত জানি এল । কাহার পাইক আনি যাছেত
মাঙ্গিঞা ॥ কেহো বোলে ভাই অবধুত বড় জ্ঞানী । মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥ জ্ঞানবান কিবা অব ধোতম
হাসয় । আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয় ॥ একার নোদ দেখি সব পদাতিক গন । মনুষ্যের প্রায় তনা দেখি একজন ॥ ॥

হেনবুঝি এইশবশক্তীর কারন॥ গোশাঞি করিয়া তাঁরে বোলে শর্ব্বজন॥ আর কেহো বোলে তুমি অবোধ জে ভাই॥ হেন প্রায় জেন
বেশে কিশোর গোশাঞি॥ শকল দেশের শেনাপতি শক্রা ক্লেন॥ শোবোলয়ে জানিনাও শকল কারণ॥ জতবড় বড়লোক চারিদিগ
হৈতে॥ শাভে আইশেন এবধুতের দেখিতে॥ কোন দিগ হৈতে কোন বিশ্বাষ নস্কর॥ আসিয়াছে তার পতাতিক বহুতর॥ অ
তএব পদাতিক শকল তার কি॥ তোমাশে কারনে করে হরিহরি জপ॥ এরা না হে জদি পদাতিক আনি থাকে॥ তবে কত দিন এ
ডাইর এইপাকে॥ অতএব চল শাভে আজি ঘরে জাই॥ চাপে চুপে দিন দশ বিশ থাকি ভাই॥ এতবলি শর্ব্ব জৈন্যগন গেলা ঘরে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আনন্দে বিহরে॥ নিত্যানন্দ চরন অভয় জেই জন॥ শর্ব্ববিঘ্ন খণ্ডে তার করিলে স্মরণ॥ হেন নিত্যানন্দ প্র
ভু বিহরে আপনে॥ তাহার করিতে বিঘ্ন পারে কোনো জনে॥ শর্ব্ববিঘ্ন খণ্ডে বিঘ্ননাশ জার দাশ॥ জার অংশ কর্ত্তে জগত বিনাশ॥
জার অংশ কলাতে ত্রিভুবন কম্প হয়॥ হেন প্রভু নিত্যানন্দ কারে তার ভয়॥ শর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বছন্দ কীর্ত্তন॥ স্বছন্দ বিহার
করে শায়ণ ভোজন॥ শর্ব্ব অঙ্গে অমুল্য অমুল্য অলঙ্কার॥ জেন দেখি বলদেব নন্দের কুমার॥ কর্পূর তাম্বুল প্রভু করেণ ভক্ষণ॥
হাশিতে হাশিয়া মোহে জগজন মন॥ অতএব পরমানন্দ হৃত্ত গোষ্ঠী শনে॥ আরবার করিছে পানিহাটি গ্রামে॥ আইলেন নিত্যানন্দ
চন্দ্রের শুনলে॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আছেন শায়নে॥ দৈবে শেই দিনে মহা মেঘ অন্ধকার॥ মহাঘোর রাত্রি নাহি পথের শঞ্চার॥
মহা ভয়ঙ্কর নিশা চোর দেশ গানে॥ দশ পাঁচ অস্ত্র এক জনের শাজনে॥ প্রবিশ্ট হইলা মধ্য বাড়ির ভিতরে॥ শাভেই হইল অন্ধ

দেখিতে না পারে ।। কিছু নাহি দেখে অন্ধ হৈল দেশ্যগণ । শাভেই স্কলা হৈত প্রায় বুদ্ধি মন ।। কেহো গিয়া পড়ে গড় খাইর ভীতরে । জোঁকে পোঁ-
কে ডাশে তারে কামড়িয়া মারে ।। উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে গিয়া কেহো পড়ে । তথাও মরয বিছা পোঁকার কামড়ে ।। কেহো কেহো পড়ে গিয়া কাঁটা-
র ভিতরে । পায়ে [illegible] গায়ে কাঁটা ফুটে নড়িতে না পারে ।। শেই খানে কারো কারো গায়ে আইল জ্বর । শর্ব্ব দেশ্যগন দুঃখ পাইল বি-
স্তর ।। হেন ইশ মধ্যে ইন্দ্র পরম কৌতুকী । করিতে লাগিলা মহা ঝড় বৃষ্টি তথি ।। বিশেষে মরয যার মহা বৃষ্টি ঝড়ে । শীলা বৃষ্টি ৫৮
অঙ্গের উপরে যার পড়ে ।। প্রান নাহি জায় ভাশে দুঃখের শাগরে । বিদ্যুতের শব্দে ত্রাশ কম্প কলেবরে ।। হেন লে পড়য়ে এক মহা কা-
নকনা ।। প্রাণে মৈ হয় শাস্ত পাশরে আপনা ।। মহা ঝড়ে দেশ্যগন ভিতে নিরন্তর । মহা শীতে শভার কম্পিত কলেবর ।। অন্ধ ৫৬
হৈয়াছে কেহো না পায় দেখিতে । মরে দেশ্যগন মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে ।। নিত্যানন্দ দ্রোহে আশিয়াছে জাতি যা । ক্রোধে ইন্দ্র
বিশেষে মারেন কদর্থিয়া ।। কথো ক্ষনে দেশ্য শেনাপতি শেই ব্রাহ্মণ । অলক্ষীতে ভাগ্যে তার হৈল স্মরণ ।। মনে ভাবে বিপ্র ৫৬
নিত্যানন্দ নর নহে । সর্ব্বেশ্বর তিনোঁ লোকে শর্ব্বে কহে ।। একদিন মোহিলেন শভারে নিদ্রায় । তথাপি না বুঝি কেহো তাহার ৫৮
মায়ায় ।। আরদিন অদ্ভুত পদাতিকা নে । দেখাইলেন তভো মোর নহিল স্মরনে ।। মোগ্য মোর পাপীষ্ঠের এশব দুর্গতি ।
ধরিতে প্রভুর ধন জেন কৈল মতি ।। এবে এশঙ্কটে মোরে কে করিবে পার । নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর ।। এত ভাবি বিপ্র
নিত্যানন্দের চরণ । চিন্তিয়া একান্ত ভাবে লইল শরণ ।। করুণা শ্রীরাগ ।। ০ ।। রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপাল । ।

রক্ষাকর প্রভু তুমি সর্ব্বলোকপাল ॥ যেজন আছাড় প্রভু পৃথিবিতে খায় । পুন পৃথিবি সে তার হয়ন সহায় ॥ এইমত যে তোমা
তে অপরাধ করে । সেহ তোমা স্মরণেও সর্ব্বপাপ হরে ॥ তুমি সে জীবের ক্ষেম সর্ব্ব অপরাধ । অপরাধ ক্ষেমি পুন করহ প্রসাদ ॥ ত
থাপি জথাপি মুঞি ব্রহ্মহত্যা গোব্রধি । মোর সম প্রভু আর নাহি অপরাধি ॥ সর্ব্ব অপরাধ জদি তোমার স্মরণে । করিতে হই প্রভু তা
র প্রশেষ বন্দনে ॥ জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ । অন্তে হও প্রভু সেহ তুমি কর পরিত্রাণ ॥ এসঙ্কটে হৈতে প্রভু আজি কর রক্ষা ॥

জদি জিউ তবে প্রভু এই হইল শীক্ষা ॥ জন্মে জন্মে প্রভু তুমি মুঞি তোর দাস । কিবা জিউ কিবা মরোঁ এই মোর আশ ॥ কৃপাময় নিত্যানন্দ চন্দ্র
অবতার । শুনি কবিলেন দেশগনের উদ্ধার ॥ এইমত চিন্তিতে সকল দেশগণ । শুতার হইল দুইচক্ষু বিমোচন ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপে
র সেবন প্রভাবে । ঝড় বৃষ্টী আর কারো দেহে নাহি লাগে ॥ ক্ষণেক্ষণে সুস্থ পাই সব দেশগণ । মৃতপ্রায় শুই সব করিলা গমন ॥ সভে
ঘরে গিয়া সেইমতে দেশগণ । গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সর্ব্বজন ॥ দেশ সেনাপতি বিপ্র কান্দিতে কান্দিতে । নিত্যানন্দ নিকটে

আইলা সেইমতে ॥ বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ । পতিতজনের বন্ধু রিশুভ দৃষ্টীপাত ॥ চতুর্দিগে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি ॥
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধৌতমণি ॥ সেই মহাদেশ বিপ্র হেন সময় । পাড়িলা বাহু তুলি দণ্ডবৎ হয় ॥ আপাদমস্তক পু
লকীত সর্ব্ব অঙ্গ । নিরবধি অশ্রু ধারা বহে মহাকম্প ॥ হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে । বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয় ক্রন্দনে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া । আপনা আপুনি নাচে হর সীত হৈয়া ॥ পাড়িয়া পা নিত্যানন্দ পতীতপাবন । বাহু তুলি এই

মত্তডাকে ঘনে ঘন ॥ দেখি হইলেন সভে পরম বিস্মিত। এমত দেসোর কোনে এমত চরিত ॥ কেহো বোলে মায়া বা করিয়া আসিয়াছে। কোনো
পাক করিয়া বা হানা দেই পাছে ॥ কেহো বোলে নিত্যানন্দ পতীত পাবন। সুনায় ইশ্বর বা ভান কৈল মন ॥ বিপ্রের অনেন্ত প্রেম বিকার
দেখিয়া। জিজ্ঞাসিলা নিত্যানন্দ হরষিত হৈয়া ॥ প্রভু বোলে কহ বিপ্র কি তোমার রিত। বড় তোমার এই অদ্ভুত চরিত। দেখি
লেখু নিলে কিবা কৃষ্ণ অনুভব। কিছু চিন্তা নাই নিশ্চয় কহ সব ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ। কহিতে না পারে কি ৫২
ছু করয় ক্রন্দন ॥ গড়াগড়ি জায় পড়ি সকল অঙ্গনে। হাসে কান্দে গায় নাচে আপনা আপনে। সুস্থির হইল বিপ্র তবে কত
ক্ষনে। কহিতে লাগিলা সব প্রভু বিদ্যমানে ॥ এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার। নাম সে ব্রাহ্মণ ব্যাধ চণ্ডাল আচার ॥ নিরন্তর ৫৪
দুষ্ট সঙ্গে করি ডাকা চুরি। পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি ॥ আমা দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে। কিবা পাপ নাহি হয় আমা
র শরীরে ॥ দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। তাহা হরিবার চিত্ত হইল আমার ॥ এক দিন সাজি সব পদাতি ক্যাণ। হরি তে ৫৬
আইল প্রভু শ্রী অঙ্গের ধন ॥ সেদিন মোহিলা তুমি নিদ্রায় সভারে। তোমার মায়ায় নাহি জানি নিন তোমারে ॥ আর দিন নানা মতে ৫৮
চণ্ডিকা পুজিয়া। আইলাঙ সভা লঞা ত্রিশুল কাটি লয়া ॥ অদ্ভুত মহিমা দেখিল সেই দিনে। সর্ব্ব বাড়ি বেড়ি আছে পদাতিক গণে।
এক পদাতিক যেন মত্ত হস্তি প্রায়। আজানুলম্বিত মালা সভার গলায় ॥ নিরবধি হরি ধ্বনি সভার বদনে। তুমি আছ গৃহে সেই
আনন্দে শয়নে। এহো পাপে স্থির চিত্ত আমা সভাকার। তভো না জানিনু এই মহিমা তোমার ॥ কার পদাতিক আনিয়াছে কোথা হৈতে।

এতশুনি বিপ্রো দিবশ গোঙাইল শেইমতে। তবে একথো দিন গেল কালি আইলাও। আলিযাও মাত্র দুই চক্ষু পাইলাও॥ বাড়িতে প্রবিষ্ঠ হইল
শর্ব্বদেশ্য গনে। অন্ধ হৈয়া পড়িলাও শাতে নানাস্থানে। কাঁটা জোঁক পোঁক ঝড় বৃষ্টি সীনাপাতে। শাতে মরি কারো শক্তি নাহিক
জীইতে। মহাযম জাতনা করিল উপাতাপ। তবে শেষে শাতার হইল ভক্তিযোগ॥ তোমার কৃপায় পাতে তোমার চরণ। হেন মহাপ্রভু
তুমি পতীত পাবণ॥ আমি শব এড়াইল এতেক জাতনা। তোমার স্মরনের ব্রাএ কোন মহিমা॥ যাহার স্মরনে পাও অবিদ্যা বন্ধন। অ
নায়াশে চলি জায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ কহিতে ২ কান্দে বিপ্র উর্দ্ধরায়। হেন কৃপা করে প্রভু অবধৌত রায়॥ শুনি প্রভু শাভার হৈল মহান
ন্দান। ব্রাহ্মনের প্রতি পাতে করে পরনাম॥ বিপ্র বোলে প্রভু মুক্তি হইলুঁ বিদায়। এ দেহ রাখিতে আর মোরে না জুয়ায়॥ যেন মো
রাক্ষ হৈল তোমার হিংশায়। শেই মোর প্রাশ্চিত্ত যে মরিমু গঙ্গায়॥ শুনি অতি থাকে তব বিপ্রের বচন। তুষ্ট হইলেন প্রভু শর্ব্ব ভক্তগণ॥
প্রভু বোলে বিপ্র তুমি ভাগ্যবন্ত বড়। জন্ম জন্ম তুমি কৃষ্ণ কর্ম্ম কর দঢ়॥ নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে। এ প্রকাশ আনেও কি দেখে

ভক্ত বিনে॥ পতিত পাবন হেতু চৈতন্য গোশাঞি। অবতরিয়াছেন ইহাতে অন্য নাঞি॥ শুন বিপ্র যতেক পাতক কৈলি তুঞি। আর
জদি না করিশ শব নিস্তারিমু মুঞি॥ পরহিংশা ডাকা চুরি শব অনাচার। ছাড় গিয়া শব তুমি না করিহ আর॥ ধর্ম্ম পথে গিয়া তুমি
লেহ হরিনাম। তবে তুমি অন্যের করিবে পরিত্রাণ॥ জত চোর দশ্য গন ডাকিয়া আনিঞা। ধর্ম্ম পথে শভারে লয়াও তুমি গি
য়া॥ এত বুলি আপন গলার মালা লৈয়া। ব্রাহ্মনেরে দিলেন আপনে তুষ্ট হৈয়া॥ মহা জয় জয় ধ্বনী হইল তখন। বিপ্রের হইল

1122

হইল সর্ব্ববন্ধ বিমোচন ।। কাকুতি করএ বিপ্র চরণে ধরিয়া । ক্রন্দন করয় বিপ্র ডাকিয়া ডাকিয়া ।। অহে প্রভু নিত্যানন্দ পতিত পাবন ।
আত্মসাৎ করি দেহ চরণে শরণ ।। তোমার হিংসাতে জেন হৈল মোর মতি । মুঞি পাপী পৈর হবে কোন লোকে গতি ।। নিত্যানন্দ
মহাপ্রভু করুণাসাগর । পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর ।। চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ । ক্ষেমিলেন প্রভু তার সকল অপরাধ ।
সেই বিপ্র দ্বারে যত চোরা দেশ্যগণ । ধর্ম্মপথে সেই লৈলেন চৈতন্য শরণ ।। ডাকা চুরি পর হিংসা ছাড়ি দুরাচার । সভে হইলেন অতি

সাধু ব্যবহার ।। সভেই নায়েন তবে নাম লক্ষ লক্ষ । সকলে হইলা হরিনাম মহাদক্ষ ।। অনন্ত অবতারে কে তোমাতে নাহি পায় ।
নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য গুণ গায় ।। যে ব্রাহ্মণে নিত্যানন্দ স্বরূপ না মানে । তাহা বেড়ি যায় সে চোরা দেশ্যগণে ।। যোগেশ্বর
সব বাঞ্ছে যে প্রেম বিকার । যে কম্প যে অশ্রু যে বা পুলক হুঙ্কার ।। চোর ডাকাইত তবে হইল হেন ভক্তি । হেন প্রভু নিত্যা
নন্দ স্বরূপের শক্তি ।। ভজ ভজ ভাই হেন প্রভু নিত্যানন্দ । যাহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র ।। যে শুনয় নিত্যানন্দ প্রভুর আ

খ্যান । তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান ।। দেশ্যগণ মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে । নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিব সেই জনে ।। শ্রীকৃ
ষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান । বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ।। ❀ ।। ❀ ।। ৫ ।। [illegible] ।। [illegible] ।। ❀ ।। ❀ ।।
ভুজিরাগ ।। হেন মতে নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে । বিহরেণ অভয় পরমানন্দ সুখে ।। নিজানন্দে সকল পারিষদ গণ মেলি । কভু
হেথা হেথা করে পানিহাটি কেলি ।। আনা চোর ডালা বড়া ছিয়া দোগাছিয়া ।। গঙ্গার উপারে কতো জায়ণ ফলিয়া ।। বিশেষ সুকৃতি বড়

1123

দোগাছিয়াগ্রাম। নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিশদগণ। নিরবধি শভেই পরমানন্দ মন ॥ কারো কোনো
কর্ম্ম নাহি শংকীর্ত্তন বিনে। শভার গোপালভাব ব্রাচে অবক্ষনে ॥ বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাদ দড়ি গুঞ্জাহার ॥ তাড়খাড়ু গায়ে পায়ে নুপুর
শভার ॥ নিরবধি শভার শরীরে কৃষ্ণভাব। অশ্রুকম্পা পুলক শকল অনুরাগ ॥ শভেঙ্কুন্দ যায়ে যে গণ থাকিলেক মদ্য(?)। নিরবধি
ভেইকারো শংকীর্ত্তন ॥ পাইয়া অভয় স্বামি প্রভু নিত্যানন্দ। নিরবধি কৌতুকে তত্ত্বহৃন্দ(?) ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের দাশের মহিমা।
শতবর্ষ যদি বলি তভো নাহি শীমা ॥ তথাপিহ নাম কহি জানি জার জার। কথামাত্র শ্রবনে তরিয়ে জাশভার ॥ জারশঙ্গে নিত্যা
নন্দ প্রভুর বিহার। শভেনন্দ গোষ্ঠী গোপগোপীঅবতার ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের নিশেধ না গিয়া। শর্ব্বনাম নাহি জিন ব্রিদি(?)
তক্ষরিয়া ॥ পরম পারিশদ রামদাশ মহাশয়। নীরন্তর ঈশ্বর ভাবে তেকথা কয় ॥ যার বাক্য রাষ্ট কেহো না পারে বুঝিতে। নি
রবধি নিত্যানন্দ যার হৃদয়েতে। শভার অধিক তার গুরু রামদাশ। তানদেহে শ্রীকৃষ্ণ আছিলা তিনমাশ ॥ শ্রীদাম করিয়া
জারে ভাগবতে গায়। রামদাশ শেই তার জানিহ নিশ্চয় ॥ প্রশিদ্ধ চৈতন্য দাশ মুরারি পণ্ডিত। জার খেলা মহাশর্প ব্যাঘ্রের শ
হিত ॥ রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। হইলেন আর্দ্দিনন্ত(?) রেবেশ রেবতি ॥ প্রেমভক্তি রশময় গদাধর দাশ। যার দরশনমা
ত্র শর্ব্ব পাপনাশ ॥ প্রেমের শমুদ্র শ্রীশুন্দরানন্দ নাম। নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রানের শমান ॥ পণ্ডিত পরমানন্দ পরম উত্তম।
যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ শঙ্গুধাম(?) ॥ গৌরিদাশ পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান। কায়মনবাক্যে নিত্যানন্দ ধন প্রান ॥ পণ্ডিত পুরুষোত্তম

1124

নবদ্বীপেজন্ম। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাভৃত্যেমর্ম্ম॥ পূর্ব্বেয়ারঘরে নিত্যানন্দেরবসতি। যাহারস্মরনেহয় নিত্যানন্দেরতি। রাঢ়েজন্ম
মহাশয় বিপ্রকৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দ পারিষদ যাহার বিলাস॥ পুরন্দর পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত॥ নিত্যানন্দস্বরূপের স্কন্দঅএকান্ত॥
নিত্যানন্দ জীবণ পরমেশ্বর দাস। যারদেহে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিলাস॥ প্রসিদ্ধকালিয়াকৃষ্ণ দাস ত্রিভুবনে। গৌরচন্দ্রলভ্যহয়
জাহারস্মরনে। শার্দীশীবিকবিরাজমহা ভাগবান। জার পুত্রশ্রীপুরুষোত্তমদাশনাম॥ বাহ্যনাহিপুরুষোত্তমদাশেরশরী

৬১

রে। নিত্যানন্দচন্দ্র জারহৃদয়ে বিহরে॥ উদ্ধারন দত্ত মহাবৈষ্ণবউদার। নিত্যানন্দসেবায় জাহার অধিকার॥ মহেশপণ্ডিতব্রজ
দিপরমমহান্ত। পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত॥ চতুর্ভুজ পণ্ডিতনন্দন গঙ্গাদাশ। পূর্ব্বেজার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাশ॥ ওঝা
চর্য্যে বৈষ্ণবানন্দ পরমউদার। পূর্ব্বেরঘুনাথ পুরী খ্যাতিনামজার॥ প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গোপ্তমহাশয়। পূর্ব্বেজার ঘরে নিত্যান

৫৭

ন্দের আলয়॥ বড়গাছির নিবাসী শুক্লতিকৃষ্ণদাস। যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস॥ ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষন। যা

৫৯

হারশরীরে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥ প্রেমরশে মহামত্তবনরামদাশ। জাহার প্রসাদে সর্ব্বপাপজায়নাশ॥ জহনাখ্যকবিচন্দ্রপ্রেম

৬১

রশময়। নিরন্তর যিনিত্যানন্দ জাহার হৃদয়॥ জাদীনাপণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম। শপার্ষদেজার নিত্যানন্দ ধনপ্রান॥ কৃষ্ণদাস
দেবানন্দ অতিশুদ্ধমতি। মহান্ত আচার্য্য নিত্যানন্দচন্দ্রেরতি॥ গায়নমাধবানন্দ ঘোষামহাশয়। বাসুদেবঘোষাঅতিপ্রে
মরশময়॥ মহাভাগবত জীব পণ্ডিত উদার। পূর্ব্বেজারঘরে নিত্যানন্দের বিহার॥ নিত্যানন্দপ্রিয় মনোহর নারায়ণ।

গ্রন্থ ৮

কৃষ্ণদাশ দেবানন্দ এই চারিজন ॥ জত ভৃত্য নিত্যানন্দ চন্দ্রের শহিত। শতবর্ষে তাহা না পারিব লিখিতে ॥ শহস্র ২ একলেখকের
গন। নিত্যানন্দ কৃপা ও তাহারা গুণধাম ॥ শ্রীচৈতন্য বংশ যাতে পরম উদ্দাম। শতার শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ধন প্রাণ ॥ কিছু মাত্র
আমি লিখি নামজানিবারে। শকল বিদিত হবে বেদব্যাশদ্বারে ॥ শর্ব্বশেষ ভৃত্য তার বৃন্দাবনদাশ। অবশেষ পাত্র নারায়নি গর্ভ
জাত। অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে জার ধ্বনি। চৈতন্য অবশেষ পাত্র নাম নারায়নি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ পহু জান। বৃন্দা
বনদাশ তছু পদযুগে গান ॥ ❀ ॥ ❀ ॥ ৬৭ ॥ ~~~ ॥ ~~~ ॥ ❀ ॥ ❀ ॥ ললিতরাগ ॥ বৃন্দাবন মাঝে জেন করিলেন লিলা।
শেইমত নিত্যানন্দ শ্বরূপের খেলা ॥ অক্রোধ স্বরূপে শর্ব্ব জগতের প্রীতি। নবদ্বীপে জেন শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের রতিমতি ॥ শান্দিপাবিশ
দশর পরম উদ্দাম। নবদ্বীপে ভ্রমেন পরম জ্যোতির্দ্ধাম ॥ অলঙ্কার মালায়ে পূর্ন্নিত কলেবর। শ্রীধরে তাম্বুল শোতে অতিম
নোহর ॥ দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাশ। কেহো শুখ পায় কারো নাজন্মে বিশ্বাশ ॥ শেইনবদ্বীপে এক আছয়ে ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের শাথে পূর্ব্বে তার অধ্যাপন ॥ নিত্যানন্দ শ্বরূপের দেখিয়া বিলাশ। কেহো শুখ পায় কারো নজন্মে বিশ্বাশ ॥ চৈত
ন্য চরনে তার শুদৃঢ় ভকতি। নিত্যানন্দ শ্বরূপের না জানেন শক্তি ॥ দৈবে শেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে। তথাই আছেন কথো
দিন প্রভু স্থলে ॥ প্রতিদিন জায় বিপ্র চৈতন্যের স্থানে। পরম বিশ্বাশ তার প্রভুর চরনে ॥ দৈবে একদিন শেই ব্রাহ্মণ নৃতি
তে। চিন্তে হইশা করিলেন তাহারে জিজ্ঞাশীতে ॥ বিপ্র বোলে প্রভু মোর এক নিবেদন। আছে [illegible] তাহা কহোঁ যদি শোনি

কাদেহমন। নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত। কিছুত না বুঝাঁ আমি কি করেন কিরূপ॥ সন্ন্যাস আশ্রম তার বোলে সর্ব্বজনা। কি
সের তাম্বুল ভোজন করে অনুক্ষণ॥ ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে। সোনা রূপা মুক্তা দেখি কেন কলেবরে। কটি
তে কোপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস। ধরেন চন্দন মালা বিবিধ বিলাস॥ দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে। শূদ্রের আশ্রমে সে থাকা
কেন সর্ব্বক্ষণে। শাস্ত্রমত মুঞি তান না দেখো আচার। এতেকে মোহোর চিত্তে সন্দেহ অপার। বড়লোক বুলি তানে বোলে ৬২
সর্ব্বজনে। কি মর্ম্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে॥ শুনি বিপ্রবাক্য প্রসন্ন হৈল শুভক্ষণে। অমায়ায় প্রভু তবে কহেন তাহানে॥
শুন বিপ্র যদি মহা অধিকারি হয়। তবে তার দোষগুণ কিছু না জন্ময়॥ তথাহি॥ নময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভ
বাগুনা। সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধে পরম পেয়ুষাং॥ পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল। এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপনি
র্ম্মলে। অধিকারি নক্করে তাহার আচার। দুঃখ পায় সেইজন পাপ জন্মে তার। পরমার্থে নিত্যানন্দ দেহে কৃষ্ণচন্দ্র। ৬০
করেও বিহার তারে সদাই আনন্দ॥ রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান। সর্ব্বথা মরয়ে সর্ব্বপুরাণ প্রমান॥ তথাহি॥ ধর্ম্মব্য ৬২
তিক্রম দৃষ্টো ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসং। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যন
ীশ্বর। বিনশ্যত্যাচরন মৌঢ্যাৎ যথাকদ্রো ব্ধিজং বিষং॥ এত না জানিয়া নিন্দা করে তার কর্ম্ম। নিজ দোষে সেই দুঃখ
পায় জন্ম জন্ম। গ রি হিং করে যদি মহা অধিকারি। নিন্দার কি দায় তারে হাসিলেই মরি। ভাগবতে হেতে সে এসব তত্ত্ব জানি।

তাহোয়াদি বৈষ্ণব গুরু কৃষ্ণ পেশুনি ।। মহান্তের আচরনে হাসিলে জেহয় । চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতের এই কথা ।। এককালে রামকৃষ্ণ গেলেন
পড়িতে । বিদ্যা পূর্ণ করি চিত্ত করিল আসিতে । কি দক্ষিনা দিব বলিলেন গুরু প্রতি । তবে পত্নী সহ গুরু করিল যুগতি ।। মৃতপুত্র
মাঙ্গিলেন রামকৃষ্ণ স্থানে । তবে রামকৃষ্ণ গেলা শ্রী যমসদনে ।। আজ্ঞায় ঈশ্বর সর্ব্বকর্ম খুচাইয়া । জমালয় হৈতে পুত্র দি
লেন আনিয়া ।। পরম আশ্চর্য্য শুনি এসব আখ্যান । দেবকী মাঙ্গিল মৃত ছয় পুত্র দান ।। দেবকী দিন রামকৃষ্ণ স্থানে সেথা গিয়া ।
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া ।। শুন শুন রামকৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর । ও সিদ্ধ ই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর ।। সর্ব্ব জগতের পী
তা ও সিদ্ধ ই জন । আমি জানি ও সিদ্ধ ই পরম কারণ ।। জগতের উৎপত্তি স্থিতি পরলয় । জাহার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ।।
তথাপিও পৃথিবীর ভার ঘুচাইতে ভার [?] । হইয়াছ মোর পুত্র রূপ অবতার ।। যমপুর হৈতে জে গুরুর নন্দন । আনি এসে দক্ষিনা
দিলে ও সিদ্ধ ই জন ।। মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হৈতে । বড় চিত্ত মোর তাহা সভারে দেখিতে । কতকাল গুরু পুত্র আছিল মরে
য়া ।। তাহা যে আনিল নিজ শক্তি প্রকাশিয়া ।। এইমত আমার করহ পূর্ণ কাম । আনি দেহ মোর ছয় মৃত পুত্রদান ।। শুনি জননীর
বাক্য কৃষ্ণ সংকর্ষণ । সেইক্ষনে চলিলেন বলির সদন ।। নিজ ইষ্ট দেব দেখি বলি মহারাজ । মগ্ন হইলেন বলি সেন সিন্ধু মাঝ ।।
গৃহ পুত্র দেহ বিত্ত সকল বান্ধব । সেইক্ষনে পাদপদ্মে আনি দিল সব ।। রোমহর্ষ অশ্রুপাত পরম আনন্দে । স্তুতি করে পাদ
পদ্ম ধরি বলি কান্দে ।। জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দ [?] গুণধাম [?] । জয় জয় অনন্ত সংকর্ষণ ।। জয় সাংখ্য যোগাচার্য্য হলধর

1128

নাম।। জয় জয় কৃষ্ণ ভক্তিধন মনপ্রাণ।। যদ্যপিও শুকশাদে দেবর্ষী গাণ। তাহা তার দুর্লভ তোমার দরশন।। তথাপিহ হেন প্রভু
কারুন্য তোমার। অমঙ্গেন অসুরের হও সাক্ষাৎকার।। অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে। দেবর্ষি কহেন ইহা দেখি নম সাক্ষা
তে।। মারিতে যে আইল তোমা লইয়া বিশস্তন। তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠভুবন।। অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদশাস্ত্রে যোগেশ্বরে কেহ না হি পারে।। যোগেশ্বর ঈশ্বর যার মায়া নাহি জানে। অক্রূর পাপী অসুর বা জানিব কেমনে।। ৬৬

শ্রীকৃষ্ণ শঙ্কর মোরে শব্দ লোকনাথ। গৃহ অন্ধকূপে মোর নাহে আনে নাথ।। তোমার দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া। শান্ত
হয়ে বৃক্ষমূলে পড়ি থাকো গিয়া।। তোমার দাসের দাসে মোরে কর দাস। আর যেন চিত্তে মোর কভু নাহে আশ।। রামকৃষ্ণ পা ৬৭
দপদ্ম ধরিয়া হৃদয়। এইমতে স্তুতি করে মুনি মহাশয়।। কৃষ্ণ লোকশীলা লোক দেখে নোদকে। পরি একটি তত্ত্ব ভাগী
রথীকোলে।। হেন পুনি জগৎ বলি গোষ্ঠীর সহিতে। পানকরে শীর ধরি ভাগ্যোদয় হৈতে।। গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কা ৬৮

র।। পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার।। আজ্ঞা কর প্রভু মোরে কিবা আর আপনে। যদি মোর হৃদয়ে কিছু জ্ঞান থাকে মনে।। ৬৯
সেক রাখ প্রভু আজ্ঞা পালন তোমার। শেষ জন হয় বুঝি নিশেষের পার।। শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা। যে নিমি
ত্তে আগমন কহিতে লাগিলা।। প্রভু বোলে শুন শুন বলি মহাশয়। যে নিমিত্ত আইলাঙ তোমার আলয়।। আমার মায়ের
ছয় পুত্র পাপী কংসে। মারিলেক সেই পাপে মরি গেল শেষে।। নিরবধি বিলাপ এ শোক মোর চিত্তে। কান্দে দেবকী

অতিদুঃখীত হইয়া ।। তোমার নিকটে আছে সেই ছয়জন । তাহানির জননীর শান্তোষের কারণ ।। সেসব ব্রহ্মার পুত্র সিদ্ধ দেব
গণ । তাসভার এত দুঃখ শুননয়ে কারণ ।। প্রজাপতি মরিচিয়ে ব্রহ্মার নন্দন । স্বর্ব্বতার পুত্র ছিলা সেই ছয়জন ।। দেবে ব্রহ্মা
কামশরে হইয়া মোহিত । লজ্জা ছাড়ি কন্যা স্তুতি করিলেন চিত ।। তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয়জন । সেই দোষে অধঃপাত
হৈলা সেই ক্ষণ ।। মহান্তের কায়েতে করিয়া উপহাস । অধঃর যোনিতে নইলেন গর্ভবাস ।। হিরন্যকসিপু জাতের জোই
কার । দেবযোনী ছাড়ি যা জন্মিলা তার ঘরে ।। তথাও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন । নানা দুঃখ যাতনায়ে হাইল মরণ ।। ত
বে যোগমায়া হরি আনি বার বার । দেবকীর গর্ভে স্থানি করিল শঙ্কার ।। ব্রহ্মারে দেখে হাসিলেন সেই পাপ হেতে । সেই হেতু
সে দুঃখ পাইলেন নানা মতে ।। জন্ম হেতু অশেষ প্রকার যাতনায় । ভাগিনা মারিল তথাপি সেই কংস রায় ।। দেবকী এসব
পুত্র রহস্য না জানি । আপনার পুত্র বলি তাস ভারে গনি ।। সেই সব পুত্রদির জননীরে দান । এই কার্য্যে লাগি মা আইনাউ
তোমা স্থান ।। দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন । পাঁপ হইতে মুক্ত হইবেক সেইক্ষণ ।। সিদ্ধসব পাইলেন এতেক যাতনা ।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কে কহিবে সীমা ।। যে দুরন্ত তিজন বৈষ্ণবের নিন্দা করে । জন্মে জন্মে নিরবধি সেই দুঃখ পায় রে ।। শুন
বলি এই শিক্ষা করাই তোমারে । কভু জানি নিন্দা পরিহাস কর বৈষ্ণবেরে ।। মোর নাম মোর নাম গ্রহণ যে করে । মোর ভক্ত
নিন্দয় দিতারে বিঘ্ন ধরে ।। মোর ভক্ত প্রতি ভক্তি প্রেম করে যে । নিঃসংশয় নিঃসংশয় মোরে পায় সে ।। তথাহি ।। ০।।

1130

ব্রহ্মপুরাণে। সিদ্ধির্ব্বতি বা নেতি সংশয় হচ্যুতসেবিনাং। নিসংশয়স্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাং॥ মোর ভক্ত না পূজে
মোহোরে পূজে মাত্র। সে দাম্ভিক কভু নহে প্রসাদের পাত্র॥ তথাহি পদ্মপুরাণে। অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি
যঃ। ন তে বিষ্ণু প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাজনাঃ॥ তুমি বলি মোর প্রিয় লোক সর্ব্বথা। অতএব তোমারে কহিল গোপ্য
কথা॥ শুনি প্রভু তত্ত্ববাক্য বলি মহাশয়। অনন্ত আনন্দ মুক্ত হইলা হৃদয়॥ সেইক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞা শীরে ধরি। ৬৪
মাতা আগে দিলেন আনি যত্ন স্বীকার করি॥ তবে রাম কৃষ্ণ অগ্রে দেখে ছয় জন। জননীরে আনিয়া দিলেন সেইক্ষণ॥ মৃতপু
ত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে। স্নেহে স্তন দিলেন সাতারে ততক্ষণে॥ ঈশ্বরের অবশেষ স্তন করি পান। সেইক্ষণে সভা ৬২
র জন্মিল দিব্যজ্ঞান॥ দণ্ডবৎ করি সাতে কৃষ্ণ রামের চরণে। পড়িলেন সাক্ষাতে দেখে সর্ব্বজনে॥ তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টে সভা
রে চাহিয়া। বলিতে লাগিলা প্রভু সদয় হইয়া॥ চল চল দেবগণ চল নিজবাস। মহান্তেরে পাছে আর কর উপহাস॥ ঈশ্ব ৬২
রের শক্তি ব্রহ্মা ঈশ্বর সমান। মন্দ কর্ম্ম করিলেহ মঙ্গল হেতান॥ তাহারে হাসিয়া পাইলে এতেক যাতনা। কেন বু হিনা হে ৬৪
আর কর হেন কামনা॥ ব্রহ্মার স্থানে গিয়া মাগিলেহ অপরাধ। তবে সে ভচিত্তে পুন পাইবে প্রসাদ॥ ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি
সেই ছয় জন। পরম আদরে ব্রহ্মার বিদায় হইল॥ পিতা মাতা রাম কৃষ্ণ পায় নমস্করি। পরম আনন্দে তারা গেলা নিজ
পুরী॥ কহিলাঙ এই বিপ্র ভাগবত কথা। নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়িহ সর্ব্বথা॥ নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী।

চৈঃ ৭

অল্পভাগ্যেতাহারেজানিতেনাহিপারি ।।অলৌকিকচেষ্টাযারবেদেনিয়াজতান ।তাহাতেওআদরকরিলেপায়এান ।। তানঅনাচারবিধি
নিষেধেরপার ।তাহানেজানিতেশক্তিআছয়েকাহার ।।নাবুঝিয়েনিন্দেতানচরিত্রঅগাধ ।পাইয়াওবিষ্ণুভক্তিতানহয়বাদ ।।চল
বিপ্রশীঘ্রতুমিনবদ্বীপেযাহ ।এইকথাগিয়াতুমিশচীরেবুঝাহ ।।পাছেতানকেহোকিছুকোনকোপেনিন্দাকরে ।তবেআরতা
রেরক্ষানাহিয়মঘরে ।। যেতাহানপ্রীতিকরেসেকরেআমারে ।শাস্ত্রেশাস্ত্রেশয়েবিপ্রকহিলতোমারে ।। মদিরাযবনীযদিনিত্যা
নন্দধরে ।তথাপিব্রহ্মারবন্দ্যগৌরচন্দ্রবলে ।। অথশ্লোক ।। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোক্তিঃ ।।গৃহ্নীয়াদ্যবনীপাণিং বিশেদ্বাশৌণ্ডিকা
লয়ে ।তথাপিব্রহ্মণোবন্দ্যোনিত্যানন্দপাদাম্বুজং ।।শুনিএইপ্রভুরআজ্ঞাসেইশ্লোক ।। পরমআনন্দযুক্তহইলেন
মনে ।। নিত্যানন্দপ্রতিবড়জন্মিলবিশ্বাস ।তবেবিপ্রআইলেননবদ্বীপেবাস ।। সর্বাগ্রেআইলানিত্যানন্দেরসমীপে ।দণ্ড
বৎনতিস্তুতিকৈলাভক্তিরূপে ।।থাকিতেবাইক্ষহিলেননিজঅপরাধ ।প্রভুওক্ষমিয়াতানেকরিলাপ্রসাদ ।।হেননিত্যানন্দস্ব
রূপেরব্যবহার ।।বেদগুহ্যলোকবাহ্যযাহারআচার ।।পরমার্থেনিত্যানন্দপরমযোগেন্দ্র ।যারেকহিআদিদেবধরণীধ
রেন্দ্র ।।সহস্রবদনঅনন্তযেনবক্ষকলেবর ।চৈতন্যেরকৃপাবিনেজানিতেদুষ্কর ।।কেহোবোলেনিত্যানন্দযেনবলরাম ।কেহো
বোলেচৈতন্যেরবড়প্রিয়ধাম ।।কেহোবোলেমহাতেজীযংশঅধিকারী ।কেহোবোলেকোনরূপবুঝিতেনাপারি ।।কিবা
জীবনিত্যানন্দকিবাভক্তজ্ঞানী ।যারযেনমতইচ্ছানাবোলয়েকেনি ।। যেমোদোরপ্রভুজন্মজন্মআমিদাস ।শতার

1132

রে লোমোর এই অভিলাষ ॥ এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ শীরের উপরে ॥ হেন দিন হৈব কী চৈতন্য নিত্যা-
নন্দ। দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিগে ভক্তবৃন্দ ॥ জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র। দিলাও নীলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥ তথাপি
স্বরূপ কৃপা কর গৌর হরি। নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাশরি ॥ যথায় যথায় তুমি দুই কর অবতার। তথায় তথায় দাস্যে মো-
রে হউ অধিকার ॥ শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুঁ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ❀ ॥ ❀ ॥ ৭ ॥ ❀ ॥ ৭ ॥ ৬৫

মঙ্গল ॥ জয় জয় শ্রী বৈকুণ্ঠ নাথ গৌরচন্দ্র। জয় জয় শ্রী প্রেম বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ জয় জয় শ্রী অদ্বৈত শ্রীবাস প্রীয় ধাম।
জয় গদাধর শ্রী জগদানন্দ প্রাণ ॥ জয় বক্রেশ্বর পরমানন্দ পুরীর জীবন ॥ জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণ ধন ॥ জয় পুণ্ডরিক বিদ্যা- ৬৩
নিধি মনোহর। জয় ভাব বক্তা জয় শ্রী বক্রেশ্বর ॥ জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ। জীব প্রতি কর গৌর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
হেন মতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ পুরে। বিহরেণ প্রেমভক্তি আনন্দ সাগরে ॥ নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেণ কীর্তন। কৃষ্ণ কথা মত্ত হৈল সর্ব- ৬৩
বজীবন ॥ গোপ শিশু গণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে। যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল নগরে ॥ নিরবধি গোপনের আনন্দ প্রকাশী। কীর্তন ক- ৬৫
রেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥ ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ চন্দ্র ভগবান। গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥ আই স্থানে করিলেন সন্তোষে
বিদায়। নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায় ॥ পরম বিহ্বল পারিষদ গণ সঙ্গে। আইলেন শ্রী চৈতন্য নাম গুণ রঙ্গে ॥ হুঙ্কার গর্জন
হয় আনন্দ ক্রন্দন। চতুর্দিগে করে সব পারিষদগণ ॥ এই মত সর্ব পথে প্রেমানন্দ রসে। আইলেন নীলাচলে কথো কদীবসে ॥

অন্ত্য ৯

1133

কমলপ্রেতআসিয়প্রশাদদেখিয়া ।। পড়িলেননিত্যানন্দমুর্চ্ছিতহইয়া ।। নিরবধিনয়নেরবহেপ্রেমধার । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবলিকেবোলেহু
ঙ্কার ।। আসিয়ারহিলাএকপুষ্পের উদ্যানে ।। কেবুকে তাহার ইচ্ছা গৌরচন্দ্র বিনে ।। নিত্যানন্দ বিজয় জানিঞা গৌরচন্দ্র । একেশ্বর
আইলেনছাড়ি ভক্তবৃন্দ ।। যেইনানন্দে যেখানে আছয় নিত্যানন্দ । সেইখানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র ।। প্রভু আসি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যা
নপর । প্রদক্ষিণকরিতে লাগিলা বহুতর ।। শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া । দণ্ডবৎ করে বহু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ।। শ্রীমুখের শ্লো

ক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি ।। যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে রতি ।। অথ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্য শ্লোক ।। গৃহ্নীয়াদ্যবনীপাণিং বিশেশ শৌণ্ডি
কালয়ং । তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যো নিত্যানন্দপদাম্বুজঃ ।। মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ । তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বোলে গৌ
রচন্দ্র ।। এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি । নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ।। নিত্যানন্দস্বরূপ জানিলা সেইক্ষণে । উঠিলেন
হরিবুলি পরমসম্ভ্রমে ।। দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন । যে আনন্দ হইল তাহা না জায় বর্ণন ।। হরিবুলি সিংহনাদ লাগিলা

করিতে । প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ।। দুইজন প্রদক্ষিণ করেন দোঁহারে । দোঁহার দুই জোড় হস্ত দোঁহে স্তুতি করে ।। ক্ষণে দুই
জনে করে প্রেম আলিঙ্গন ।। ক্ষণে গলা ধরি কান্দে আনন্দে ক্রন্দন ।। পরম আনন্দে গড়ি জায় দুইজন । মহামত্ত সিংহ জিনি দোঁহার গ
র্জ্জন ।। কি অদ্ভুত প্রীত সে করেন দুইজনে । পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।। দুইজনে শ্লোক পড়ি বন্দেন দোঁহারে । দো
হারে দোঁহে জোড় হস্তে নমস্কারে ।। অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক বৈবর্ণ্য । বিষ্ণুভক্তি বিকারের জত আছে মর্ম ।। ইহার [illegible]
বিগ্রহে অনন্তাদি ।

শ্রীবক্রেশ্বর রায়েন চৈতন্য গোসাঞি ৷৷ কি অদ্ভুত প্রেমসুখ হইল প্রকাশ ৷ নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত দাস ৷৷ তবে কত ক্ষণে প্রভু জোড়
হস্ত করি ৷৷ নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ৷৷ নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত ৷ শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত ৷৷ যে
তকিছু তোমার অঙ্গের অলঙ্কার ৷ নববিধ ভক্তি বহি কিছু নাহি আর ৷৷ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক হুঙ্কারাদি রূপে ৷ নিরবধি তু
মি ধরিয়াছ নিজ সুখে ৷৷ নীচ জাতি অধম পতিত জত জন ৷ তোমা হৈতে সভার হইব বিমোচন ৷৷ যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিকের ৬৬
তরে ৷ তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ৷৷ নীচ জাতি অধম আদি যত আছে ৷ তোমার প্রসাদে তারা ভক্তিতে নাহি নাচে ৷৷ স্বতন্ত্র করিয়া বে
দে যে কৃষ্ণ বেচে কয় ৷ হেন কৃষ্ণ সংসারে তুমি কর বিক্রয় ৷৷ তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার ৷ তুমি মূর্তিমন্ত কৃষ্ণরস অবতার ৷৷ ৬৪
বাহ্য নাহি জান তুমি পরানন্দ সুখে ৷ অহর্নিশি কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ৷৷ কৃষ্ণ শুন তোমার হৃদয়ে নিরন্তর ৷ তোমার বিগ্রহে
কৃষ্ণ বিলাসের ঘর ৷৷ অতএব তোমারে জে জন প্রীতি করে ৷ সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে কভু নাহি ছাড়ে ৷৷ তবে কত ক্ষণে নিত্যানন্দ মহা ৬৪
শয় ৷ বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ৷৷ প্রভু তুমি সে আমার রক্ষক সম্প্রতি ৷ সে তোমার বাহ্য সর্ব ভক্তের প্রতীতি ৷৷ প্রদক্ষিণ ৬৬
কর কিবা কর নমস্কার ৷ কিবা রাখ কিবা মার যে ইচ্ছা তোমার ৷৷ কোন বা কৌতুক প্রভু আছে তোমা স্থানে ৷ কিবা নাহি দেখ তুমি
দিব্য নয়নে ৷৷ মনপ্রাণ সভার ঈশ্বর প্রভু তুমি ৷ তুমি যে করাও সেই রূপ করি আমি ৷৷ আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলা ৷
আপনেই ঘুচাইয়া একলা করিলা ৷৷ তাড় খাড়ু বেত্র শিঙ্গা ছান্দ দড়ি ৷ ইহা সে ধরিল আমি মুনিধর্ম ছাড়ি ৷৷ আচার্যাদি তোমার জতেক

প্রয়োজন ৷ সে তারে দিলা স্বপ্রভক্তি আচরণ ॥ মুনিধর্ম্ম ছাড়াই সাক্ষি দিলে আমারে ৷ ব্যবহারিজনে দেখি সভে নিন্দা করে ॥ তোমার নর্ত্তক
আমি নাচাও যে রূপে ৷ সেই রূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥ কি নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমান ৷ বৃক্ষদ্বারে জগদিক সে তোমার নাম ॥
প্রভু বোলে তোমার অঙ্গে যত অলঙ্কার ৷ নববিধা ভক্তি বিনা নাহি দেখি আর ॥ শ্রবন কীর্ত্তন স্মরণাদি নমস্কার ৷ এই সে তোমার সর্ব্বকাল
অলঙ্কার ॥ নাগ বিভূষণ যেন করে শঙ্করে ৷ তাহা না কি বুঝিবারে অন্য জন পারে ॥ পরমার্থে মহাপ্রভু অনন্ত জীবন ৷ নাগ হনে অনন্ত
ধরেন সর্ব্বক্ষণ ॥ না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ ৷ পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি তান হয় বাদ ॥ সম্প্রতি তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে ৷ আন নাহি
দেখো আমি কি কায বাস্থা মনে ॥ নন্দগোষ্ঠীরস ভুমি বৃন্দাবন সুখে ৷ ধরিয়াছ অলঙ্কার চিত্তের কৌতুকে ॥ ইহা দেখি জে সুকৃতি চিত্তে পায়
সুখ ৷ অবশ্য দেখিব সেই শ্রীকৃষ্ণের মুখ ॥ বেত্র বংশী হার গুঞ্জা সিঙ্গা মাল্য গন্ধ ৷ সর্ব্বকাল এই রূপে তোমার শ্রীঅঙ্গ ॥ জতেক বালক দেখি
তোমার সংহতি ৷ শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোর মতি ॥ বৃন্দাবন ক্রীড়ার জতেক শিশুগণ ৷ সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন ॥ সেই ভাব সেই
কান্তি সেই সব শক্তি ৷ সর্ব্ব দেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী ভক্তি ॥ এতেকে যে তোমারে তোমার সেবা করে ৷ যেন ব্রজ প্রীতে (?) কৃষ্ণ সে করে আমারে ॥
স্বানুভাবানন্দে দুই মুকুন্দ অনন্ত ৷ কি রূপে কহো কে বা জানে তার অন্ত ॥ ক্ষণেকে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া ৷ বসিলেন দুই জন পুষ্পে (?)
রবনে গিয়া ॥ ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হয় কি বা কথা ৷ বেদে সে ইহার তত্ত্ব না জানে সর্ব্বথা ॥ নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখনে দেখা হয় ৷ প্রায়
আর কেহো না থাকয় সে সময় ॥ কি কারণে আনন্দ বিগ্রহ দুইজন ৷ প্রভুর ইচ্ছায় কেহো না থাকে তখন ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপো প্রভুর তত্ত্ব
জানি ৷ একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসীমনি ॥ আপনারে প্রভু জেন নাকরেন ব্যক্ত ৷ এই মত শুক্লাম্বর (?) নিত্যানন্দ তত্ত্ব ॥ সুকোমল হরি

1136

জ্ঞেয় ঈশ্বর হৃদয়। বেদশাস্ত্রে কৃষ্ণ আশীর্বেশ এই কয়॥ না বুঝি না জানি মাত্র শতে গায় গাথা। লক্ষ্মীর এই শোভা বাক্ত অনেক কি কথা॥
এই মত ভাল বলে চৈতন্য গোসাঞি। এক কথা না কহে এক জন ঠাঞি॥ হেন শেষ তাহা নব রঙ্গ শাস্ত্রেই মানেন। আমার অধিক প্রীত কা
মৌনাবাশেষ॥ আমারে শেক কহে শকল গোপ্য কথা। মনিধর্ম্ম করি ঈশ্বর ভজিব শর্ব্বথা॥ বেধরং শি বহা অঙ্গ [illegible] ছান্দ দড়ি।
ইহারা ধরেন কেনে মনিধর্ম্ম ছাড়ি॥ কে হো বোলে মুনিধর্ম্ম অনেক প্রকার। বৃন্দাবনে গোপীক্রীড়া অধিক শভার॥ গোপগোপী ৬৭
ভক্তি শব তপশ্যার ফল। জাহারা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ আদি ঈশ্বর শকল॥ অতি রূপা পাএ শে গোকুল ভাব পায়। যে ভক্তি বলেন প্রভু শ্রীই
ক্ষ্ণ রায়॥ তথাহি॥ বন্দে নন্দব্রজ স্ত্রীনাং পাদরেনু মভিক্ষ্ণশ। য়াশাং হরি কথোদ্গীতং পুনাতি ভুবন এয়ং॥ এই মত যেবে
ধবে করেণ বিচার। শর্ব্বমহী গৌরচন্দ্র করেণ স্বীকার॥ অনেকোনে বাশয়ে যেবা আনন্দ ইর্ষ্যায়। হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৬৫
রায়॥ ঈশ্বরের রূপামাত্র শতে আনন্দে বিহ্বল। কখন কখন রাজ আনন্দ কন্দল॥ ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ হেয়া। অন্য ঈশ্ব ৬৫
রেরে নিন্দে শেই অভাগিয়া॥ ঈশ্বরের অভীষ্ট শকল ভক্তগণ। দেহেণ যে হেণ বাহু অঙ্গুলি চরণ॥ শ্রীভাগবতে॥ যথোমা ৬৭
জ্ঞানখানি শিশুপালারে শুদ্ধচিত্ত। পারক্য বুদ্ধ কুকতে এবং গুতেশ্চ মতপর॥ তথাপিও শর্ব্ব বৈষ্ণবের এই কথা। শভার ঈ
শ্বর প্রভু চৈতন্য শর্ব্বথা॥ নিয়ন্তা পালেন স্রষ্টা শর্ব্বদেশ ভব। শাতে মিলি এই [illegible] মাত্র গায়েণ মহত্ব॥ আরি ভাব হইতে
যে দেশ কল শরীরে। তাপ তার অবশ্য যে ভক্তি ফল ধারে॥ শর্ব্বশ্লাত্য শর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে। অপরাধ শাস্তিতে কারণ
অনমনে॥ ইহ্নিমধ্যে শকাল বিশেষ দহ প্রিতি। নিত্যানন্দ অদ্বৈতেরে না ছাড়েণ কতি॥ কোটি অলৌকিক যদি এদ্বহ করেণ।

1137

তথাপিও গৌরচন্দ্র কিছু না বোলেন ।। এই মত কথোক্ষণ পরানন্দ করি । আবেশে চন্দ্রশঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ।। তবে নিত্যানন্দ স্থানে কৈ
য়া বিদায় । বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ।। নিত্যানন্দ প্রভু ও পরম হর্ষ মনে । আনন্দে চলিলা জগন্নাথ দরশনে ।। নিত্যানন্দ চৈ
তন্যে যে হৈল দরশন । যাহার শ্রবণে সর্ব্ব পাপ বিমোচন ।। জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায় । আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যা
য় ।। আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর উপরে । শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ।। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দর্শন । সভা দেখি নিত্যা
নন্দ করেন ক্রন্দন ।। সভার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিঞা ।। পুনঃ পুন দেন সভে প্রভাব দেখিয়া ।। নিত্যানন্দ দেখি যত জগ
ন্নাথ দাস । সভার জন্মিল অতি পরম উল্লাস ।। যে রূপ নাচিলে সে দেখিল সে কারো চাকি ও । সভে কহেন এই কৃষ্ণ চৈতন্যের
ভাই ।। নিত্যানন্দ শ্রীকপোল সভারে করি কোলে । সিঞ্চিলেন সভার অঙ্গ নয়নের জলে ।। তবে জগন্নাথ দেখি বড় হর্ষ মনে । আনন্দে
চলিলা গদাধর দরশনে ।। নিত্যানন্দ গদাধর যে প্রীতি অন্তরে । তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে ঈশ্বরে ।। গদাধর ভবনে মোহন গোপীনা
থ । আছেন যেমত নন্দকুমার সাক্ষাত ।। আপনে চৈতন্য তাঁরে করিয়াছে কোলে । পরম পাষাণ দ্রবে বিগ্রহ দেখি গলে ।। দেখিলে
সকল মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা । নিত্যানন্দ আনন্দে ধাঙ্গর নাহি সীমা ।। নিত্যানন্দ বিজয় জানিঞা গদাধর । ভাগবত পাঠ ছাড়ি আই
লা সত্বর ।। দোঁহে মাথ দেখিয়া দোহার শ্রীবদন ।। গদাধর লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ।। অন্যোন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার । অন্যোন্যে
দোঁহে বোলে মহিমা দোহার ।। দোঁহে বোলে আজি দেখিলাম নির্ম্মল লোচন । সফল হইল দোঁহার জন্ম জীবন ।। বাহ্যজ্ঞান নাহি দুহে

প্রভুর শরীরে। দুই প্রভু ভাসে নাকি আনন্দ সাগরে॥ হেন মোহ হইল প্রেম ভক্তির বিলাস। দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সর্ব্ব দাস॥ কিবা
প্রভু প্রীত নিত্যানন্দ গদাধরে। একের প্রীতে আরে সম্ভাষা নাহি করে॥ গদাধর দেবের সঙ্কল্প এই রূপ। নিত্যানন্দ নিন্দকের
না দেখেন মুখ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রীত তার নাহি। দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞি॥ তবে দুই প্রভু স্থির হৈয়া এক
স্থানে। বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল শুনি কীর্ত্তনে॥ তবে গদাধর দেব নিত্যানন্দ প্রতি। নিমন্ত্রণ করিলেন আজি ভিক্ষা ইথি॥ নিত্যান

ন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে। এক মোন চাউল আনিয়াছেন গৌড় হনে॥ অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেব যোগ্য সর্ব্ব মতে। গোপীনাথ
লাগি আনিয়াছেন গৌড় হৈতে॥ আর এক খানি বস্ত্র রঙ্গিল সুন্দর। দুই আনি দিল গদাধরের গোচর॥ গদাধর এত তণ্ডুল করি
যা রন্ধন। শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥ তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত গোসাঞি। নয়নেত এমত তণ্ডুল দেখি নাই॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া। আনিয়া আছেন গোপীনাথের লাগিয়া॥ লক্ষ্মী মাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।

কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা তবে ভক্তগণ॥ আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর। রন্ধনেতে আইলা গোপীনাথের গোচর॥
দিব্য রঙ্গ বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে। দিলেন দেখিয়া যাশোতা ভাসে আনন্দে॥ তবে রন্ধনের সজ্জ করিতে লাগিলা।
আপনে টোটায় শাক তুলিতে চলিলা॥ কেহো নাহি রোয়ে দৈবে হইয়াছে শাক। তাহা তুলি আনি এক করিলা এক পাক। তেন্তু
লি পত্রের বিক্রের জত পত্র সুকোমল। তাহা আনি বাটিয়া তা দিলেন সকল॥ তারে এক বটা লুণ করিয়া আম্লনাম। রন্ধন ক

রিল গদাধর ভগবান ।। গোপীনাথ অগ্রে গিয়া ভোগ লাগাইয়া । হেনকালে গৌরচন্দ্র মিলিলা আসিয়া ।। প্রসন্ন শ্রীমুখে হরে কৃ
ষ্ণ কৃষ্ণ বলি । বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র দণ্ড হলি ।। গদাধর গদাধর ডাকে গৌরচন্দ্র । সংভ্রমে বন্দিলা গদাধর পদদ্বন্দ্ব ।। হাসিয়া
বোলেন প্রভু শুন গদাধর । আমি কি না হয়ে [illegible]নিমন্ত্রণের ভিতর ।। আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নহি । না দিলেও তোমারা
বলে কোচি খাই ।। নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ । তোমার রন্ধন মোর ইথে আছে সাধ ।। কৃপাবাক্য শুনি নিত্যানন্দ

গদাধর । পরম সন্তোষে পূর্ণ হৈল কলেবর ।। সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব গদাধর । থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর ।। সর্ব
দিক ব্যাপিলেক অন্নের সুগন্ধে । ভক্তি করি পুনঃ পুনঃ প্রভু অন্ন বন্দে ।। প্রভু বোলে তিন ভাগ সমান করিয়া । অন্ন লৈয়া
তিন জনে একত্র হৈয়া ।। নিত্যানন্দ স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে । বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ।। দুই প্রভু ভোজন করেন
দুই পাশে । পরম সন্তোষে অনন্ত পুনঃ প্রশংসে ।। প্রভু বোলে এ অন্নের গন্ধেও সর্বথা । কৃষ্ণভক্তি হয় ইথি নাহিক অন্য

থা ।। গদাধর কি তোমার মনোহর পাক । আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক ।। গদাধর কি বিচিত্র তোমার রন্ধন । তেঁতুলি পত্রে
র কর এমত ব্যঞ্জন ।। বুঝিলাঙ বৈকুণ্ঠের রন্ধন কর তুমি । তবে তার আপনারে প্রকাশ না কেনি ।। এইমত মহানন্দে হাস্য
পরিহাসে । ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে ।। এ তিন জনের প্রীত প্রতি লেখ মানে । গৌরচন্দ্র মাটে নাহি কহে কোনো স্থা
নে ।। কথক্ষণে অবশেষ করিয়া ভোজন । চলিলেন প্রভু লুটিলেন ভক্তগণ ।। এ আনন্দ ভোজন যে পড়ে বা যে শুনে । ।

1170

কৃষ্ণভক্তিকৃষ্ণপায়শেইশবজনে। গদাধর শুদ্ধ দৃষ্টী করেণ জাহারে। শেইশে জানয়ে নিত্যানন্দস্বরূপেরে॥ নিত্যানন্দস্বরূ
পেরে প্রীতি যার নাহিক। দেখা নাহি দেন তারে পণ্ডিত গোশাঞি॥ নিত্যানন্দস্বরূপে জার প্রীত নাহি মনে। নও জায়েণ গদাধ
র জানে শেই জনে। হেনমতে নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলে। রহিলেন গৌরচন্দ্র শঙ্গেও হলে॥ তিনজন একত্র থাকয়ে নীরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর॥ জগন্নাথ একত্রে দেখেণ তিনজনে। আনন্দে বিহ্বোল মাত্র শাত্তে শঙ্কীর্ত্তনে। প্রীতে

অন্তি নিত্যানন্দচান্দ পর্য্যন্ত গান। বৃন্দাবনদাশ তচ্ছু পদদ্বয়ে গান॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ৮ ॥ ॥ ॥
শ্রীরাগ॥ এবে শুন বৈষ্ণব শভার আগমন। আচার্য্য গোশাঞি আদি জত প্রিয়গণ॥ শ্রীরথজাত্রা আশি মিলিল শময়। নীলা
চলে ভক্তগোষ্ঠী করিল বিজয়॥ ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিবর২ সবে বর২সরে। শুভে জ্যাশিবার রথজাত্রা দেখিবারে॥ আচার্য্য গো
শাঞি অগ্রে করি ভক্তগণ। শভে নীলাচল প্রতি করিল গমন॥ চলিলেন চান্দের পণ্ডিত শ্রীনিবাশ। জাহার মন্দিরে হৈল চৈ

তন্য প্রকাশ॥ চলিলা আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর। দেবীভাবে জার ঘরে নাচিলা ঈশ্বর॥ চলিলেন হরিদাশ পণ্ডিত গঙ্গাদাশ।
জাহার স্মরণে হয় কর্ম্মবন্ধ নাশ॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে। উচ্চস্বরে জারে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে॥ চলিলা
আনন্দে পণ্ডিত বক্রেশ্বর। জেনাচিতে কীর্ত্তনী যাথা গৌর শুন্দর॥ চলিলা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারি মহাশয়। চা। শাক্ষাতে
নৃসিংহ জার শনে কথা কয়॥ চলিলেন আনন্দে চান্দের হরিদাশ। আর হরিদাশ জার সিন্ধুজলে বাশ॥ চলিলেন বাসুদেব

৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০

৪

দত্ত মহাশয়। যার স্থানে কৃষ্ণ হয়ে আপনে বিক্রয়॥ চলিলা মুকুন্দ দত্ত প্রভুর গায়ণ। শীবানন্দ সেন আদি লই আপ্তগণ॥ চলি
লা গোবিন্দ দত্ত আনন্দে বিহ্বল। দশদীশ হয় যার শ্রবণে নির্ম্মল॥ চলিলেন আখরিয়া শ্রীবিজয় দাস। রত্নবাহু যারে প্রভু
করিলা প্রকাশ॥ সদাশিব পণ্ডিত চলিলা মহামতি। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥ হরি হরি বলি চলে পণ্ডিত শ্রীমান॥
প্রভুর নিকটে দেউটি ধরে বিদ্যমান॥ নন্দন আচার্য্য চলিলেন হৃষ্টমনে। নিত্যানন্দ যার ঘরে আইলা প্রথমে॥ হরিষে চ
লিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি। যার অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি॥ প্রকীখণ্ডন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর। যার জলপান কৈল শ্রী
গৌরসুন্দর॥ চলিলেন নিথক পণ্ডিত ভগবান। যার দেহে কৃষ্ণসংজ্ঞা ছিলা অধিষ্ঠান॥ গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভ
পণ্ডিত। চলিলেন দ্বইকৃষ্ণ বিপ্র নিশ্চিত॥ চলিলেন বনমালি পণ্ডিত মঙ্গল। যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল॥ জগদীশ
পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত। আনন্দে চলিলা দ্বইকৃষ্ণ বংশ সমেত॥ পুর্ব্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুইয়ের ঘরে। নৈবেদ্য খাইল প্রভু শ্রী
হরিবাসরে॥ চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়। আজন্ম চৈতন্য আজ্ঞা যাহার বিষয়॥ হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
বাপ বলি যারে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর॥ চলিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত উদার। গুপ্তে যার ঘরে হৈল চৈতন্য বিহার॥ ভবরোগ বৈদ্য
শ্রীগুপ্ত চলিলা মুরারী। গুপ্তে যার দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ চলিলেন শ্রীগরুড় পণ্ডিত হরিষে। নাম বলে যার নাহি লঙ্ঘে
সর্পবিষে॥ চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়। অক্রূর করিয়া যারে গৌরচন্দ্র কয়॥ প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীরাম পণ্ডিত।

চলিলেন নারায়ণ পণ্ডিত সহিত ।। যাই হরণ নন্দী পণ্ডিত দামোদর । আসিয়াছিলা যাই দেখিতে নীলাচলের ।। অনন্ত চৈতন্য প্রভুকে
তত্ত্ব জানিলা । কিছু কিছু রঙ্গ ভেট করিলা প্রণাম ।। যাই স্থানে ভক্তি করি বিদায় হইয়া ।। চলিলা অদ্বৈত নিজ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ।।
যেই দিকে জানেন প্রভুর বড় প্রীত । শান্তিপুর হৈলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্তে ।। শঙ্খ পথে সংকীর্তন আনন্দ করিতে । যাই শুনি পতি এক
গ্রামা সর্ব পথে ।। উল্লাসে শ্রীহরি ধ্বনি করে ভক্তগণ । শুনি এগার বিপ্র হৈল সকল ভুবন ।। পতিপুত্র দাস দাসী গণের সহিতে । আই ৭০
শোন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে ।। উল্লাসে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ । শ্রীনিতে যবনি দুষ্ট দুষ্টের দলন ।। যে স্থানের হয় আশীষ
ভেবা সাক্ষরি । সে স্থানে হয় জেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ।। শুন শুন আরে ভাই মঙ্গল আখ্যান । যাহা গায় মহাপ্রভু লোক ভগবান ।।
এইমত রঙ্গে মহাপ্রভু সকলে । সকল মণ্ডলে যাইলেন লোচন ।। কমলপুরে তেঞি বড় প্রশাদ দেখিয়া । পড়িলেন কান্দিয়া ৬৮
তেজ বড় হইয়া ।। প্রভু জানিলা ভক্তগোষ্ঠীর বিজয় । যাতুরা ডিবার ইচ্ছা হৈল দয়াময় ।। অদ্বৈতের প্রতি আগে প্রীত হ
করিয়া । আসে মহাপ্রশাদ দিলেন পাঠাইয়া ।। কি অদ্ভুত প্রতি সে তাহান নাহি অন্ত । প্রশাদ চলয় জাহেক্কটক পর্যন্ত ।। ৬৮
শয়নে আছিলু ক্ষীর সাগর ভিতর । নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর যাহার হুঙ্কারে ।। অদ্বৈত নিমিত্তে মোর এই অবতার । এইমত মহা ৭০
প্রভু বোলে বার বার ।। এতেক ঈশ্বর শুনি জক্ষ মহান্ত । অদ্বৈত সিংহ দেবে ভক্তি করেণ একান্ত ।। আইলা অদ্বৈত শুনি শীঘ্রে
সপ্তপতি । আগু বাড়ি নিল নিজ গোষ্ঠীর সংহতি ।। নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী গোসাঞি । চলিলেন আনন্দে জাহার বাড়ে
নাঞি ।। সার্বভৌম জগদানন্দ কাশী মিশ্র আর । দামুদর পণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত শঙ্কর ।। কাশীশ্বর পণ্ডিত আচার্য ভগবান ।।

বুঝিলেন শেষনিশা চাঁদের অভাষাণ্ডে॥ পোহাইল নিশা সর্ব্ব সুরনের পতি। আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি॥ বিধিযোগ্য কর্ম্ম যত সব কর তু
মি। তোমারেই প্রতিনিধি করিলাও আমি॥ প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য্য। করিতে লাগিলা সব বিধিযোগ্য কার্য্য॥ নানা গ্রাম হৈতে
নানা নইউপায়ণ। আসিতে লাগিল অতি অসংখ্যক জন॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত মুগ্ধ তাম্বুল চন্দন। যজ্ঞসূত্র পুষ্প বস্ত্র আনে সর্ব্বজন॥ নানা
বিধি ভক্ষ্য দ্রব্য লাগিল আসিতে। হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোনো ভিতে॥ পরম আনন্দে সভে করে হরিধ্বনী। বিহিধ লোকের মুখে শু

না নাহি শুনি॥ তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ। বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্ধান॥ নাপিত বসিলা আসি সমুখে যখন। ক্রন্দনের
কলরব উঠিল তখন॥ ক্ষুর দিতে সুন্দর শ্রীচাঁচর চিকুরে। হাথ না দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে॥ নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ। ১২৩
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেণ ক্রন্দন॥ ভক্তের কি দায় ব্যবহারে যত লোক। তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক॥ কেহো বোলে কোনো বিধি
সৃজিল সন্ন্যাস। এতবলি নারীগণ ছাড়ে ঘন শ্বাস॥ অগোচরে থাকি কান্দে দেবগণ। অনন্তব্রহ্মাণ্ড ময় হইল ক্রন্দন॥ হেন লেখা কেন্দ্য ১২৪

সব গৌরচন্দ্র করে। শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥ এইসব লীলা জীব উদ্ধার কারণ॥ এই তার সাক্ষি দেখি কান্দে সর্ব্বজন॥
প্রেমরসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র। স্থির নহে নিরবধি ভাবে অঙ্গ কম্প॥ বোল বোল বুলি প্রভু উঠি বিশ্বম্ভর। গায়েণ মুকুন্দ প্রভু নাচে
মনোহর॥ বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে॥ প্রেমবশে মহাকম্প বহে অশ্রুধারে॥ বোল বোল বুলি প্রভু করে হুঙ্কার। ক্ষৌর কর্ম্ম না
পিতে নাপারেক করিবার॥ কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে॥ ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥ তবে সর্ব্ব লোক নাম করি গঙ্গা

প্রেমনাম ।

ওমিশেঠিবারেপার কৃষ্ণপ্রেমধন। নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বৈশয় তোমাতে। কৃষ্ণদাস্য বহি জেণ মোর নহে আন। হেন উপদেশ তুমি দেহ মোরে দান॥
প্রেমজলে অঙ্গ ভাশে প্রভুর কহিতে। হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে। গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ। নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন॥ অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক শুনে সংকীর্ত্তনে। আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে। দেখিয়া প্রভুর রূপ মদন সুন্দর। একদৃষ্টে পান সভে
করেণ নিরন্তর॥ এক কথা অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে। তাহা কি কহিল হয় অনন্ত বদনে। পাক দিয়া নৃত্যে করিতে যে ছুটে জল। তাহাতেই
লোক স্নান করেণ সকল। সর্ব্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেমজলে। স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধে হরি হরি বোলে। অনেক কম্প অনেক স্বেদ অনেক মুর্চ্ছা জায়। আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক ভয় পায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ নিজ দাস্যভাবে। দন্তে তৃণ করি বিশ্বম্ভর স্থানে ভক্তি মাগে॥ লোকা কান্দন দেখিয়া কান্দয় সর্ব্বলোক। শচীরশব্দশুনিয়াশচি ভাবে মহাশোক॥ কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী। আজি তানে পোহাইল কি কাল রজনী॥ কোন জন বর্ত্তি হেন পাসরিছিল পতি। কোন ব্রাদাকা দোষে হরি লেক হরি॥ আমরা সভের প্রাণ বিদরে শুনিতে। তাহার জননী প্রাণ ধরিব কেমতে। এইমত
নাগরীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে। পড়িলেন সর্ব্বজীব চৈতন্যের ফান্দে॥ ক্ষণেকে শামধরি নৃত্যে বৈসে বিশ্বম্ভর। বসিলেন চতুর্দ্দিগে সব অনুচর॥ দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারথী॥ আনন্দ সাগরে মগ্ন হই করে স্তুতি॥ যে ভক্তি তোমার আজি দেখিল নয়নে। এশক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে। তুমি সে জগত গুরু জানিলুঁ নিশ্চয়। তোমার গুরুর যোগ্য কেহো কভো নয়॥ তবেও মি লোক শিক্ষা নিমিত্ত কারণে। করিবা আমারে গুরু হেন লয় মনে। প্রভু বোলে মায়া মোরে না কর প্রকাশ। হেন দিক্ষা দেহ যেণ হঙ কৃষ্ণদাস॥ এইমত কৃষ্ণকথা আনন্দ প্রসঙ্গে। ।

তবে ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মাস্থান ॥ ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর। দণ্ডবৎ করি রহিলেন ব্রহ্মার গোচর ॥ পুত্র দেখি ব্রহ্মা
কুশল প্রশ্ন হইলা। বাক্যেন কুশল জিজ্ঞাসিতে না গেলা ॥ সত্য পরিক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন। ব্রহ্মাকে বিনা পুনেণ প্রাপের বচন ॥
স্তুতি বা গৌরব বা বিনয় নমস্কার। কিছু না করেণ পীতা পুত্রের ব্যভার ॥ দেখিয়া পুত্রের অনাদর ব্যবহার। ক্রোধে ব্রহ্মা
হইলেন রুদ্রঅবতার ॥ ভস্ম করিবেণ হেণ ক্রোধে মগ্ন হৈলা। দেখি পীতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা। শান্তে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পাষধ
রি। পুত্রের কি দোষ কি এমত ক্রোধ করি ॥ তবে পুত্র স্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাশরিলা। জলপাই অগ্নি জেণ শুশান্ত হইলা ॥ তবে ভৃগু ব্র
হ্মারে বুঝিয়া ভাল মতে। কৈলাশ চলিলা মহেশ্বর পরিক্ষীতে ॥ ভৃগু দেখি মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া। উঠিলা পার্ব্বতি সঙ্গে আদ
[illegible]করিয়া ॥ যেষ্ঠ ভাই গৌরবে আগনে ত্রিলোচন। প্রেমযোগে উঠিলেন করিতে আলিঙ্গন ॥ ভৃগু বোলে মহেশ পরশ নাহি কর। যতেক
পাষণ্ড বেশ সর্ব্বত্র মিধর ॥ ভূত প্রেত পিশাচ অস্পর্শ যত আছে। হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে ॥ যতেক উৎপাত শেষ কেতা
র তোমার। ভস্ম অস্থি ধর কোন শাস্ত্রের বিচার ॥ তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়। দূরে থাক দূরে থাক অঙ্গে ভস্ম রায় ॥ প
রিক্ষা নিমিত্তে ভৃগু কহিল কৌতুকে। কভো শিবের নিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে ॥ ভৃগু বাক্যে মহাক্রুদ্ধ হইলা ত্রিলোচন। ত্রিশূল তুলিয়া যান
হইলেন শঙ্কা ॥ জেষ্ঠ ভাই ধর্ম্ম পাশরিলেন শঙ্কর। হইলেন যোগেশ সংহার মূর্ত্তিধর ॥ শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে। আগে
রোখে দেবি আসি ধরিলেন হাতে ॥ চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরি। জেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু এত ক্রোধ করি ॥ দেবী বাক্যে লজ্জা পাইয়ে

হিংসাশঙ্কর। প্রভুও চলিলা বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণঘর॥ যথা রত্ন মণ্ডপে প্রভু আছে শয়নে॥ লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে॥ হেন ঈশ
ময় প্রভু আসি হাস্য কোপেতে। পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে॥ প্রভু দেখি মহাপ্রভু শয্যা হৈতে উঠিয়া। নমস্কার করিলেন মহাশ্রী
তত্ত্ব পাইয়া॥ লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু গুরু চরণ। সাষ্টাঙ্গ করিতে লাগিলা পাদপ্রক্ষালন॥ বসিতে দিলেন অতি উত্তম আসন। শ্রীহস্তে
তাহার অঙ্গে দিয়া চন্দন॥ অপরাধি প্রায় হেন হইয়া আপনে। অপরাধ মাগিয়ান যেন তান স্থানে॥ তোমার শুভ বিজয় আমি না
জানিলাম। অপরাধ করিয়াছি ক্ষেম মোরে ইহা॥ এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল। তীর্থের যে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্মল॥ ভক্ত
ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে। যত লোকপাল আছে সব আমার হেতে॥ পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র। অক্ষয় হইয়া রহুক তো
মার চরিত্র॥ এই যে তোমার শ্রীচরণ চিহ্নগুলি। বক্ষের লইলাঙ আমি ভৃগুপদ ওহলি॥ লক্ষ্মীসঙ্গে নিজ বক্ষে দিল আমি স্থান।
বেদে শ্রীবৎস নাম কৈল বোলে নাম॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিনয় ব্যভার। কাম ক্রোধ লোভ মোহ সকলের পার॥ দেখি মহাশ্রী
শ্রী হইলেন চমৎকার। লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলয়ে আর॥ যাহা করিলেন সে তো হান কর্ম নয়। আব্রহ্মের কর্ম ইহা জানি হ নিশ্চ
য়॥ ব্রহ্মণ্যদেব প্রতি কৃষ্ণ দেখিতে দেখিতে। ভক্তি রসে পূর্ণ হই লাগিলা কান্দিতে॥ হাস্য কম্প মর্ম্ম ইহা পুলক হুঙ্কার। ভক্তি
রসে পূর্ণ হৈলা ব্রহ্মার কুমার॥ সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ সভার জীবন। এইমনে বুলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন॥ দেখিয়া কৃষ্ণের শান্তি
বিনয় ব্যভার। বিপ্রভক্তি যে কথাও নাশম্ভ বেথার॥ ভক্তি জড় হৈলা ভক্তি না আইসে বদনে। আনন্দাশ্রু ধারা মাত্র বহে দুই নয়নে॥

1177

প্রভু বোলে দেখিলাঙ গাঁঠি দশ তাকে। আরে বন এই দেখি তানে খড় নাকে॥ দেখ এই হাণ্ডি বিশ হরিবে দখিয়া। নানা সুখে খায়
পরে সব নগরিয়া। শ্রীধর বোলেন বিপ্র কহিলে উত্তম। তথাপি সভার কাল না জায় এক সম। রত্নঘরে থাকে রাজা দিব্য খায়
পরে। পক্ষি গাছে দেখ বৃক্ষের উপরে। কাল পুনি সভার সমান নাহি জায়। সভে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর ইচ্ছায়॥ ৫
প্রভু বলেন তোমার বিস্তর আছে ধন। তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভক্ষণ॥ তাহা আমি বিদিত করিব কথো দিনে। তবে দেখি
লোকেরে ভাণ্ডিবে কোন মনে। শ্রীধর বোলেন আমি খোলা বেচি খাই। ইহাতে কি দিব তাহা বোলহ গোসাঞি॥ প্রভু বোলে যে তো
আদি মার পোতা ধন আছে। সে থাকুক এখন তাহাতে পাব পাছে॥ প্রভু বোলে আমি তোমা না ছাড়িয়ে মনে। কি আমারে দিবে তুমি বো ৫২
৯ লহ এক্ষণে॥ তবে কলা মূল থোড় পাও কড়ি বিনে। দিলে আমি কন্দল না করি তোমা সনে। মোনে গুনে শ্রীধর উত্তর ৫২
প্রবর। কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দড়। মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে পারি। কড়ি বিনে প্রতি দিন দিবারে না পারি।
তথাপিহ বলে ছলে জে নয় ব্রাহ্মণে। সে আমার ভাল ভাল দিব প্রতি দিনে। চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে শুনহ গোসাঞি। কড়ি পাতি তোমা
রা কিছুর দায় নাই॥ থোড় কলা মূল কিছু দিব এই মনে। আর জেন কন্দল না কর আমা সনে॥ প্রভু বোলে ভাল ভাল আর দন্দ নাই।
সভে থোড় কলা মূল ভাল জেন পাই॥ জাহার খোলাতে নিতে করে এ ভোজন। তবে থোড় কলা মূলে হয় খাকুন॥ শ্রীধরেরে
৮ ছল্ তোলা ও ফলে তাগে। তাহা খায় প্রভু দুঃখ সবরিয়ে কালে। প্রভু বোলে আমা কি বাস শ্রীধর। তাহা কহি লে।

ক আছিল এই বিপ্রাদেশাহসকান॥ তবে দেখে ধনুর্দ্ধর দূর্ব্বাদলশ্যাম। বিরাসনে প্রভুরে দেখয় সর্ব্বজান॥ পুনদেখে প্র
ভুরে প্রলয় জলমাঝে। অদ্ভুত বরাহমূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে॥ পুনদেখে প্রভু নরসিংহ অবতার। মহাউগ্ররূপ ভক্ত বাৎস
ল্য অপার॥ পুন দেখে প্রভুরে বামনরূপধারি। বলিয়জ্ঞ ছলিতে আপনে মায়া করি॥ পুন দেখি মৎস্যরূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে॥ সুকৃতি সর্ব্বাঙ্গ পুন দেখেন প্রভুরে। মত্ত হলধর রূপ শ্রীমুষল করে॥ পুন দেখে জ

গন্নাথ মূর্ত্তি সর্ব্বজান। তথাপি না বুঝে কিছু হেন মায়াস্থান॥ চিন্তয় সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত। হেন বুঝি কোন্ ক্ষণ হ
মহামন্ত্র নিত্য॥ যথবা কোনো দেবতা আসিয়া কৌতুকে। পরিক্ষিতে আমারে ছলেন বিপ্ররূপে॥ অমানুষি তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে॥ সর্ব্ব
জ্ঞ করিয়া কিবা কদর্থে আমারে। এতেক চিন্তিতে প্রভু কহেন হাসিয়া। কে আমি কি দেখ কেনে না বোল ভাঙ্গিয়া॥ সর্ব্বজ্ঞ বো
লয় তুমি চল হে এখনে। ত্রিকালে বলিব মন্ত্র জপি ধ্যান মনে॥ ভাল ২ বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা। তবে প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আইলা॥

শ্রীধরেরে বড় প্রভু সন্তোষ অন্তরে। নানাছলে প্রভু তার আইসেন ঘরে॥ বাক্যাবাক্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে। দুইচারি করি প্রভু
চলিলেন রঙ্গে॥ প্রভু দেখি শ্রীধর করেন নমস্কার। শ্রদ্ধা করি আসন দিলেন বসিবার॥ পরম সন্তোষ প্রভু শ্রীধর ব্যবসায়।
প্রভু বিহর যাজেন উদ্ধতের প্রায়॥ প্রভু বোলেন শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ। হরি ২ বল তবে দুঃখ কি কারণ॥ লক্ষ্মীকান্ত সেবন
করিয়া কেনে তুমি। অন্ন বস্ত্র দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥ শ্রীধর বোলেন উপবাস ত না করি। ছোট হউক বড় হউক বস্ত্র
খানি পরি॥

এক জাতি নক্ষ কহিতে না পারি ॥ প্রভুর বিহার লাগি পুর্ব্বে হ বিধাতা । সকল সং পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ পুর্ব্বে জেন মথুরা পুরি ক
রিলা গমন ॥ সেই লীলা করিবারে শ্রীশচীনন্দন ॥ তবে প্রভু গেলা শংখবনিক ঘরে । দেখি সংঅবনিক সংভ্রমে নমস্করে ॥ প্রভু বো
লে দিব্য সংখ্য আন দেখি ভাই । কেমনে বা নিব সংখ্য কেবর্দ্দক নাই ॥ দিব্য সংখ্য সাখারি আনিল ততক্ষণ । প্রভুর হস্তে দিয়া বোলেব
ড় প্রেম মন । সংখ্য লএ্যা ঘরে তুমি চল হ গোসাঞি । পাছে কড়ি দিহ না দিহ দায় নাই ॥ তুষ্ট হৈলা প্রভু সংখ্য বনীক বচনে । চলিলেন

হাসি স্তুত দৃষ্টি করি তারে ॥ এই মতে নবদ্বীপে প্রতি নগরীয়া । সভার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া ॥ সেই ভাগ্যে অখ্যাপি হ নগরিয়াগন ।
আর্দ্ধ ৯ পায় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের চরণ ॥ তবে ইচ্ছাময় প্রভু গৌর ভগবান । সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান ॥ দেখিয়া প্রভুর তেজ ৫৮
সেই সর্ব্বজান । বিনয় সংভ্রম করি করিল প্রনাম ॥ প্রভু বোলে সর্ব্বজান বল জান শুনি । বোল দেখি অন্য জন্মে কি আছিলাম আ ৫৮
মি । জান বলি সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ চিন্তে মনে । জপিতে গোপাল মন্ত্র দেখে সেইক্ষনে ॥ সংখ্য চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ শ্যাম । শ্রীবৎস

কৌস্তুভ বক্ষ মহাজ্যোতির্ধাম ॥ নীশাভাগে দেখে অবতীর্ন্ন বন্দি ঘরে । পিতামাতা দেখিয়া সন্মুখে স্তুতি করে ॥ সেইক্ষনে দেখি
পিতা পুত্র লঞা কোলে ॥ সেই রাত্রে আনি থুইল নন্দের গোকুলে ॥ পুন দেখি মোহন দ্বিভুজ দীগাম্বর । কটিতে কিঙ্কিনি নবনীত হই ক
র ॥ নিজ ইষ্ট মূর্ত্তি জাহা চিন্তে অনুক্ষন । সর্ব্বজ্ঞ দেখয় সেই সকল লক্ষণ ॥ পুন দেখে ত্রিভঙ্গ মুরলী শ্রীবদনে ॥ চতুর্দ্দিগে জগ গীত
গায় গোপীগনে ॥ দেখিয়া অদ্ভুত চক্ষু মিলিল সর্ব্বজান । প্রভুরে চাহিয়া পুনঃ পুন করে ধ্যান ॥ সর্ব্বজ্ঞ বোলন প্রভু শ্রীবাল গোপাল ।

উঠিবেনা ।। সংভ্রমে বনিক্ক করে চরনে প্রনাম । প্রভু বোলে আরে ভাল গন্ধ আন । দিব্য গন্ধ বনিক আনিল ততক্ষণ ।। কিমুল্য ল
ইবে বোলেন গৌরচন্দ্র ।। বনিক বোলএ তুমি জান মহাসয় । তোমার স্থানেতে মুল্য বনিতে যোগ্য নয় ।। আজি গন্ধ পরিখ বে
চন হইতাঙ্গর । কালী যদি গায়ে গন্ধ থাকএ প্রচুর ।। ধুইলেও গায়ের গন্ধ জদি নাহি ছাড়ে । তবে মোরে দিব কিছু জদি মোনে পড়ে ।
এত বলি আপনি প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গে । গন্ধ দেই বনিক না জানি কোন রঙ্গে । সর্ব্ব ভুত হৃদএ থাকএ সর্ব্বমন । সেরূপ দেখিয়া মু
গ্ধ নহে কোন জন ।। বনিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর । উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকারের ঘর ।। পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার ।
সাদরে আসন দিয়া কৈল নমস্কার ।। প্রভু বোলে ভাল মালা দেহ মালাকার । কড়ি পাতি সঙ্গে কিছু নাহিক আমার ।। সিদ্ধপু
রুষের প্রায় দেখে মালাকার । মালি বোলে কিছু দায় নাহিক তোমার ।। এত বলি মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে । হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব পড়ু
য়াগন সঙ্গে । মালাকার প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি করি । উঠিলেন তাম্বুলির ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ।। তাম্বুলি দেখএ রূপ মদন মোহন ।। চর
নের ধুলি মস্তকে দিলেন আসন ।। তাম্বুলী বোলএ প্রভু বড় ভাগ্য আমার ।। কোন ভাগ্যে তুমি আমা ছারের দুয়ার ।। এত বলি আপনেই
পরম সন্তোষে । দিলেন তাম্বুল আনি প্রভু দেখি হাসে ।। প্রভু বোলে কড়ি বিনে কেনে তুমি দিলা । তাম্বুলি বোলেন চিত্তে হেন ই হইলা ।। হা
সে প্রভু তাম্বুলির শুনিঞা বচন । পরম সন্তোষে কৈল তাম্বুল ভোজন ।। দিব্য পান কর্পূরাদি জত উপস্কর । শ্রদ্ধা করি দিয়াছেন
তাম্বুলি তাম্বুল ।। তাম্বুলীকে অনুগ্রহ করি গৌররায় । হাসিয়া২ সব নগরে বেড়ায় ।। মথুরাপুরী প্রায় জেন নবদ্বীপ পুরি ।

1181

দেখে সচীপুত্র বসি। ভোজন অন্তরে করি তাম্বুল ভক্ষণ। সয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥ কথোক্ষন যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিঞা।
পুনঃ প্রভু চলেন পুস্তক হস্তে লঞা॥ নগরে উঠিঞা করেন অশেষ বিনোদ। সভার সহিতে করেন হাসিঞা সম্ভাষ। যদ্যপি প্রভুরে
কেহো নাহি জানে। তথাপিহ সাধ্বস করেন সর্ব্বজনে॥ নগর ভ্রমন করে শ্রীশচীর নন্দনে। সংসার বন্ধ ভঙ্গ হয় দেখে সর্ব্বজ
নে॥ উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের মন্দিরে। দেখিয়া সংভ্রমে তন্তুবায় নমস্কারে॥ ভাল বস্ত্র আন প্রভু বোলেন বচন। তন্তুবায় বস্ত্র আ
নি দিল ততক্ষণ॥ প্রভু বোলেন এই বস্ত্রের কি মুল্য লইবা। তন্তুবায় বলে প্রভু আপনে জে দিবা॥ মুল্য করি প্রভু বলে এবে কড়ী নাই।
তাঁতি বলে দশ পক্ষে দিয় বা গোসাঞি॥ বস্ত্র লঞা পর তুমি পরম সন্তোষে। পাছে তুমি কড়ি মোরে দিহ সমাবেশে॥ তন্তুবা
য প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করে। উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার ঘরে॥ বসিলেন মহাপ্রভু গোয়ালার দ্বারে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রভু
উপহাস করে॥ প্রভু বোলে আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন। আজি তোর ঘরে নিব আমি মহাদান॥ গোপগন দেখে জেন সাক্ষাত মদন।

সংভ্রমে আনি আদিল উত্তম আসন॥ প্রভু সনে গোপগনে করে পরিহাস। মামা বলি সভে তাঁরে করেন সম্ভাষ। কেহো বোলে
চল মামা ভাত খাও গিঞা। কোনো গোপ কান্ধে করি জায় ঘরে লঞা॥ কেহো বোলে আমার ঘরের জত ভাত। পূর্ব্বে জে খাঞা
ন মোনে নাহিক তোমাত॥ সরস্বতি সত্য কহে গোপ নাহি জানে। হাসে মহাপ্রভু গোপগনের বচনে॥ দুগ্ধ ঘৃত সর
দধি সুন্দর নবনি। সন্তোষে প্রভুরে সব গোপ দিল আনি॥ গোয়ালার সনে প্রভু প্রসন্ন হইলা। গন্ধবনিকের ঘর গিয়া

আদি ৯

৫০
৫০
৫০

নানালে তাহার ৷৷ বহুবিধ পাক তেন মতে দিনা সিবে। তেনা ক্রোনে মুখ তেন দিন দিন কালে বাবে ৷৷ তেন ক্রোলে তাপে প্রভু থাপে মলন ৷
বসেছেন মহাবাহুক রিয়াছেন ৷৷ এইমত আপন ইচ্ছায় লীলা করি। স্বভাব হইলা প্রভু বাহ্য পরিহরি ৷৷ সর্ব্বকালে উঠেন সকল হ
রিধ্বনী ৷৷ কেবা কারে বস্ত্র দেহ হেন ইনা জানি ৷৷ সর্ব্ব লোকে সুনিঞা হইলা হরশীত। সর্ব্ব লোকে বোলে জিউক এমন পণ্ডিত ৷৷
এইমত রঙ্গ করে শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়। কে তালে জানিতে পারে যদি না জায় ৷৷ অন্তরে দেখিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের গন। সভে বোলে অদ্রাপ
কৃষ্ণের চরণ ৷৷ কলেক নাহিক বাপ অনিল শরীর। তোমাকে কি সিখাইব তুমি মহাধির ৷৷ হাসি প্রভু সভারে করেন নমস্কার ৷
পড়াইতে চলে সিষ্য সংহতি অপার ৷৷ মুকুন্দ সঞ্জয় পুন্যবন্তের মন্দিরে। পড়াএন প্রভু চণ্ডী মণ্ডপ ভিতরে ৷৷ পরম সুগন্ধি পাক তি
লক প্রভু শীরে। কোন পুন্যবন্ত দেহ প্রভু ব্যাখ্যা করে ৷৷ চতুর্দ্দিগে মহাপুন্যবন্ত সিষ্যগন। মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জাত জীবন ৷৷ সে
শোভা মহিমা কহিতে কেবা পারি। উপমা কি দিব ও কিবা না দেখি বিচারি ৷৷ হেন বুঝি জেন সনকাদি সিষ্যগন। নারায়ণ বেঢ়ি
বৈসে বদরিকাশ্রম। তাহা শোভা নঞা জেন সে প্রভু পড়ায়। হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায় ৷৷ সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ ৷৷
নিশ্চয় জানিল শ্রীশচীর নন্দন ৷৷ অনেক সিষ্য শব্দ করি সেই লীলা করে। বিচারশে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে। পড়াইঞা প্রভু দুই
প্রহর হইলে। তবে সিষ্যগন লঞা গঙ্গাস্নানে চলে ৷৷ গঙ্গাস্নান বিহার করিয়া কত ক্ষন। ঘরে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূজন ৷৷
তুলসীতে জল দিয়া প্রদক্ষীন করি। ভোজনে বৈসেন গিয়া বলি হরি হরি ৷৷ লক্ষ্মী দেন অন্ন আন বৈকুণ্ঠের পতি। নয়ন ভরিয়া

বিষারশে জত প্রভু করে অহংকার। সুনেন তথাপি দ্বিজ প্রভুরে প্রভার।। ক্ষনে প্রভু রে দেখিকা বেবড় দ্রুত। সর্ব্বগ্রতে প্রকাশিতা প্রভুর চরিত।
পচান বৈকুণ্ঠ নাথ নবদ্বীপ গ্রামে। মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।। পক্ষ প্রতি পক্ষ শুয়া প্রভুর স্থাপন। বাখানেন অশেষ প্রকারে পেশাগীরন
ন্দন।। গোষ্ঠী সহিতে মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবন্ত। তাহার আনন্দে মর্ম্ম নাহি জান এ অন্ত।। বিষ্যাজয় কবিয়া ঠাকুর জায় ঘরে। বিষারশে
সংগে রনায়েক বিহরে।। একদিন বাড় দেহে মান্দ্য করিছিন। প্রকাশেন প্রেমভক্তি বিকার শকন।। আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দব

অমঙ্গ ৭

লে। গড়াগড়ি জায় হাসি ঘর ভাঙ্গি পেলে।। হুঙ্কার গর্জ্জন করে মালসাট মারে। সম্মুখে জাহারে দেখে তাহারে আড়িধরে।। ক্ষনে শর্ব্ব অ
ঙ্গ স্তম্ভ তাহত হয়। হেন মুর্চ্ছা হয় লোক দেখি না গেত ভয়।। সুনিলেন বন্ধু আনে বায়ুর বিকার। ধাইয়া আইসে শেস তেকরে প্রতিকার।। ৪৯
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ সঞ্জয়। গোষ্ঠী সহিত আইসেন প্রভুর আলয়।। বিষ্ণুতৈল নারায়ণ তৈল দেই শীরে। সভে করে প্রতিকার ৪৯
জারে জেই স্ফুরে।। আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে। সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে।। সর্ব্ব অঙ্গে কম্প প্রভু করে আস্ফা

লন। হুঙ্কার শুনিতে ভয় পায় সর্ব্বজন।। মুখে প্রভু বোলে মোরে জন না চিনিহ কোন জন।। হুঙ্কার সুনিতে ভয়ে পালায় সর্ব্বজনে। এত বলিন
ড দেই ধরে সর্ব্বগন।। প্রভু বোলে আমি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর। মুখে বিশ্বধর মোর নাম বিশ্বম্ভর।। আপন প্রকাশ প্রভু করে বা
উহলে। তথাপি না বুঝে কেহো তান মায়া বলে।। কেহো বোলে দানব হইল অধিষ্ঠান। কেহো বোলে বুঝি ডাকিনীর কাম ভ কে
হো বোলে সদাই কারণে বাক ব্যয়। অতএব হইল বাই জানিহ নিশ্চয়।। এই মত সর্ব্বজন করেন বিচার। বিষ্ণু মায়া মোহে তবে

আছয়ে যে ফাঁকি। তথাপিহ সাধুসব বড় বাড়ৈ ঈর্ষা দেখি॥ মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই। কৃষ্ণ না ভজেন হেন মনে দুঃখ পাই॥ অন্যোন্যে সভেই
সাধেন সভা প্রতি। সভে বোলেন উহার হউক কৃষ্ণে মতি॥ দণ্ডবত হয্যা সভে পড়িলা গঙ্গারে। সর্ব্ব ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥ হেন কর কৃ
ষ্ণ জগন্নাথের নন্দন। তোমার রসে মত্ত কর ছাড়ি অন্য মন॥ নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে। হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা সভাকারে॥ অ
ন্তর্যামি প্রভু চিত্ত জানেন সভার। শ্রীবাসাদি দেখি নেই হন নমস্কার॥ ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়। ভক্ত আশীর্ব্বাদে কৃষ্ণেতে
ভক্তি হয়॥ কেহো প্রভুরে সাক্ষাতে দেখি বলে। কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে॥ কেহো বোলে হের শুন নিমাঞি পণ্ডিত। বিদ্যা
য় কি লাভ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥ পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সেই যদি নহিল বিদ্যায় কিবা করে॥ হাসি বোলে প্রভু বড় ভাগ্য
সে আমার। তোমরা বুঝাহ মোরে কৃষ্ণভক্তি সার॥ তুমি সব যারে কর শুভানুসন্ধান। মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান॥ ক
থোদিন পড়াইয়া মোর চিত্তে আছে। চলিব বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥ এত বলি হাসে প্রভু সেবকের গণে। প্রভুর মায়ায় কেহো প্রভু
নাহি চিনে॥ এই মত ঠাকুর সভার চিত্ত হরে। হেন জন নাহি যে অপেক্ষা নাহি করে॥ এই মত ক্ষণেক প্রভু বসি গঙ্গাতীরে। কখন ভ্রমে
ন নগরে নগরে॥ দেখিলেই মাত্র যত নারীগণ। পরম সাদরে করি বন্দেন চরণ॥ নারীগণ দেখি বোলে এই ত মদন। স্ত্রীলোকে পা
উক জন্মে হেন ধন॥ পণ্ডিতে দেখেন বৃহস্পতির সমান। বৃদ্ধে আসি করে পাদপদ্মে প্রণাম॥ যোগীগণ দেখে যেন সিদ্ধ কলে
বর। দুষ্টগণে দেখে যেন মহা ভয়ঙ্কর॥ দিবসেক যাহারে প্রভু করে সম্ভাষ। বন্দিপ্রায় হয় যেন পায় যেন ফাঁস॥ বিদ্যা

1185

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা। হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি যথা॥ এমত সুবুদ্ধির কৃষ্ণভক্তি হয় যবে। তিলেকে ঈশ্বর
সম্ভাষা ছাড়িব তবে॥ এইমত বিচারণে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। এমিতে দেখিল আর দিন গদাধর॥ দুই হাতে প্রভু তানে ধরেন হাসিয়া। ন্যায়
পড় তুমি আমা জাও প্রবোধিয়া॥ জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন। প্রভু বোলে বোল আন দেখি মুক্তির লক্ষণ॥ শাস্ত্র অর্থ জেন গদা
ধর বাখানিলা। প্রভু বোলেন ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা॥ গদাধর বোলে আত্যন্তিক দুঃখ নাশ। ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকা
শ॥ নানারূপে দোষে প্রভু ঈশ্বর পণ্ডিত। হেন কেহো নাহি ধিক তারক বা স্থিতি॥ হেন জন নাহি জে প্রভুর বশানের বনে। শ্রীগদাধর
আদি — বলে আজি বড় তৃপ্ত নাহি নে। প্রভু বোলে গদাধর আজি জাহ ঘরে। কালি বুঝিব আমি আসিহ সাবেরে॥ নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে।
৭ ঠাকুর ফিরেন সর্ব্ব নগরে২॥ পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সভার। সভেই করেন দেখি সংভ্রম অপার॥ বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে। ৪৮
গঙ্গাতীরে বসিয়া রহেন নানা রঙ্গে॥ সিন্ধুসুতা সেবিত প্রভুর কলেবর। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় পরম সুন্দর॥ চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া বসি ৪৮
লা শিষ্যগণ। মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন॥ বৈষ্ণব সকল মেলি সন্ধ্যাকাল হইলে। আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে সেই স্থলে। দূ
রে রহি শুনে সেই প্রভুর ব্যাখ্যা শুনে। হরিষ বিষাদ সভে ভাবে মনে মনে॥ কেহো বলে হেন রূপ বিদ্যা যার। না ভজিলে কৃষ্ণ নহে কিছু
উপকার॥ সভারে বলেন ভাই উঁহারে দেখিয়া। ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে জাই পলাইয়া॥ কেহো বোলে দেখা হৈলে না দেন ছাড়িয়া। মহাদা
নপ্রায় হেন রাখেন ধরিয়া॥ কেহো বোলে ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী। কোনো মহাপুরুষ হয় মোনে হেন বাসি॥ যদ্যপিও নিরবধি

পুরির পুনকথা। তারবাসহস্যক্রিষ্ণপাদপদ্মযশা ৷৷ জতবেম মাধবেন্দ্রপুরীর সরিরে। সন্তোষে দিলেন তাহা ঈশ্বরপুরিরে ৷৷ পাইয়াগু
রুর প্রেমকৃষ্ণের প্রশাদে। এমন ঈশ্বরপুরীগতিনি নির্বিরোধে ৷৷ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্রজান। বৃন্দাবনদাশ তছু পদযুগে গান
৷৷ ✿ ৷৷ ✿ ৷৷ ৮৷ ৷৷ ৷৷ ✿ ৷৷ ✿ ৷৷ জয়২ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। জয়২ প্রভুর জতেক অনুচর ৷৷ হেনমতে নবদ্বী
পে গৌরাঙ্গসুন্দর। পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করেন নীরন্তর ৷৷ জত অধ্যাপক প্রভু চালেন স্বভাবে। প্রবোধিতে শক্তি নাহি কোন জনসবে।

ব্যাকরন শাস্ত্র সভে বিচার আদান। ভট্টাচার্য প্রতি তিহ নাহি করে জ্ঞান ৷৷ স্বানুভাবানন্দে প্রভু করেন ভ্রমন। সংহতি পরম ভা
গবন্ত সিষ্যগন ৷৷ দৈবপথে দেখি মুকুন্দের দরশন। হাথে ধরি প্রভু তানে বলিল বচন ৷৷ আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা তুমি জাও ৷৷ মোনে গুনে মুকুন্দ জে জিনিব কেমনে। ইহার অভ্যাশ মাত্র শাস্ত্র কাক করনে ৷৷ ঠেকাইব
আজি জিজ্ঞাসিব অলঙ্কার। মোর বালে গর্ব্ব জেন নাহি করে আর ৷৷ লাগিল জিজ্ঞাশা মুকুন্দের প্রভু মানে। প্রভু কহে খণ্ডেন য়তমু

কুন্দ বাখানে ৷৷ মুকুন্দ বোলেন ব্যাকরন সিশুশাস্ত্র। বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র ৷৷ অলঙ্কার ন্যায় করিব তোমা সনে। প্রভু বোলে
বুঝ তোর যত লয় মোনে ৷৷ বিসম২ জত কবিত্ব প্রচার। পড়িয়েণ মুকুন্দ জিজ্ঞাশেন অলঙ্কার ৷৷ সর্ব্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অব
তার। খণ্ডে২ করি দোষে সব অলঙ্কার ৷৷ মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন ৷৷ হাসি২ প্রভু বলেন বচন ৷৷ আজি ঘরে গিয়া ভাল
মতে পুঁথি চাহ। কালি জেন আমারে খণ্ডিয়া কথা কহ ৷৷ চলিলা মুকুন্দ লয়্যা চরনের ধুলি। মনে চিন্তে মুকুন্দ অদ্ভুত হইলে ৷৷

রম পণ্ডিত। আমি প্রশংসা করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত্র॥ সকল বলিবা কোথা আছে কোনো দোষ। ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥ প্রভু বোলেন ভ
ক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন। ইহাতে জে দেখি দোষ পাপী সেই জন॥ ভক্তের কবিত্ব জেন তেন কেনে নয়। সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চ
য়। মূর্খ বোলে বিষ্ণায় বিষ্ণবে বোলে ধীর। দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥ তথাহি॥ মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহি জনার্দ্দন॥ ইহাতে জে দোষ দেখে তাহার সে দোষ। ভক্তের বর্ণনা মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥ অতএ

ব তোমার সে প্রেমের বর্ণনা। ইহাতে দোষিবেক কোনো সাহসীক জনা॥ শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর। অমৃতে সিঞ্চিত হৈলা সর্ব্বক
লেবর॥ পুন হাসি বোলেন তোমার দোষ নাই। অবশ্য বলিবা দোষ থাকে জে ঠাঞি॥ এই মত প্রতিদিন প্রভু তার সঙ্গে। বিচার করেন
দুই চারি দণ্ড রঙ্গে॥ একদিন প্রভু তাঁর কবিত্ব শুনিয়া। হাসি দূষিলেন ধাতু না লাগে বলিয়া। প্রভু বোলে এ ধাতু আত্মনেপদ নয়। ৪৫
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয়॥ ঈশ্বরপুরীহ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। বিদ্যারস বিচারেও বড় হরষিত। প্রভু গেলে সেই ধাতু ক ৪৭

রেন বিচার। সিদ্ধান্ত কল্পেন তিহোঁ অশেষ প্রকার॥ সেই ধাতু করেন আত্মনেপদ নাম। আর দিন প্রভু গেলে করেন ব্যাখ্যান॥ জে
ধাতু পরস্মৈপদ বলি গেলা তুমি। তাহা এই সাধিল আত্মনেপদ আমি। ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু পরম সন্তোষ। ভৃত্যজয় নিমিত্ত না দেন
কোন দোষ॥ সর্ব্বকাল প্রভু বা[illegible] চায়েন ভৃত্যজয়। এই তার স্বভাব সকল বেদে কয়॥ এই মত কথোদিন বিদ্যারস রঙ্গে। আ
ছিলা ঈশ্বর পুরী গৌরচন্দ্র সঙ্গে॥ ভক্তির প্রভাবে এক স্থানে নাহি স্থিতি। পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করিতে ক্ষিতি॥ জেমনে ঈশ্বর

আদি
৮

প্রেমে পুনঃ পুনর্বাচে। শুনো যে মুকুন্দ শ্লোক পুনঃ পুন পড়॥ দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার। আওন আনন্দ মোনে জন্মিল সভার॥ পা
ছে যাতে তিহ হিলেন শ্রীঈশ্বরপুরি। প্রেম দেখি সভে তুই অঙ্গ বেহ করি॥ হেনমতে ঈশ্বরপুরি নবদ্বীপ পুরে। অলক্ষ্য তন্ত্র মেন চিহ্নিতে কেহো নারে।
দৈবে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর। পঢ়াইয়া আইসেন আপনার ঘর॥ পথে দেখা হইল ঈশ্বর পুরি সনে। ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্কারিলা
তখনে॥ অতি অনর্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর। সর্ব্বমতে বিলক্ষণ গুনের সাগর॥ যদ্যপিহ তাহার মর্ম্ম কেহো নাহি জানে। তথাপি সাধ্বস করে

দেখি সর্ব্বজনে। চাহেন ঈশ্বর পুরি প্রভুর শরীর। সিদ্ধ চিহ্ন কেনে এত পরম গম্ভীর॥ জিজ্ঞাসেন তোমার কি নাম বিপ্রবর। কি পুথি
পড়াহ পড় কোন স্থানে ঘর॥ শেষে সভাই বলিলেন নিমাঞি পণ্ডিত। তুমি সেই বলি বড় হৈলা হরষিত॥ ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু কৈল তাহার
চরণে। মহাদরে গৃহে লৈয়া চলিলা আপনে॥ কৃষ্ণের নৈবিদ্য শচী মাতা করিলেন গিয়া। ভিক্ষা করি বিষ্ণু গৃহে বসিলা আসিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণের
প্রসঙ্গ করিতে লাগিলা। শুনিতে কৃষ্ণের কথা বিভোল হইলা॥ দেখিয়া প্রেমের ধারা প্রভুর সন্তোষ। না প্রকাশে আপনে লোকের

কর্ম্মদোষ॥ মাসেক থাকিল গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে। রহিলা ঈশ্বরপুরি নবদ্বীপ পুরে॥ দেখি বড় উনশীত তাহার করনে। প্রভু দেখি
তেনি যেত নেন আপনে॥ গদাধর পণ্ডিতেরে দেখি প্রেমজল। বড় প্রিয় বাসে তানে বৈষ্ণব সকল॥ শিশু হৈতে সংসার বিরক্ত বড় মনে। ঈশ্বর
পুরি স্নেহ করেন তার পানে। গদাধর পণ্ডিতেরে আপনার কৃত। পুথি পঢ়ায়েন নাম কৃষ্ণলীলামৃত॥ পঢ়ায়েন পঢ়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বর পুরীর নমস্করিবারে প্রভু চলে॥ প্রভু দেখি ঈশ্বর পুরী বড় হরষিত। প্রভু হেন নাহি জানেন তত্ত্ব বড় প্রীত॥ হাসিয়া বোলেন তুমি

কৃষ্ণর নিমত্তেই কাঁন্দেন উশ্চরায়। কতদিনে এসব দুঃখের হব নাশ॥ জগতেরে কৃষ্ণ চন্দ্র করহ প্রকাশ। সকল বৈষ্ণব মেলি আপৈতে
রস্থানে। পাষণ্ডির বচন করিলেন নিবেদনে॥ সুনিঞা অদ্বৈত হৈল ক্রোধ অবতার। সংহারিব সব বলি করেন হুঙ্কার॥ আসিতেছে
মোর প্রভু দেব চক্রধর। দেখিবা কি হয় এইনা দিন ভিতর॥ করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর। তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্ক
র॥ আর দিন কথোক গিয়া থাক ভাই সব। এথাই পাইবে সব কৃষ্ণ অনুভব॥ অদ্বৈতের বাক্যে সব ভাগবতগণ। দুঃখ পাশরিআ

সাঙ্কাবুন কীর্ত্তন॥ উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল। অদ্বৈত সহিতে সব হৈলা বিহ্বল॥ পাষণ্ডির বাক্য জ্বালা সব গেল দূর। এইম
আদি তআনন্দীতেনব দ্বীপপুর॥ অধ্যায়ন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়। নিরবধি জননীর আনন্দ বাঢ়ায়॥ হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বর পুরি। ৪৬
৮ আইলেন অতি অলক্ষিত বেশধরি। কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়। একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥ তান বেশে তানে কেহো চি ৪৬
হ্নিতে না পারে। দৈবে গিয়া উত্তরিলা অদ্বৈতের ঘরে॥ যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া। সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হঞা॥

বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেরে না লুকায়। পুনঃ অদ্বৈত তাহান পানে চায়॥ অদ্বৈত বোলেন বাপ তুমি কোন জন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন
লয় মন॥ বোলেন ঈশ্বরপুরি আমি শূদ্রাধম। দেখিতে আইলাম আমি তোমার চরণ॥ বুঝিঞা মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত। গাইতে লা
গিলা এক প্রেমের সহিত॥ যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীত। পড়ি লা ঈশ্বর পুরি চুনিয়া ভূমিত॥ নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহা
র॥ পুনঃ পুন উঠে পড়ে প্রেমের আধার॥ আথেব্যথে আচার্য্য করিলেন কোলে। সিঞ্চিত হৈল অঙ্গ নয়নের জলে। সম্বরণ নহে

কৃষ্ণকথানাজীজ্ঞাশে। রাজপথদিয়া প্রভু আইলে একদিন। পচুয়ার সঙ্গে সর্ব্ব উঙ্কৈলেব চিহ্ন॥ মুকুন্দজাতনগঙ্গাস্নানকরিবারে। প্রভুরে দেখিয়া পালায় কমোদ্বরে॥ দেখি জিজ্ঞাশেন প্রভু গোবিন্দের স্থানে। এবেটা আমারে দেখি পালাএন কেনে॥ গোবিন্দ বোলন্ত আমিনাজানি পণ্ডিত। আরকোনো কার্য্যে বা চলিলা কোন ভিত॥ প্রভু বোলে বুঝিনাও জেনাগি পলায়॥ বহির্মুখ সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥ এবেটা পচ এজত বৈষ্ণবের সাঙ্গ। পাজিবৃত্তি টীকা আমি বাখানি জেমাত॥ আমার সম্ভাষ নহে কৃষ্ণের কথন। অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥ মনেতোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে। কপ দেশে প্রকাশ কারেন আপনারে॥ প্রভু বোলে আরবেটা দিন কথোক। হাসিবলেন॥ পালাইবা কোথা এতাইবা মোর পাকা॥ হাসিবলেন প্রভু আগে পড়ি কথো দিন॥ তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিহ্ন॥ এমন বৈষ্ণব আমি হইব সংসারে। অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥ শুনভাই এইসব আমার বচন॥ বৈষ্ণব আমী সর্ব্বারি [illegible] লক্ষন॥ আমারে দেখিয়া জেবে জেসব পলায়। তাহারাও জেন মোর কীর্ত্তি গুণ গায়॥ এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে। ঘরে গেলা নিজ শিষ্যবর্গের সহিতে॥ এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর রায়। কে তানে জানিতে পারে জদি না জানায়॥ হেনমতে ভক্তগন নদীয়ায় বৈসে। সকল নদিয়া মত্ত ধনপুত্র আশে॥ সুনিলে কীর্ত্তন সভে করে পরিহাস॥ কেহো বোলে সভ পেট ভরিবার আশে॥ কেহো বোলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার। উদ্ধতের প্রায় নিত্য এ কোন ব্যভার॥ কেহো বোলে কত রূপ পড়িল ভাগবত। নাচিব কাঁদিব হেন না দেখি লিখন পথ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত তের চারি ভাই না গিয়া। নিদ্রা নাহি জাই তাই ভোজন করিয়া॥ ধিরে২ কৃষ্ণ বলিলে কিবা পুন্য নয়। নাচিলে কান্দিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়॥ এইমত পাশণ্ডি যত পাপী গন। দেখিলে বৈষ্ণব সভে করে বিড়ম্বন॥ সুনিঞা বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায়॥

তুমিবিদ্যাছলে। শুনিআহাসেনপ্রভু তোমারাঅতিযোগ্য। তোমারাসিস্যাত মোর এবড় ভাগ্য ॥ হেনমতেপ্রভু গৌড়ায় বিদ্যারসে। সেবকেতে
ইতেনারে অন্য গনি কিসে ॥ চতুর্দ্দিগে হৈতেসব নবদ্বীপেজায়। নবদ্বীপে পড়িলেসে বিদ্যারস পায় ॥ চাটীগ্রাম নিবাসী অনেক তথারে
সে। পড়েন বৈষ্ণব সব রহে গঙ্গাবাসে। সভেই জন্মিলা শ্রীপ্রভুর আজ্ঞায়। সভেই বিরক্ত আচরন সর্ব্বথায় ॥ অন্যোন্যে মিলি
যাসভ পড়িয়া শুনিঞা। করেনগোবিন্দসেবাহুতিতে বসিয়া। সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত। মুকুন্দের গানে দ্রবে সকলমহান্ত।

আদি ৮

বিকালে আসিযা জত ভাগবতগন। অদ্বৈতসভায় আসি হয়েন মিলন ॥ জেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত। হেন নাহি জানে কেবা পড়ে
কোন ভিত ॥ কেহো হাসে কেহো কান্দে কেহো নৃত্য করে। গড়াগড়ি জায় কেহো বস্ত্র না সম্বরে ॥ হুঙ্কার করয়ে কেহো মালসাট মা ৪৫
রে। কেহো গিয়া মুকুন্দের দুইপায়ে ধরে ॥ এইমত উঠে পরমানন্দ সুখ। না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ ॥ প্রভুমুকুন্দেরে বাধিতি ৪৬
বড় সুখ মানে। দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে। প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাকি বাখানে মুকুন্দ। প্রভু বলে আর কিছু নাহে দ্বন্দ

ন্দ। মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে। পক্ষপ্রতিপক্ষ করি প্রভু সনে লাগে ॥ এইমত প্রভু নিজ সেবক চিনিঞা। জিজ্ঞাসেন ফাকি সবে
জায়েন হারিঞা। শ্রীনিবাস আদি করি ফাকী জিজ্ঞাসেনে। মিথ্যাবাক্যব্যয় ডরে সভে পালায়েন ॥ সহজে বিরক্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণব্যাখ্যা বিনু বিনু কিছু নাহি বাসে ॥ দেখিলেই সভে ফাকি জিজ্ঞাসে। প্রবোধিতে নারে কেহো রোষে উপহাসে ॥ যদি কেহো
দেখে প্রভু আইসেন দূরে। সভে মেলি পালায় ফাকি জিজ্ঞাসার ডরে ॥ কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসিলে সভে ভাল বাসে। ফাকি বিনে প্রভু

উলটিয়াচা । হিতেনাপায় আর দেখা ।। কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণেং পাই । পরম বিস্ময় হয়া চিন্তে শচীমাতায় ।। আই চিন্তে বুঝি এই কারণ ইহার ।
একমায় অধিষ্ঠান আছে কমলার ।। অতএব জ্যোতি দেখি পদ্মগন্ধ পাই । পুর্ব্ববত হবে দারিদ্র দুঃখ নাই ।। এই লক্ষ্মী বধূ গৃহে আসিতে
বেমিনা । কোথাহৈতে নাজানি সব আসিয়া মিলিলা ।। এইমতি নানামত কথা দেবী কহে । ব্যক্ত হয়্যা প্রভু তত্ত্ব কহ কেহ নহে ।। ঈশ্বরের
নীলা বুঝিতে শক্তিকার । কিকাপেকারণ কোনো কার্য্য ব্যবহার ।। ঈশ্বরে যে আপনায় নাজায় সবে । লক্ষ্মী হো জানিতে শক্তি নাহি করেত
বে ।। এইসব শাস্ত্র বেদ পুরাণে বাখানে । জারে তারক্ষ পা হয় সেই জন জানে ।। এইমত গোপ্ত ভাবে আছে দ্বিজরাজ । অধ্যয়ন বিনে আর না
হি কোনো কাজ ।। জিনিঞা কন্দর্প কোটি রূপ মোনোহর । প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবন্য সুন্দর ।। আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন । অধরেতে
তাম্বুল দিব্য বস্ত্র পরিধান ।। সর্ব্বদায় পরিহাস মূর্ত্তি বুদ্ধিবনে । সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে জবে প্রভু চলে ।। সর্ব্ব নবদ্বীপ ভ্রমে নবদ্বীপ পতি । পুস্তক
রূপে করে দেবী সরস্বতী । নবদ্বীপে হেন নাই পণ্ডিতের নাম । জে আসিয়া বুঝিবেন প্রভুর ব্যাখ্যান ।। সবে এক গঙ্গাদাস মহাভাগ্যবান ।
জার ঠাঞি করে প্রভু বিদ্যার সন্ধান ।। সকল সংসার দেখি বোলে ধন্য ২ । এবা লক্ষ্মী জার ঘরে তার কোন দৈন্য ।। জতেক সুন্দরী দেখে মদন
সমান । পাষণ্ডি সকল দেখে যম বিদ্যমান ।। পণ্ডিত সকল দেখে জেন বৃহস্পতি । এইমতি দেখে সব জার জেইমতি ।। দেখি বিশ্বম্ভরের
রূপ বৈষ্ণব সকল । হরিষ বিষাদ ভাবি মোনে রহে সব ।। হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস । কি করিব বিদ্যায় হইল কাল বশ ।। মোহিত
বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায় । দেখি প্রভু তবো কেহো দেখিতে না পায় ।। সাক্ষাতেই প্রভু দেখি কেহো হো বলে । কি কার্য্যে গোঙাও কাল

1193

প্রথমত্ব এসঅস্তজিনিঞা মদনে। বামপার্শ্বে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষনে॥ কি সোভাকি সুখ মিঞ বরঘরে। কোনো জনা তাহা বর্ন্নি বারে শক্তি ধরে॥ তবে সেথে বন্দ্য উত্ত্করি তেক ন্যাদান। বসিলেন জেন দেখি চিত্রের সমান॥ জেচরনে পাদ্য দিয়া সঙ্কর ব্রহ্মার। জগত সৃজিতে শক্তি হইল সভার॥ হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিল বিপ্রবর। বস্ত্রাঙ্কুরি গন্ধ মাল্য সোভে কলেবর॥ যথাবিধি বিক্রমে কন্যা কৈল সমর্পন। আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল দ্বিজগন॥ তবে অনন্ত বহার জেবা আছে। পাতিব্রত্য গান করিলেন তার পাছে॥

সেরাত্রিতথায় থাকি আর দিনে। গৃহে আইলেন অস্তলক্ষ্মী দেবী সনে॥ লক্ষ্মীর সহিত অস্ত চড়িয়া দোলায়। বরকন্যা দেখিতে সকল লোক ধায়॥ গন্ধমাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন। কজ্জলে উজ্জ্বল হৈল লক্ষ্মীর নয়ন॥ সর্ব্বলোক দেখি মাত্র এক ২ বোলে। ৪৪ বিশেষেত নারীগন পড়ি গেল ভোলে॥ কত কাল এই ভাগ্যবতি সেবি গৌরি। নিস্কপটে সেবিলেক কত তাপ করি॥ অল্প ৪৪ ভাগ্যে কন্যার হেন স্বামি না হি মিলে। এই হর গৌরি বুঝি কেহো ২ বোলে॥ কেহো বোলে ইন্দ্র শচী রতি রা মদন। কোনো নারী বোলে

লেখ হইল লক্ষ্মী নারায়ণ॥ হেনমতে বাদ্য গীত নিত্য কোলাহলে। নিজ গৃহে অস্ত আইলেন সন্ধ্যা কালে॥ তবে শচী দেবী বিপ্র পত্নিগন লৈয়া। পুত্রবধু ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া॥ বিপ্র আদি ভাট নট যত বাদ্য নিয়া। সবস্তসিলেন ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া॥ জেসুন লক্ষ্মীশ্বর বিবাহ প্রলয় কথা। তাহার সংসার বন্ধ নাহয় সর্ব্বথা॥ প্রভুর পার্শ্বেতে লক্ষ্মী হৈলা অধিষ্ঠান। শচী গৃহে হইল পরম জ্যোতির্ধাম॥ নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে। পরম অদ্ভুত জ্যোতি লখিতে না পারে॥ কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা॥

নৃত্যগীত নানা বাদ্য বাজায় নটগণে। চতুর্দ্দিগে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনী। মধ্যে চন্দ্র প্রায় বসিয়াছে দ্বিজমুনি॥ ঈশ্বরের গন্ধ মালা দি-
য়া শুভক্ষণে। অধিবাস করিলেন আপ্ত দ্বিজগণে॥ দিব্য গন্ধ তাম্বুল সুগন্ধি মালা দিঞা। তুষিলেন দ্বিজগণে হরসিত হঞা॥
বল্লভ আচার্য্য আসিয়া বিধিরূপে। অধিবাস করি গেলা আপন কৌতুকে॥ প্রভাতে উঠিঞা প্রভু করি স্নান দান। পিতৃগণ পূজি-
লেন করিয়া সম্মান॥ নৃত্যগীত বাদ্য তবে উঠিল মঙ্গল। চতুর্দ্দিগে শুনি এই আনন্দ কোলাহল॥ কত বা মিলিল আসি পতিব্রতাগণ।

কত ইষ্ট মিত্র আইল ব্রাহ্মণ সজ্জন॥ খই কলা তাম্বুল সিন্দুর তৈল দিঞা। স্ত্রীগণে তুষিল দেবী হরসিত হঞা॥ দেবগণ দেব-
বধু সব নররূপে। প্রভুর বিবাহ আসি দেখেন কৌতুকে॥ বল্লভ আচার্য্য এইমত বিধিক্রমে। করিলেন দেব পিতৃকার্য্য হর্ষম-
নে॥ তবে প্রভু শুভলগ্নে গোধুলি সময়। যাত্রা করি আইলেন আচার্য্য আলয়ে॥ প্রভু আইলেন মাত্র সব গোষ্ঠীগণে। আনন্দ সা-
গরে ভাসে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে॥ সম্ভ্রমে আসন দিয়া বিধিমতরূপে। জামাতারে বসাইলেন পরম কৌতুকে॥ শেষে সর্ব্ব অলঙ্কা-

র করিয়া তুষিতে। লক্ষ্মীকন্যা আনিলেন প্রভুর সাক্ষাতে॥ হরিধ্বনী সর্ব্বলোক লাগিলা করিতে। তুলিলেন লক্ষ্মীকন্যা পৃথিবী
হইতে॥ তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষীন করি সপ্তবার। জোড় হাথে রহিলেন করি নমস্কার॥ তবে শেষে হইল পুষ্প ফেলা ফেলি।
লক্ষ্মী নারায়ণে হৈলা মহা কুতুহলি॥ দিব্য মালা দিলেন লক্ষ্মী প্রভুর চরণে। নমস্কার করিলেন আত্মসমর্পণে॥ সর্ব্ব দিগে
মহা২ জয়২ ধ্বনী। উঠিল পরমানন্দ আর নাহি শুনি॥ হেনমতে শ্রীমুখ চন্দ্রিকা করি রসে। বসিলেন লক্ষ্মী প্রভু করি বাম পাশে॥

দৈবে পথে দেখা হইল গৌরচন্দ্র সঙ্গে। তারে দেখি আনন্দিত কৈল প্রভু রঙ্গে॥ প্রভু কহে আচার্য্য গিয়াছিলা কোন ভিতে। বিপ্র বোলেন তোমা
র জননী সম্ভাষীতে। তোমার বিবাহ হেতু কহিল তাঁর স্থানে। না জানি না শুনি প্রভু না কহিল মনে। শুনি তার বচন ঈশ্বর মৌন হইলা।
তাহারে ত সম্ভাসিয়া প্রভু ঘর আইলা॥ জননীরে হাসিয়া বলিল সেই ক্ষনে॥ আচার্য্যের সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে। পুত্রের ইঙ্গিত
পাঞা সচী হরষীতা। আর দিন বিপ্র আনি কহিলেন কথা॥ সচী বোলেন বাপু কালি জে কহিলা তুমি। শীঘ্র তাহা করাও বলির

আদি ৮

তবে আমি॥ সচীর চরনধুলা লইল ব্রাহ্মণ। সেইক্ষনে চলিলেন বল্লভ ভবন॥ বল্লভ আচার্য্য তবে দেখিয়া ব্রাহ্মনে। বহুমা
ন্য করি তারে বৈসাইল আসনে॥ আচার্য্য বোলেন সুন আমার বচন। অবিলম্বে বিচার করহ কি কারন॥ মিশ্র পুরন্দর সুত নাম
বিশ্বম্ভর। পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুনের সাগর॥ তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়। কহিলাম কর ইহা যদি মোনে লয়॥ সুনিঞা
বল্লভ মিশ্র বোলেন হরিষে। সেহেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবসে॥ কৃষ্ণ জদি সুপ্রসন্ন হন আমারে। অথবা কমলা গৌরি সন্তো

৪৩
৪৩

ষ কন্যারে॥ তবে সে আসিয়া হেন মিলয়ে জামাতা। অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা॥ সবে এক কথা বলিতে লজ্জা পাই॥
আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই॥ কন্যামাত্র দিব পঞ্চ হরিতকি দিঞা। এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া॥ বল্লভ মি
শ্রের বাক্য সুনিঞা আচার্য্য। সন্তোষে আইলা সীঘ্র সিদ্ধ করি কার্য্য॥ সিদ্ধ কথা কহিলেন আসি সচী স্থানে। সফল হইল কা
র্য্য কর শুভক্ষনে॥ আপ্তলোক সব সুনি হরষিত হৈলা। সবেই উদ্যোগ আসি করিতে লাগিলা॥ অধিবাসন গন্ধ করিলেন শুভ দিনে।

৩ কনিষ্ঠ গোতস্ত্রাগায় পদরিতাহার ৭৩

৩ সেইস্থানেচৈতন্যের বিদ্যার আমোদ।৩

বন্ধেএমতহইনবন্ধ।গঙ্গাস্নানেচলিলানইএসব্বসান্ধি।এইমত বিদ্যারসেঈশ্বর বিহরে।গঙ্গাস্নানকরিয়াচলিলাঘরেঘরে।মুকুন্দসঞ্জ
যতারাবড়ভাগ্যবান।তাহার পুত্রকে প্রভুআপনিপড়ান।যাহারমান্দিরে বিদ্যাবিনাদেপচায়।তাহারাও প্রভুপ্রতি তত্ত্বশব্দপ্রায়।বড়
চণ্ডিমণ্ডপ আছয় তারঘরে।চতুর্দিগে বিস্তর পড়ুয়াতাহেধরে।গোষ্ঠীকরিয়াতাহাপড়ানদ্বিজরাজ।প্রভুবোলে নন্দিকায় দ্বান্দনা
হিসাবর্ম কতকপক্ষাকাঙ্ক্ষা করেন কতেক পণ্ডিত।অধ্যাপক প্রতি আক্ষেপ অনুক্ষণ।হেনজন নাহি ফাকি বনুক আমারে।তবেজানি গুণ্ডানি
শ্রীপদবী তাহারে।এইমত বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে।ক্রীড়াকরে চিনিতেনাপারে কোনোদাসে।কিছু মাত্র দেখি মাত্র পুত্রের যৌবন।বি
বাহের কার্য চিন্তয় অনুক্ষণ।হেনেনবদ্বীপে এক আছে সুব্রাহ্মণ।বল্লভ আচার্য নাম জনকের সম।[illegible]কন্যা নাম আছে লক্ষ্মী
বতি।নিরবধি চিত্তে বিপ্র তার যোগ্য পতি।দৈবে একদিন লক্ষ্মী গেলা গঙ্গাস্নানে।গৌরচন্দ্র হেনই সময় [illegible] ঈশ্বানে।নিজলক্ষ্মী
চিনিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র।লক্ষ্মীহ বন্দিলা মনে প্রভুপদদ্বন্দ্ব।হেনমতে দোঁহা দোঁহে চিনি ঘরে গেলা।কে বুঝিতে পারে প্রভু গৌ
রচন্দ্রের খেলা।ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র বনমালি নাম।সেইদিন আইলা তিঁহো শচীদেবীস্থান।নমস্করি শচীরে বসিলা দ্বিজবর।আসন দিলে
নশচীকরিয়া আদর।আইবোলেন তবে বনমালিরে আচার্য।পুত্রের বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য।বল্লভ আচার্য কুলে শীলে সদা
চার।নবদ্বীপে মধ্যে বেসে নির্দ্দোষ তাহার।তার কন্যা লক্ষ্মী প্রিয়া রূপে শীলে গুণে।সে সম্বন্ধ কর ইচ্ছা যদি লয় মনে।দেবী বোলে
পিতৃহীন বালক আমার।জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য তার।শচীর বচনে বিপ্র রস না পাইয়া।চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া।

বে৩

1197

পণ্ডিত পরকাশ ৷ স্বতন্ত্র যে সুখি চিত্তে তারে পরিহাস ৷৷ প্রভু বোলে ইথে আছে কোন বড় জন ৷ আসিয়া অখণ্ড কদেখি আমার স্থাপন ৷৷
সন্ধি কার্য্য নাহি জানিয়া কোন ২ জনা ৷ আপনে চিন্তয়ে সুখে প্রবোধে আপনা ৷৷ অহঙ্কারে করি লোক তানে মর্ম্ম হয় ৷ জেবা জানে তার
চাক্রি স্বামি না তিলভয় ৷৷ সুনিএ সম্বরারি গোপ্ত আপন টংকার ৷ না বোলএ কিছু কার্য্য করে আপনার ৷৷ তথাপিহ তারে প্রভু চালেন যা
দায় ৷ সেকক দেখিয়া বড় সুখি গোর রায় ৷৷ প্রভু বোলে বেথ তুমি ইহাকে নেপচ ৷ নতা পাতা দিয়া গিয়া রোগি কর দচ ৷৷ ব্যাকরন্সা

স্ত্র এই বিসম অবধি ৷ কফ পীত অজীর্ন্ন ব্যবস্থা নহে বিধি ৷৷ মনের চিন্তে তুমি কিবু বিবে ইহা ৷ অবেচন তুমি রোগী দড় কর গিয়া ৷৷
কদ্রগ সম্বরারি পরম ধীর তর ৷ তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর ৷৷ পিতুত্তর দিন কেনে নর্দ্দিত ঠাকুর ৷ সতারে চালন করসো
বেকর দর ৷৷ সুত্রবৃত্ত পাজি টীকা জত হেন কর ৷ আমারে জিজ্ঞাসি কেবা না পাইল উত্তর ৷৷ বিনে জীজ্ঞাসিয়া বল কিবু কিনাও

আদি
৮

৪২
৪২

ক্রে ৷ ঠাকুর ব্রাহ্মন তুমি কিবু নিব মু দিঃ ৷৷ প্রভু বোলে ব্যাকরণ আজি জে পচিনা ৷ ব্যাখ্যা করে গুপ্ত পরে শুনিতে নাগিনা ৷৷ গুপ্ত

বোলে এক ব্যাখ্যা প্রভু বোলে আর ৷ প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে গুনা রে জীনিবার ৷৷ প্রভুর প্রভাবে গোপ্ত পরম পণ্ডিত ৷ মুরারির ব্যাখ্যা সু
নি প্রভু হরষিত ৷৷ সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্মহস্ত ৷ মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত ৷৷ চিন্তয় মুরারি গোপ্ত আপন হৃদয় ৷ প্রাকৃত
মনুষ্য কভু এ প্রকাশ নয় ৷৷ শ্রীহস্ত পরশে মোর পরমানন্দ ময় ৷ ইহন উদ্ভুতা অ আমি মনেরে হয় ৷৷ চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু না
জনাই ৷ এমন সুবুদ্ধি নবদ্বীপে নাহি পাই ৷৷ সন্তোষিত হইয়া বলিল বিশ্বম্ভর ৷ চিন্তিব তোমার স্থানে সুন বিশ্বম্ভর ৷৷ ঠাকুরে সে

নিত্যানন্দ। দেখিব বেষ্টিত চণ্ড দিগে ভক্তবৃন্দ॥ সর্ব্বভাবে স্বামী জেন হয় নিত্যানন্দ। তাহান হইয়া ভজে জেন তাঁরে গৌরচন্দ্র॥ নিত্যান
ন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত। জন্মে২ পড়িবাঙ এই অভিমত॥ জয়২ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র। দিলাঙ নিলাঙ তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিহ হইঙ্গ কৃপাক্ষর মহাশয়। তোমাতে তাহাতে জেন চিত্ত বিত্ত রয়॥ তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়। বিনে ও মিনাদিনেও কোন
জন পায়॥ বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমি নিত্যানন্দ। জাবত আপনা প্রকাশয় গৌরচন্দ্র॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের তীর্থপর্য্যটন। ইহা জেই

শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ✿॥ ✿॥ ৭॥ ✿॥ ০॥
জয়২ গৌরচন্দ্র প্রভু মহেশ্বর। জয়২ নিত্যানন্দ প্রিয় কলেবর॥ জয় শ্রী গোবিন্দ দ্বারপালকের নাথ। জীবপ্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টি
পাত॥ জয়২ জগন্নাথ পুত্র বিপ্ররাজ। জয় হউক তোমার জত ভক্ত সমাজ॥ জয়২ কৃপাসিন্ধু কমললোচন। হেন কৃপাকর তর যশে
রহু মন॥ আদিখণ্ড শুন ভাই চৈতন্যের কথা। বিদ্যার বিনাষ করিলেন জথা২॥ হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর। রাত্রি দিন

বিদ্যারসে নাহি অবসর॥ উষঃকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ। পড়িতে চলেন প্রভু ভক্তগণ সাথ॥ আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের স
ভায়। পক্ষপ্রতি পক্ষ প্রভু করেন সদায়॥ প্রভুস্থানে পুঁথি না চিন্তয়ে জেই জন। তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ॥ পড়িয়া
বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে। জার জত গণ নঞা বৈসেন চতুর্ভিতে॥ নাহি চিন্তে মুরারী গোপ্ত পুথি প্রভুস্থানে। অতএব প্রভু তানে
চালেন অনুক্ষণে॥ যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। বৈসেন সভায় প্রভু করি বীরাসন॥ চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সুভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতি॥ শ্রীগৌরসুন্দর বেশ মদন মোহন। ষোড়শ বৎসর প্রভুর প্রথম জৌবন॥ বৃহস্পতি জিনিয়া

শুনে।

নিরবধি বিহরেন কালিন্দির তীরে। সিশুসঙ্গে বৃন্দাবনে নিরন্তর খেলে॥ জদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরেণ সর্ব্বশক্তি। তথাপিহ কাহারেও দিতে
না রেন ভক্তি॥ জবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ॥ তাঁর আজ্ঞা নিত্যা ভক্তিদানের বিলাশ॥ কেহো কিছু না করে চৈতন্য আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা কিছু নাহি প্রভুর গণে॥ কি অনন্ত কি শিব কি অজাদি দেবতা। চৈতন্য আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা॥ ইহাতে পাপীগ
ন মোনে দুঃখ পায়। বৈষ্ণবের অগ্যাপে পাপি শক্তি মায়॥ সাক্ষাতেই এসব দেখহ ত্রিভুবনে। নিত্যানন্দ দ্বারায় পাইল প্রেমধনে॥ আ
মার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। এ বড় রহস্য শুনিঞে ধরিয়ে অন্তর॥ চৈতন্যের আদিভক্ত নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্যের জশ বৈসে জাহার জি
হবায়॥ অহর্নিশি চৈতন্যের প্রভুকথা কহে। নিত্যানন্দে ভজিলে চৈতন্যে ভক্তি হয়ে॥ আদি ভক্ত জয় ২ নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্য মহিমা ৪১
স্ফুরে জাহার কৃপায়॥ চৈতন্য কৃপায় হয়ে নিত্যানন্দে রতি। নিত্যানন্দে জানিলে আপদ নাহি কতি॥ সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে ৪২
। জে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে॥ কেহো বোলে নিত্যানন্দ জেন বলরাম। কেহো বোলে চৈতন্যের বড় প্রিয় ধাম। কিবা যোগী নিত্যান
ন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী। জার জেবা ইচ্ছা তাহা না বোলয়ে কেনি॥ জে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নয়। আমার সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়॥
এত পরিহারেও জে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥ কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি। মন্দ বোলে হেন দেখ
সে সকল স্তুতি॥ নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল। তবে জে কলহ দেখ সব কৃষ্ণ রঙ্গ॥ ইথে এক জনের পক্ষ হই গালে তজে। অন্যে
র নিন্দা করে ক্ষয় জায় সে। নিত্যানন্দ স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়। তার পাদপদ্ম মাত্রে কৃষ্ণ ভক্তি হয়॥ হেন দিন হবে কি চৈতন্য

আদি ৭

কৃষ্ণপ্রেমে নাজানয়ে কিবা দিনরাতি ৷৷ কথোদিন মাধবিন্দ্র সঙ্গে নিত্যানন্দ। থাকিয়া চলিলা সেসো জথা সেতুবন্ধ ৷৷ মাধবিন্দ্র চলিলা
সরযূ দেখিবারে ৷৷ কৃষ্ণাবেশে কেহো নিজ দেহ না সম্বরে ৷৷ অতএব জিবনরক্ষা নহে সেবিরহে। বাহ্যে থাকিলে কি বিচ্ছেদে প্রান রহে ৷৷
নিত্যানন্দ মাধবিন্দ্র দোঁহে দরশনে। জেশুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন ৷৷ হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে কৃষ্ণরসে। সেতুবন্ধে আইলেন
কথোক দিবসে ৷৷ ধনুতীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর। তবে আইলা প্রভু বিজয়ানগর ৷৷ মায়াপুরি অবন্তি দেখি গো-
দাবরি। আইলা বিজয় নরসিংহ দেবপুরি ৷৷ ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুন্যস্থান। সেশে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান ৷৷ আইলেন
নীলাচলচন্দ্রের নগরে। ধ্বজা দেখি মুর্চ্ছা হৈলা সকল শরীরে ৷৷ দেখিলেন চতুর্ব্যুহরূপ জগন্নাথ। প্রকট পরমানন্দ ভক্ত
জন সাথ ৷৷ দেখি মাত্র হইলেন আনন্দে মুর্চ্ছিত। পুনবাহ্য হয় পুন পড়য় ভূমিত ৷৷ কম্প স্বেদ অশ্রু পুলক আছাড় হুঙ্কার ৷৷
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ৷৷ এইমত কথোদিন থাকি নীলাচলে। দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে ৷৷ তার তির্থজা-
ত্রা সব কে কহিতে পারে। কিছু লিখিলাঙ তার কৃপা অনুসারে ৷৷ এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দরায়। পুনর্ব্বার আসিয়া মিলি-
লা মথুরায় ৷৷ নিরন্তর বৃন্দাবনে করেন বসতি। কৃষ্ণের আবেশে না জানে দিনরাতি ৷৷ আহার নাহিক কদাচিত দুগ্ধপান। সে-
হো অজাচিত কেহো করে দান ৷৷ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছেন গুপ্তভাবে। ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ৷৷ আপন ঐশ্ব-
র্য্য প্রভু প্রকাশিব জবে। আমি গিয়া করিব আপন সেবা তবে ৷৷ এইমান্য করি নিত্যানন্দরায়। মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে

উত্তর না স্ফুরে কণ্ঠ প্রেমে রুদ্ধ হৈল। হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্র পুরি। বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি॥ ঈশ্বর পুরি ব্রহ্মানন্দ পুরি আদি যত। সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত॥ যত ভক্ত মহাজন সম্ভাষা করেন। কৃষ্ণ প্রেম কার শরীরে না দেখেন॥ সভে পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিঞা। অতএব দোঁহে ভ্রমেন বন দেখিয়া॥ অন্যোন্যে হৈল সব দুঃখ দুহের নাশ। অন্যোন্যে দেখি কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ॥ মাধবেন্দ্র পুরি নিত্যানন্দ করি সঙ্গে। ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণ কথা পরমানন্দ রঙ্গে॥ মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত

কথন। মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥ অহর্নিশি কৃষ্ণ প্রেমে মত্তপের প্রায়। হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়॥ নিত্যানন্দ মহামত্ত গো-

আদি ৭

বিন্দের রসে। ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে॥ দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ। নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন॥ রাত্রি দিন কেহো নাহি জানে প্রেমরসে। কত কাল যায় কেহো তিলার্দ্ধ না বাসে॥ মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান। কে বা জানে তাহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥ মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে। নিরবধি নিত্যানন্দের সংহতি বিহরে॥ মাধবেন্দ্র বোলে প্রেম না দেখিল

৪০

৪০

কোথা। সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা॥ জানিনু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি। নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥ যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়। সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥ নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে। আনন্দে পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই স্থানে॥ নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। ভক্ত হৈলেও সে কৃষ্ণ প্রিয় নহে॥ এই মাধবেন্দ্র পুরি নিত্যানন্দ প্রতি। অহর্নিশি বোলেন করেন রতি মতি॥ মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। গুরুবুদ্ধি ব্যতিরেক আন নাহি কয়॥ এই মতে অন্যোন্যে দুই মহা-
মতি।

১০২

ফানগরে। দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিন সাগরে। তবে গেলা নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তপুরে। তবে গেলা পঞ্চঅপ্সরা সরোবরে॥ গোকর্ণাক্ষ
গেলা শিবের মন্দিরে। কেরল ত্রিগর্তকে বুলে ঘরে২॥ দ্বৈপায়নি আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দরায়। নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমে
লীলায়॥ রেবা মাহেশ্বরি পুরি মল্ল তীর্থে গেলা। সুর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচ্যে চলিলা॥ এইমত অভয় পরমানন্দ রায়। ভ্রমেন নি
ত্যানন্দ কেথাও ভয় নাহি পায়॥ নীরন্তর কৃষ্ণাবেশে সরীর অবশে। ক্ষনে হাসে ক্ষনে কান্দে কে বুঝে সে রসে। এইমত নিত্যা
নন্দ ভ্রমেন বনে২। দৈবে মাধবেন্দ্র সনে হৈল দরশনে। প্রেমময় জত সব প্রেম অনুচর। কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার॥ মাধবপু
রির দেহে কৃষ্ণের বিহার॥ জার সিষ্য প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি। কি কহিব তাঁর আর প্রেমের বড়াঞি। মাধব পুরীরে দেখি
লেন নিত্যানন্দ। ততক্ষনে প্রেমে মুর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ॥ নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধব পুরি। পড়িলা মুর্চ্ছিত হঞা আপনা পাস
রি॥ ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সুত্রধার। আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বোলে বার২॥ দোঁহে মুর্চ্ছা হইলেন দোহার দর্শনে। কান্দে ঈশ্ব
র পুরি আদি সিষ্যগনে। ক্ষনেকে হইলা বাহ্য দৃষ্টি দুই জন। অন্যোন্যে ধরিয়া গলা করেন ক্রন্দন॥ বালে গড়াগড়ি জায় দোঁহে দে
ব সে। হুঙ্কার করয় দোঁহে কৃষ্ণের আবেশে॥ প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে। পৃথিবি হইলা সিক্ত ধন্য হেন মানে। কম্প অশ্রু
পুলক ভাবের অন্ত নাই। দুই দেহে বিহরই চৈতন্য গোসাঞি॥ নিত্যানন্দ বোলে জত তীর্থ করিলাঙ। সম্যক তাহার ফল আ
জি পাইলাঙ॥ নয়নে দেখিলু মাধবপুরির চরণ। এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥ মাধবেন্দ্র পুরি নিত্যানন্দ করি কোলে। ।

পুনস্কান ৷৷ গোমতি গণ্ডকি সোমতী থৈ স্নান করি ৷ তবে গেলা মহেন্দ্র পর্ব্বত চুড়াপরি ৷৷ পরশুরামেরে তবে কৈলেন নমস্কার ৷
তবে গেলা গঙ্গাজন্ম ভুমি হরিদ্বার ৷৷ পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরি ৷ বিন্ন তীর্থে পীপাসায় মর্জ্জন আচরি ৷৷ কার্ত্তিক দে
খিয়া নিত্যানন্দ মহামতি ৷ শ্রীপর্ব্বতে গেলা যথা মহেশ পার্ব্বতি ৷ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণি রূপে মহেশ পার্ব্বতি ৷ সেই শ্রীপর্ব্বতে
দোহেঁ করেন বসতি ৷৷ নিজ ইষ্ট দেব চিহ্নিলেন দুইজনে ৷ অবধূত রূপে তীর্থ করে পর্য্যটনে ৷৷ পরম সন্তোষ দোঁহে অতিথি দে

খিয়া ৷ পাক করিলেন দেবী হরষিত হয়্যা ৷৷ পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে ৷ হাসে নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে ৷৷ কি
অন্তরের কথা হৈল কৃষ্ণ সে জানেন ৷ তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড় গেলেন ৷৷ দেখি যাবঙ্কট মাথ কামকৃষ্ণ পুরি ৷ কাঞ্চি হরিদ্বার দিয়া গে
লেন কাবেরি ৷৷ তবে গেলেন শ্রীরঙ্গনাথের পুনস্কান ৷ তবে কৈলেন হরিদ্বারে পয়ান ৷৷ ঋষভ পর্ব্বতে গেলা দক্ষিণ মথুরা ৷ কৃতমালা
তাম্রপর্ণি যমুনা উত্তরা ৷৷ মলয় পর্ব্বত গেলা অগস্ত্য আলয় ৷ তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয় ৷৷ তাসভার আদর লইয়া নি

আদি ৫

৩৯

ত্যানন্দ ৷ বদরিকাশ্রমে গেলা বড়ই আনন্দ ৷৷ কথোকাল রহিলেন নর নারায়ণের আশ্রমে ৷ আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে ৷৷ তবে নি
ত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয় ৷ ব্যাস চিহ্নিলেন বলরাম মহাশয় ৷৷ সাক্ষাত হৈলা ব্যাস অতিথ্য করিলা ৷ প্রভু ব্যাসেরে দণ্ড প্রণাম
হৈলা ৷৷ তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভুবন ৷ দেখিলেন বসিয়া আছেন বৌদ্ধগণ ৷৷ জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর নাহি করে ৷ ক্রু
দ্ধ হয়্যা প্রভু লাথি মারিলেন শীরে ৷৷ পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া২ ৷ বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ৷৷ অব প্রভু আইলেন কন্যা

হাঁরে ভক্তিচৈতন্য মহত্ব। সুনচৈতন্যের প্রিয়তমের কথন। জেমনেক করিলা তীর্থমণ্ডলী ভ্রমন।। প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর। বৈদ্য
নাথ বোনে তবে গেলা ত্র্যম্বকেশ্বর।। গয়া দিয়া কাশী গেলা শিবরাজধানি। জথা ধারা বহে গঙ্গা উত্তর বাহিনি।। দেখি গঙ্গা বড় সুখি
নিত্যানন্দ রায়। স্নান করি পান করে আর্ত্তি নাহি জায়।। প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃ স্নান। তবে মথুরায় গেলা নিজ জন্ম
স্থান।। জমুনা বিশ্রাম ঘাটে করি জলকেলি। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে ভ্রমেন কুতুহলি।। বৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশ বন। একে২ সর্ব্ব প্রভু
করেন ভ্রমন।। গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া। বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া।। তবে প্রভু মদন গোপাল নমস্করি। চ
লিলা হস্তিনাপুরি পাণ্ডবনগরি।। নিজস্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন। মানুষে তিলেক ভক্তি সুনেহ কারণ।। বলরাম কীর্ত্তি দে
খি হস্তিনানগরি। তাহি হলধর বলি নমস্কার করি।। তবে দ্বারকায় আইলা প্রভু নিত্যানন্দ। সমুদ্রে করিয়া স্নান হইলা আন
ন্দ।। সিদ্ধেশ্বর গেলা জথা কপিলের স্থান। মৎস্যতীর্থে মহোৎসবে করিল অন্নদান।। শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে বিপ্রগন মহা মহা দ্বন্দ্ব।। কুরুক্ষেত্রে পৃথুদক বিন্দু সরোবর। প্রভাষ গেলেন সুদর্শন তীর্থবর।। ত্রিতকূপ মহাতী
র্থ গেলেন বিশালা। ব্রহ্মতীর্থ দিয়া চক্রতীর্থেরে চলিলা।। প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতি। নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহাম
তি। তবে গেলা নিত্যানন্দ অজোধ্যানগর। রামজন্ম ভোমি দেখি কান্দিলা বিস্তর।। তবে গেলা গুহক চণ্ডাল ঘর জথা। মহামো
হ নিত্যানন্দ পাইলেন তথা।। গুহক চণ্ডাল মাত্র হইলা স্মরণ। তিনদিন আছিলা আনন্দে অচেতন।। জে জে বনে আছিলা চান্দ্র
রাম চন্দ্র। দেখিয়া বিরহে গড়ি জায় নিত্যানন্দ।। তবে গেলা সরজু কৌশিকি করি স্নান। তবে গেলা পৌলস্ত্য আশ্রম

হনুমান বোলে তোর রাবন শ্বশুর। তারে নাহি বক্রবুদ্ধি পালা বেটা ঘর॥ হই জলে হয় গানাগানি। সে দেহ হয় কিনা কিছু নিতে বেথু
নাচুনি॥ কতক্ষনে কৌতুকে জিনিঞা রাক্ষসে। গন্ধমাদন আসি হইলা প্রবেশে॥ তথা গন্ধর্বের বেশ হইলা সিসুগন। তা সভার শ
নের নকেন কাশ ক্ষণ॥ সীরে করি আনিলেন গন্ধমাদন। দেখি হর্ষ অতি বড় হৈলা সিসুগন॥ আর এক সিশু আইন বৈদ্য বেশ
ধরি। কর্ণে শব্দ দিলেন নাকে শ্রীরাম স্মঙরি॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনি। দেখি মাতা পিতা আসি হাসে সর্ব্বজন॥ কোলেক
রি পুত্র আনি হাড়াই পণ্ডিত। সকল বালক গন হৈলা হরষিত॥ সভে বোলে বাপ ইহা কোথাতে সিখিলা। হাসিয়া বোলেন প্রভু এসব
মোর লীলা॥ প্রথম বয়স হয় অতি সুকুমার। কোন ক্রীড়া শক্তি আছে এড়িবার॥ সর্ব্ব লোক পুত্র হৈতে অতি স্নেহ বাসে। চি
হ্নিতে না পারে কেহো বিষ্ণুমায়া বশে॥ হেন মতে সিসু কাল হৈতে নিত্যানন্দ। কৃষ্ণলীলা বিনু আর না করে আনন্দ॥ পিতামা
তা গৃহ ছাড়ি সর্ব্ব সিসুগন। নিত্যানন্দ সঙ্গে তিবি হরে সর্ব্বক্ষণ॥ সে সব সিসুর পায়ে রহু নমস্কার॥ নিত্যানন্দ সঙ্গে জার এমন
বিহার॥ এইমতে ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়। সিসু হৈতে কৃষ্ণলীলা আর নাহি ভায়॥ অনন্তের লীলা কেবা কহিবারে পারে। তাহার
কৃপায় জেন মত স্ফুরে জারে॥ হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে। নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥ তীর্থ জাত্রা করিলেন বিং
শতি বৎসর। তবে শেষে আসিবেন চৈতন্য গোচর॥ নিত্যানন্দ তীর্থ জাত্রা সুন আদিখণ্ডে। জে প্রভুরে নিন্দে পাপী পাপিষ্ঠ পাষ
ণ্ডে॥ জে প্রভু করিল সর্ব্ব জীবের উদ্ধার। করুনা সাগর জাহা বহি নাহি আর॥ জাহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব। জে প্রভুর

৩৮ ৩৮

1206

সীহইনবিস্মিত। সকল বিযোন্ত আসিকহে সিস্তগন।। কেহোনাহি বুঝে এই ভাবের কারন।। পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নষ্টবর। শ্রীরা
মের শোকে প্রান ছাড়িল সত্বর।। কেহো বোলে কাছাকাছি আছয় ছাওয়ান। হনু মান ঔষধ দিলে জে হবে ভান।। পূর্ব্বে অঙ্গ সিখা
ইয়াছিলেন ছাওয়ান সভারে। পড়িলে তোমারা বেড়ি কাঁন্দিহ আমারে।। খানিক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান। না কেদিলে ঔষধ
আসিবে মোর প্রান।। নিজভাবে অঙ্গমাথ হইনা থেতেন।। দেখিবড় বিস্মিত হইনা সিস্তগন।। ছন্ন হইনা সিস্ত সিক্ষা নাহি স্ফুরে।

উঠ ভাই বলি মাথ কাঁন্দে উর্দ্ধ স্বরে।। লোকমুখে সুনি কথা হইনা স্মরণ। হনুমান কাছে সিশু হইনা ততক্ষন।। আর সিশু পথে ধ
বি তপস্মির বেশে। ফলমুল দিঞা হনুমানেরে প্রশংশে।। রহ বাপ ধন্য কর আমার আশ্রম।। বড় ভাগ্যে আসিমিলে তোমা হেন জ
না।। হনুমান বোলে কার্য্য গৌরবে চলিব। সত্বরে চলিব রহিবারে না পারিব।। সুনিয়াছ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মনে। শক্তিশে
ল তারে মুর্চ্ছা করিলে রাবনে। অতএব জাই থামি গন্ধমাদনে। ঔষধ আনি লের হে তাহার জীবনে।। তপস্মি বোলেন জদি জাই

বা নিশ্চয়। স্নান করি কিছু খাঞা কর হবিজয়।। নিত্যানন্দ সিক্ষামাত্র বানক কথা কহে। বিস্ময় হইয়া সর্ব্ব লোক চাহি রহে।
তপস্মির বোলে সরোবরে গেলা স্নানে। জলে থাকি আর সিশু ধরিল চরনে।। কুম্ভির রূপ ধরি জায় জলে নঞা। হনুমান সিস্ত আনেন্দ
লেতচালি এঞা।। কমোক্ষন রন করি জিনিঞা কুম্ভির। আসি দেখে হনুমান আর মহাবীর।। আর এক সিশু ধরি রাক্ষসের কাছে।
হনুমান খাইবারে জায় তার কাছে।। কুম্ভির জিলেনা মোরে জিনিবা কমনে। তোমাকে খাইব লক্ষ্মন জিয়াবা কেমনে।। ।।

1207

কোনোদিন নিত্যানন্দ হয়েন বামন। বলিরাজা করি চলে তাহার ভবন॥ বৃদ্ধ কাছ সুত্র রূপে ফেরে মানা করে। ভিক্ষান্ন আর গোসে চড়ে ব
নিশীরে॥ কোনোদিন নিত্যানন্দ শেষ বন্ধ কার। ত্বেরে গুর কাষ্ঠ কাটি পেনে মনে॥ সিশুগন লঞা জায় রঘুনাথ বোলে। শ্রীনি
ক্ষমন রূপ ধরি প্রভুয়ে আপনে॥ ধনুক ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে। মুখে শোন লক্ষ্মন বুলি বোলএ আপনে॥ আরে রে বানরা
মোর প্রভু দুঃখ পায়। প্রাননা নই বরদিত রেখাটে আয়॥ সুবেন্দ্র পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুখ। নারিগন লঞা বেটা রমি কর

সুখ॥ কোনোদিন লক্ষ্মন পর হৈরা সেবে। মোর দোষ নাই বিপ পনাহ সত্য বে॥ লক্ষ্মনের ভাবে প্রভু হয় সেই রূপ। বুঝি তেনাপা
রে কেহো পরম কৌতুক॥ পঞ্চ বানরের রূপে বুলে সিসুগন। বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন প্রভু হইয়া লক্ষ্মন॥ কে তোমারা বানর সব বুল বোলে। ৩৭
আমি রঘুনাথের ভৃত্য বোল মোর স্থানে॥ তারা বোলে আমারা বালীর ভত্যু নি। দেখাহ শ্রীরামচন্দ্র লই পদধুনি॥ তাসভারে কো ৩৭
লে করি আইলেন লঞা। শ্রীরাম চরনে পড়ে দণ্ডবত হঞা॥ ইন্দ্রজীত বধ লীলা কোনোদিন করে। কোনো দিন আপনে লক্ষ্মন রূপ

ধরে॥ বিভিষন করিয়া আনেন রাম স্থানে। লঙ্কেশ্বর করি অভিশেক তত ক্ষনে॥ কোনো সিসু বোলে আমি হইল রাবন। শক্তিশেল হা
নি আমি সমরে লক্ষ্মন॥ এত বলি পর্ম্ম পুষ্প মারিল পেলিঞা। লক্ষ্মনের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢুলিঞা॥ মূর্চ্ছা হইলেন প্রভু লক্ষ্মনের
ভাবে। জাগায় ছাওয়াল সব তবু নাহি জাগে॥ পরমার্থে প্রাণ নাহি সকল সরীরে। কান্দএ সকল সিশু হাথ দিঞা সিরে॥ শুনি মা
তা পিতা ধাঞা আইলে সত্বরে। দেখেন পুত্রের প্রাণ নাহিক শরীরে॥ মূর্চ্ছিত হইলা দোঁহে পড়িলা ভূমিতে। দেখি সর্ব্ব লোক আ

কোনোদিন সিশুসঙ্গে নল খড়ি নঞা। সক্টে করিয়া তবে পেলেন ভাঙ্গিঞা॥ নিকটে বৈসএ নন্দ গোয়ালার ঘরে। অনক্ষিতে সিশু গিঞা
ঘরে চুরি করে॥ তাহা ছাড়ি সিশুগন নাহি রহে ঘরে। রাত্রিদিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥ জাহার বালক তারা কিছুই না বলে। সভে তেনঞা
স্নেহ করি রাখে নিজ কোলে। সভে বোলে দেখি নাই এমন দেখি খেলা। কেমতে জানিন সিশু হেন কৃষ্ণ লীলা॥ কোনোদিন পত্রে গড়িয়া
নাগগন। জলে জায় লইয়া সকল সিশুগন॥ নাফ দিঞা পড়ে কেহো অচেষ্ট হইএঞা। চেতন করায় পাছে আপনে আসিঞা॥ কোনো

দিন তান বোলে সিশুগন নঞা। সিশুসঙ্গে তালবনে ধেনুক মারিয়া॥ সিশুসঙ্গে গোঠে গিঞা নানা ক্রীড়া করে। বক অঘ বৎসাসুর ক
রি তাহা মারে॥ বিকালে আইসে ঘরে গোঠের সঙ্গতি। বেনু সিঙ্গা বাজাইয়া আইসে নন্দগাতি॥ কোনোদিন করেন গোবর্দ্ধন ধরন লীলা।
বৃন্দাবন রচিয়া করেন নানা খেলা॥ কোনদিন করেন গোপীর বসন হরণ। কোনোদিন করেন যজ্ঞপত্নী দরশন॥ কোনদিন নারদ কা
ছস্থ দাড়ি দিয়া। কংসস্থানে মন্ত্রনা কয়েন স্তিত বসিয়া॥ কেনোদিনে কোন সিশু অক্রুরের বেসে। নঞা জায় রাম কৃষ্ণ কংশের নি

দেশে॥ আপনেই গোপী ভাবে করএ রোদন। নদি বহে নয়নে দেখএ সিশুগন॥ বিষ্ণুমায়া মোহে কেহো লখিতে না পারে। নিত্যানন্দ
সঙ্গে সব বালক বিহরে॥ মধুপুরি রচিয়া ভ্রমএ সিশুসঙ্গে। কেহো হয় মালি তথ্রে মালা পরে রঙ্গে॥ কুব্জা বেশ করি গন্ধ [illegible] কারো
স্থানে। ধনুক করিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে॥ কুবলয় চানুর মুষ্টিক মল্ল মারে। কংশ করি কাহার পাড়এ চুলে ধরি। কংশ বধ করি
য়া [illegible] চলএ সিশুসঙ্গে। সর্ব্ব লোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে॥ এইমত সতং অবতারলীলা। সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥

গায়েনকৃষ্ণচন্দ্রেরমঙ্গন॥ বিচারণ করেন গৌরাঙ্গ ভগবান। এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান॥ পুর্ব্বে অগ্রে অনন্ত শ্রী গৌরাঙ্গ আ
জ্ঞায়ে। রাঢ়ে অবতীর্ণ হইআছে সুনিনায়॥ হাড়াওঝানামে পিতা মাতা পদ্মাবতি। একচাকা নামে গ্রাম গৌড়েশ্বর জাতি॥ সি
সুহৈতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুনবান। জিনীএ কন্দর্প কোটি নাবন্যের ধাম॥ সেইহৈতে রাঢ়ে হৈল সর্ব্ব সুমঙ্গল। দুর্ভিক্ষ দারিদ্র দোষ
খণ্ডিল সকল। জেদিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র। রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঁ
ঙ্কারে। মূর্চ্ছাগত হৈল জেন সকল সংসারে॥ কথোক কে হেন বলিল হৈল বজ্রপাত। কথোক লোক মানিল বড় হইউৎপাত॥
আদি ৭ কথোক লোক বলিলেক জানিল কারণ। গৌড়েশ্বর গোসাঞির কি হইল গর্জ্জন॥ এইমত সর্ব্বলোক নানাকথা গায়। নিত্যা ৩৮
নন্দ কে কেহো না চিহ্নে মায়ায়॥ হেনমতে আপনে নুকাই নিত্যানন্দ। সিশুগন মাঝে করি খেলায় আনন্দ॥ সিশুগন মাঝে ৩৬
প্রভু সত ক্রীড়া করে। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম বহি অন্য নাহি স্ফুরে॥ দেবসভা করেন মিলিয়া সিশুগনে। পৃথিবীর রূপ কেহো
হেন নিবেদনে। তবে পৃথ্বী লৈ সভে নদীতীরে জায়। সিশুগন লৈআ স্তুতি করে ঊর্দ্ধরায়॥ কোনো সিশু নুকাইএআ উর্দ্ধ স্বরে বো
লে। জন্মিবাঙ আমি গিঞা মথুরা গোকুলে॥ কোনদিন নিশা ভাগে সিশুগন লৈআ। বসুদেব দেবকীর বিভা করায়েন গিআ॥
বন্দিঘর করিএআ অত্যন্ত নিশাভাগে। প্রভুজন্ম করায়েন কেহো না হি জাগে॥ গোকুল সৃজিয়া তথি আনিএআ হাঁপায়ে। ম
হামায়া নিএআ তারাজকংশাসুরে॥ কোনো সিশু সাজাএআ পুতনা নারিরূপে। কেহো স্তন পান করি উঠে তার বুকে॥

চাঁচর কেশ সর্ব্ব মোনোহর ৷৷ কান্ধের উপর ব্রহ্ম সুত্র তেজমন্ত ৷ হাস্য যুক্ত শ্রীমুখ প্রসন্ন দিব্য দন্ত ৷৷ কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন ৷
কিবা সে আশ্চর্য্য সোভা বিকচ্ছ বসন ৷৷ জেই দেখে সেই এক দিষ্টে রহে চায় ৷ ধন্য হেন রূপ সতে বলি জায় ৷৷ হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন
চান্দেরে ৷ সুনিতে গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুরে ৷৷ সকল সভার আগে আপনে ধরিয়া ৷ বেদান্তের গুরুকে সর্ব্ব প্রধান করিয়া ৷৷ গুরু বোলে
বাপ তুমি মন দিয়া পড় ৷ ভট্টাচার্য্য হবে তুমি কহিনাঙ দড় ৷৷ প্রভু বোলে তুমি আসির্ব্বাদ কর জারে ৷ ভট্টাচার্য্য পদবী কোন দ
ক্ষর তাহারে ৷৷ জারে জিজ্ঞাসেন প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রেরে ৷ হেন নাহি পড়ুয়া জে দিবেক উত্তরে ৷৷ আপুনি করেন তবে সুত্রের স্থাপন ৷ সেসে
আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন ৷৷ কেহো জদি কোন মতে না পারে স্থাপিতে ৷ তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন ভাল মতে ৷৷ কিবা স্নানে কি ভো
জনে কিবা পর্যটনে ৷ নাহিক প্রভুর চেষ্টা বিচার বহিনে ৷৷ এইমত চান্দেরে আছেন বিচারণে ৷ প্রকাশ না করেন জগতের দিনদো
ষে ৷৷ হরি ভক্তি শূন্য হৈল সকল সংসার ৷ অসত সঙ্গ অসত পাষণ্ড বহি নাহি আর ৷৷ নানামতে পুত্রাদির মহোৎসব করে ৷ দেহ গৃহ ব্য
তিরেক আর নাহি স্ফুরে ৷৷ মির্থ্যা সুখে সভাকার পরম আদর ৷ বৈষ্ণবের গন সব দুঃখিত অন্তর ৷৷ কৃষ্ণ বলি সর্ব্বজন করেন ক্রন্দন ৷
এসব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ ৷ হেন দেহ পাইয়া না হৈল কৃষ্ণের রতি ৷ কত কাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি ৷৷ জেসব সরীর না
গি দেবে কেরে স্তুতি ৷৷ সেসব সরীর জায় মির্থ্যা কাজের রতি ৷ কৃষ্ণ জাত্রা মহোৎসব পর্ব্ব নাহি করে ৷ বিভায়াদি কর্ম্মসে আনন্দ ক
রিমরে ৷৷ তোমার সে জীব প্রভু তুমি সে রক্ষিতা ৷ কি বলিব আমরা প্রভু তুমি সর্ব্ব পিতা ৷৷ এইমত ভক্তগন সভার কল্যান ৷ চিন্তেন

1211

ক্ষণেকে মহাপ্রভু করি স্নান। আইলেন গৃহে হেন পাম ভগবান॥ বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া। ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥ ভোজন করিতে প্রভু বসি হর্ষ মনে। আচমন করি করেন তাম্বুল চর্ব্বণে॥ ধিরে২ তবে মাতা বলিতে লাগিলা। এত অপচয় বাপু কি কার্য্যে করিলা॥ ঘরদ্বার দ্রব্যজাত সকল তোমার। অপচয় তোমার যে কি দোষ আমার॥ পড়িবার বোল তুমি এখনি চলিবা। ঘরেতে সম্বল নাই কালি কি খাইবা॥ হাসে প্রভু জননির শুনিঞা বচন। প্রভু বোলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিবেন পালন॥

এত বলি প্রভু পুস্তক লই করে। ক্ষণেক বিচার শিক্ষা করি গুপ্ত হেনে॥ জাহ্নবির তিরে আইলা সন্ধ্যাকালে। ক্ষণেক থাকি প্রভু জাহ্নবির তিরে॥ তবে প্রভু আইলেন আপন মন্দিরে॥ জননীরে ডাক দিয়া আনিলেন ভিতে। দিব্য সোনা তোলা দুই দিল তাঁর হাথে॥ দেখ মাতা কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল। ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল॥ এত বলি মহাপ্রভু করিলেন শয়নে। পরম বিস্মিত হঞা শচী গুনে মনে॥ কোথা হইতে সুবর্ণ আনেন বারে বারে। পাছে কোন পরমাদ ফলে আসি মোরে॥

জেই মাত্র সম্বল নুটে এ মোর ঘরে। তবে এই মত সোনা আনে বারে বারে॥ কিবা ধার করে কিবা কিবা সিদ্ধি জানে। কোন রূপে সোনা বাবা কেমন করি আনে॥ মহা অকৈতব শচী পরম উদার। ভাঙ্গাইতে দিতে ভয় লাগে বার বার॥ দশ ঠাঞি পাঁচ ঠাঞি দেখাইয়া আগে। লোকেরে দেখায় শচী তবে সোনা ভাঙ্গে॥ হেনমতে মহাপ্রভু সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর। গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥ নাহি ছাড়ে পুস্তক শ্রীহস্তে নিরন্তর। পড়েন গোষ্ঠীতে যেন সাক্ষাৎ মদন॥ ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর। শীরেণ

১ অনুক্ষণ।

আদি
৭

৩৫

৩৫

১২।২

গড়াগড়ি জা হইতে নাগিনা ক্রোধমনে। শ্রীঅঙ্গ সকল হৈল বালুকা বেষ্ঠিতে। সেই হইল মহাশোভা অকথ্য রচিতে ॥ ক্ষণেক্ষন মহা
প্রভু গড়াগড়ি দিয়া। স্থির হইয়া রহিলেন সয়ন করিয়া ॥ শেষ মহাদ্রব্য হেন যোগনিদ্রা প্রতি। পৃথিবী সয়নে আছে বৈকুণ্ঠের রূপ
তি ॥ অনন্ত বিগ্রহ হয় জাহার সয়ন। লক্ষ্মী জার পাদপদ্ম সেবে অনুক্ষন ॥ চারিবেদে জাহার করয় অন্বেষন। সেন
প্রভু নিদ্রা জায় শচীর প্রাঙ্গনে ॥ হেনমতে মহাপ্রভু স্বানন্দ ভাবাবেশে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি লোমকূপে বৈসে। নিদ্রা জায়

দেখি দেবগন কান্দে হাসে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে জার দাসে ॥ হেন প্রভু কে তোহো না জানয় মায়াবশে। ব্রহ্মা শিব আদি য়ত
জাহারে ধেয়ানে। হেন প্রভু নিদ্রা জায় শচীর প্রাঙ্গনে। তত্তক্ষনে শচী দেবী মানা আনাইয়া। গঙ্গাম্বজির সন্ধ্যে প্রবেশক্ষ করি
য়া ॥ ধিরে ২ পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া। ধুলাঝাড়ি গুলি তে নাগিনা দেবী গিয়া ॥ উঠ ২ বাপ মোর হের মালা ধর। আপন ইচ্ছা
য় গিয়া গঙ্গা পূজা কর। আনহে নবাপ জেই সেনিলে তাঙ্গিয়া। জত্তেক সকল বাপ তোমার বানাই লয়া ॥ জননীর বাক্য

শুনি গৌরাঙ্গ সুন্দর। চলিলা করিতে স্নান নন্দিত অন্তর ॥ হেথা সর্ব্বগৃহ শচী করি পরিস্কার। রন্ধনের সজ্জ তবে নাগিনা
করিবার ॥ জদিপ্র প্রভু এতেক করএ অপচয়। তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয় ॥ কৃষ্ণের চাপল্য জেন অশেষ প্রকারে। জশো
দা সহিল জেন গোকুল নগরে ॥ এইমত গৌরাঙ্গের জত চাঞ্চল্যতা। সহিলেন অনুক্ষন শচী জগন্মাতা ॥ ঈশ্বরের লীলা
জানি কহিতে কতেক। এইমত চাঞ্চল্যতা করিল দতেক। সকল কৌ ন মায়কায় ব্যাক্ত মনে। কহিলেন মা জেন পৃথিবী পালনে।

1213

নিস্তার ।। ঘরদ্বার সকল ভাঙ্গ এবে ইক্ষনে । আপনার অপচয় তাহা নাহি মানে । তথাপিহ শচী তো হেন শেই ক্ষনে । নানায় ভেয়ে আনি দে
ন স্নেহের কারনে ।। একদিন প্রভু চলিলা গঙ্গাস্নানে । তেন আমনকী চাহিলা মায়ের স্থানে । দিব্যমাল্য গন্ধ আনিয়া দেহ মোরে ।
গঙ্গাস্নান করি চাহি গঙ্গা পুজিবারে ।। জননী বোলেন বাপ সুন মন দিয়া । ক্ষনেক অপেক্ষা কর মালা আনি গিয়া ।। আনিগা যে
মাত্র প্রভু সুনিল বচন । ক্রোধে রুদ্র মূর্ত্তি হইলা শচীর নন্দন ।। এখন তুমি যাবা মালা আনিবারে । এত বলি ক্রোধ করি প্রবেশিলা

ঘরে । যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলশ । আগে সব ভাঙ্গিলেন হৈয়া ক্রোধবশ ।। তৈল ঘৃত লবন আছয়ে যা যথে ২ । সব চূর্ণ করিলে
আদি ৭ ন ঠেঙ্গা লৈয়া হাথে ।। ছোট বড় যতেক আছিল ঘট নাম । সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান ।। গড়াগড়ি যায় ঘরে ঘৃত তৈল দ ৩৪
ধি । তণ্ডুল কাপাশ লুন মাশকলাই মধ্যে । যতেক আছিল সিকা চালিয়া ২ ।। ক্রোধাবেশে পেলেন প্রভু সকল ছিণ্ডিয়া ।। বস্ত্র আ
দি যত কিছু পাইলেন ঘরে । খানি ২ করি চিরি পেলে দুই করে ।। ঘর ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষ: । তবে শেষে গৃহের প্রতি হই ৩৪

লা আবেশ ।। দেহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে । হেন প্রানি নাহি কেহো প্রভু প্রবোধ করে ।। ঘরদ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষকে দেখিয়া ।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া ।। তথাপিহ ক্রোধ বেগ ক্ষমা নাহি আর । শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা পড়িল হাজার ।। গৃহের একান্তে
মাত্র শঙ্কাচিত হয়া । মহাভয়ে শচী দেবী আছেন লুকাইয়া ।। ধর্ম্মসংস্থাপন প্রভু ধর্ম্ম সোনাতন । জননীরে [illegible] হস্ত প্রভু না
তোলেন কখন ।। এত ক্রোধে তো সব আছেন বসিয়া । তথাপিহ জননীরে নাহি হইল গিয়া ।। সকল ভাঙ্গিয়া প্রভু আসিয়া ভাঙ্গিলে ।।

12/4

হরিধ্বনী গায়॥ চতুর্দ্দিগে সুনি নিমাঞি নিমাঞি স্তুতি। নীলাচলে জায় সব ভকত সংহতি॥ এসব সগন দেখি চিন্তা পাই সর্ব্বথাই। বির
কুহইয়া পুথ পাছু বাহিরায়॥ সচী বোলে স্বপ্ন ওমি দেখিলে গোসাঞি। চিন্তা না করিহ গৃহে রহিবে নিমাঞি॥ পুথি ছাড়ি নিমাঞি না
জানে কোন কর্ম্ম। বিদ্যারস বিনু তার নাহি কোন ধর্ম্ম॥ এইমত পরম উদার দুইজন। নানা কথা কহে পুত্রস্নেহের কারণ॥ হেনম
তে কথোদিন থাকি মিশ্রবর। অন্তর্দ্ধান হইলা নিত্য শুদ্ধ কলেবর॥ মিশ্রের বিরহে প্রভু কান্দিলা বিস্তর। দশরথ বিজয় জেমত
রঘুবর॥ দুর্ন্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব রক্ষা হৈল শচীর জীবন॥ সেক্রন্দন সুনি কাষ্ঠ পাষাণ দরবে। দুঃখ শহয় যথ
তাথব কহিল সংক্ষেপে॥ হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি। আছেন নিগুঢ় রূপে আপনা সাঙ্গরি। পিতৃহিন বালক দেখিয়া শচী মা
ই। পুত্র সেবা বহি শচীর আন কার্য্য নাই॥ দণ্ডেক না দেখে জদি শচী গৌরচন্দ্র। মুর্চ্ছা পায় শচী দেবী দুই চক্ষু অন্ধ॥ প্রভুও মা
য়ের প্রীত করে নীরন্তর। প্রবোধেন তারে বলি ধবোধ উত্তর। সুন মাতা মোনে কিছু না চিন্তিহ তুমি। সকলি তোমার আছে জ
দি আছি আমি। ব্রহ্মা মহেশ্বরের জেব দুর্ল্লভ লোকে বোলে। তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে॥ শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রী
মুখ। দেহস্মৃতি মাত্র কিছু না থাকয় দুঃখ॥ জাঁহার স্মঙরনমাত্রেহয় পূর্ণ্ণ কাম। সে প্রভু জাহার পুত্র আছে বিদ্যমান॥ তাহার কেম
নে দুঃখ রহিবে সরিরে। আনন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে॥ হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্রসিশুরূপে। আছেন বৈকুণ্ঠনাথ জেনরসকূপে।
গৃহে বৈসন মহাদারিদ্র পরকাশ। তারজেন মহামহেশ্বরের বিনাশ॥ কি থাকুক না থাকুক নাহিক বিচার। চাহিলেও না পাইলে নাহিক

1215

দেখো। আপনার জনম সাফল করি নিমো। অমিয়া পুত্র সমর্পয় কৃষ্ণ স্থানে। হাথে অঙ্গ গৌরচন্দ্র আছে থাকি সুনে। মিশ্র বোলেন কৃ
ষ্ণ তুমি রক্ষিতা সভার। পুত্রপ্রতি সুভদৃষ্টি দেখিবা আমার॥ জে তোমার কমল চরনে স্মৃতি করে। কভো বিঘ্ন না আইসে তাহার ম
ন্দিরে। তোমার স্মরণ হিন জে জে পাপ স্থান। তাহাতে ডাকিনী ভূত প্রেত অধিষ্ঠান॥ তথাহি। নয়ত্র শ্রবনাদি নি রক্ষোঘ্নানি
স্বকর্ম্মসু। কুর্ব্বন্তু সাত্বতাং ভর্ত্তু যাতুধান্যশ্চ তত্রহি॥ আমি তোমার দাস প্রভু জতেক তোমার। রাখিবে সকল তুমি বলি স

বিহার॥ অতএব জত আছে বিঘ্ন বা শঙ্কট। না আসুক প্রভু মোর পুত্রের নিকট॥ এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ। এই চিত্তে
বর মাগে তুলি দুই হাথ॥ দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখে মিশ্রবর। হরিশ বিশাদ বড় হইল অন্তর॥ স্বপ্ন দেখি স্তব পঢ়ি দণ্ডবত
করে। হে গোবিন্দ নিমাঞি রহুক মোর ঘরে॥ সভে এই বর কৃষ্ণ মাগি তোমার ঠাঞি। গৃহস্থ হইয়া মোর রহুক নিমাঞি।
শচী জিজ্ঞাসেন মনে হইয়া বিস্মিত॥ এসকল বর কেনে মাগ আচম্বিত॥ মিশ্র বোলে আজি আমি দেখিল সপন। নিমাঞি করিয়া

আদি ৭ — ৩৩ ৩৩

নসিখার মুণ্ডন॥ অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ কহনে না জায়। হাসে নাচে কাঁন্দে কৃষ্ণ বলি সর্ব্বদায়॥ অদ্বৈত আচার্য্য আদি জত ভক্তগন।
নিমাঞি বেড়িয়া সভে করেন কীর্ত্তন॥ কখন নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়। চরন তুলিয়া দেই সভার মাথায়॥ চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ
সহস্র বদন। সুখেই গায়েন জয় শচীর নন্দন॥ মহাভয়ে চতুর্দ্দিগে সভে স্তুতি করে। দেখিয়া আমার ত্রাস বাক্য নাহি সরে॥ কথো
ক্ষনে দেখি কোটি কোটি লোক লয়া। নিমাঞি বেড়ায় সব নগরে নাচিয়া॥ লক্ষকোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়। ব্রহ্মাণ্ড পরশি

ছবন। চমৎকার সভেই চিন্তেন মনে॥ প্রভু বোলে এবে শুন করি অবধানে। পুনর্হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র॥ সর্ব্বমতে খণ্ড
র কেথাও নাহি ভঙ্গ॥ যত সর্ব্ব প্রামানিক পড়ুয়ার গণ। সন্তোষে সভেই করেন আলিঙ্গন॥ পড়ুয়া সকলে বোলে আজি ঘরে যা
ও। কালি জিজ্ঞাসিব তাহা বলিবারে চাও॥ এইমত প্রতিদিন জাহ্নবির জলে। বৈকুণ্ঠের নায়ক ক্রীড়া নানা খেলা খেলে॥ এই
ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বাদ্যে বৃহস্পতি। শিষ্যগণ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি॥ জলক্রীড়া করে প্রভু জাহ্নবির সঙ্গে। ক্ষণেক গোপারজা

এন গঙ্গার রঙ্গে॥ বহু মনোরথ পূর্ণ হইল গঙ্গার। যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥ কবে হইবেক মোর জমুনার ভাগ।
নিরবধি বোলেন গঙ্গা এই বাক্য॥ যদ্যপিহ গঙ্গা অজ ভবাদি বন্দিতা। তথাপিহ যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥ বাঞ্ছাকল্প
তরু প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। জাহ্নবির বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥ এইমত ক্রীড়া করি জাহ্নবির জলে। গৃহে আইলেন প্রভু
গৌরাঙ্গসুন্দরে॥ যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন। তুলসীতে জল দিয়া করেন ভোজন॥ ভোজন করিয়া তবে প্রভু সেইক্ষণে

। পুস্তক লইয়া প্রভু বৈসেন নির্জ্জনে॥ আপনি করেন প্রভু সুত্রের টিপ্পনি। ভুলিলা পুস্তক রসে সর্ব্ব বেদমণি॥ দেখিয়া আনন্দে
ভাসে মিশ্র মহাশয়। রাত্রি দিবা কিছুই হরিষে না জানয়॥ দেখিতে জগন্নাথ পুত্রের মুখ। তিলে ২ পান কত অনির্ব্বচনীয় সুখ॥
জেমত পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান। সশরীরে সাযুজ্য হইলা কিবা জান॥ সাযুজ্য বা কি বা উপাধিক হয় তানে। সাযুজ্যাদি লো
ক মিশ্র মূল্য নাহি মানে॥ জগন্নাথ মিশ্রের বরহুক নমস্কার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি পুত্র রূপে জার॥ এইমত মিশ্রচন্দ্র পুত্র রূপ

1217

গিলাশচীকে ব্রিয়াক্রন্দন ॥ ৩॥ তাঁটে আলিরাগ ॥ ৩॥ নাজাইহ আর বাপ মায়েরে ছাড়িয়া। পাপী জিউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া ॥ গৌরাঙ্গ হে॥ কেমনে তো
মার চন্দ্রবদন॥ অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন ॥ অমিয়ার বিলো জে সুন্দর বদন। কেমনে রক্ষিব নাদেখি গজেন্দ্র গমন ॥ গৌরাঙ্গ হে॥ অদ্বৈত শ্রীবা
শ আদি তোর অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রানের দোশর ॥ পরমবান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রহি কীর্ত্তন করহ তুমি রঙ্গে॥ গৌরাঙ্গ হে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোমার অবতার। জননী ছাড়িবা কোন ধর্ম্ম বিচার ॥ গৌরাঙ্গ হে॥ তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িয়া॥ কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম

বুঝাইবা॥ গৌরাঙ্গ হে॥ প্রেমশোকে কাহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর। প্রেমবদ্ধ কণ্ঠ কিছু নাহ দেউত্তর ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন
দাশ তছু পদযুগে গান॥ ॥ ॥ ২৬॥ ॥ ॥ ৩॥ তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা। বৈকুণ্ঠে তোমার পিতা গমন করিলা॥ তোমা
দেখি সকল শন্তাপ পাশরিনু। তুমি গেলে তেজিব জীবন॥ গৌরাঙ্গ হে॥ অনাথিনি রেছাড়িয়া নাজাইহ। সভানে যাকর নিজ অঙ্গনে কীর্ত্তন। তো
মার নিত্যানন্দ আছে অবশ্যহায়॥ ধ্রু॥ প্রেমময় দুই আঁখি দীর্ঘ ভুজ দুই দেখি। বচনেতে অমিয়া বরিষে॥ বিনিদিপে নির মোর তোমারে উজ্জ্বল।

যেন অন্ধকারে চন্দ্র উদয় নির্ম্মল॥ তোর বাঙ্গা পায়ে কত মধুর শারদে। প্রেমশোকে কাহে শচী বিশ্বম্ভর শুনে য়েন। রঘুনাথ কৌশল্যা বুঝায়ে যে হেন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন দাশ তছু পদযুগে গান॥ ২৭॥ ॥ ॥ ৩॥ ॥ ॥ এইমত বিলাপ করয়ে শচীমাতা। মুখ তুলি তা
ঙ্গর নাকাহে একক থা॥ বিরক্ত হইয়া শচী অস্থি চর্ম্ম সার। শোকাকুলি দেবী কিছু নাকরে আহার। প্রভু দেখি জননীর জীবন নাহি রহে। নৃতিত বসিয়া
তানে গোপ্যকথা কহে॥ প্রভু বোলে মাতা তুমি স্থির কর মন। শুন য়ত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥ চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুনগ্রাম। কোনো স্থানে

আছিল তোমার পৃশ্নী নাম। তথাতে আছিলা তুমি আমার জননী। তবে তুমি স্বর্গে হৈলা অদিতি আপুনি॥ তবে আমি হইলুঁ বামন অবতার। তথাও তুমি আ-
ছিলাও মি জননী আমার। তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আর বার। তথাতে কপিল আমি নন্দন তোমার॥ তবে ত কৌশল্যা আর বার হৈলা তুমি। তথাতে তো-
মার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥ তবে ত মথুরায় দেবকী হইলা। কংশাসুর অন্তঃপুরে বন্ধন আছিলা॥ তথাতে আমার তুমি আছিলা জননী। তুমি সেই
দেবকি দেবকী পুত্র আমি॥ আর দুই জন্ম আমি শচী তোমার ঘরে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥ এই মত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে। তো-
মার আমার কভো যোগন হে মর্ম্মে॥ এ মায়া শ্রীশর কহিলাও কথা। আর তুমি দুঃখ নাহি আবিহ্বা বৃথা॥ কহিলেন প্রভু এতি রহস্য কথন।
শুনি আশচীর কিছু স্থির হৈল মন॥ এই মত আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর। কীর্ত্তন আরম্ভ আনন্দ করে নিরন্তর॥ সেচ্ছাময় মহেশ্বর কখন কি করে। ১২২
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহো বুঝিতে না পারে॥ নীরব ধিপরানন্দ শচীপ বন্দে। হরি বোল আকল শব বৈষ্ণবের শঙ্গে॥ পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্ত-
গন। পাসরি রহিলা সভে প্রভুর গমন॥ সর্ব্ববেদে মনে ভাবে জাহারে দেখিতে। ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে প্রভু সহিতে॥ যেদিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস ১২৯
করিতে। নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলান্ত ভিতে॥ শুন শুন নিত্যানন্দ শ্বরূপ গোসাঞি। এক কথা আছিবা সবে পঞ্চজন ঠাঞি॥ এই সংক্রমণের
উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥ ইন্দ্রানী নিকট কাটোয়া নাম গ্রাম। আছে তথা কেশব ভারতি শুদ্ধ নাম॥ তান স্থা-
নে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত। এই পঞ্চজনে মাত্র করিবে বিদিত॥ আমার জননী। গদাধর ব্রহ্মানন্দ। চন্দ্রশেখর আচার্য্য আর ত মুকুন্দ॥
এই কথা নিত্যানন্দ শ্বরূপের স্থানে। কহিলেন প্রভু ইহা কেহো নাহি জানে॥ পঞ্চজন স্থানে মাত্র এ সব কথন। কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর বচন॥

সেই দিন প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে। সর্ব্ব দিন গোঙাইলা সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥ পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন। সন্ধ্যা যে বেলা গঙ্গা দেখি তা মন॥
গঙ্গা নমস্কার করিয়া বসিলা গঙ্গা তীরে। ক্ষনেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে॥ আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর। চতুর্দ্দিগে বসিলেন সব অনুচর॥
সে দিনে চলিব প্রভু কেহো নাহি জানে। কেও কেথা ছে সভে চান্দের বদনে॥ বসিয়া আছেন প্রভু কমল লোচন। সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি
চন্দন॥ যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে। সভেই চন্দন মালা লই হস্তে করে॥ হেন আকর্ষণ প্রভু করিয়া আপুনি। কেবা কোন দিগে হৈতে আই
সেন্না জানি॥ কাতক নগরিয়া আইসে দেখিতে। কৃষ্ণাদি বোল কি তাহা নাহিক লেখিতে॥ দণ্ডবৎ প্রনাম হৈলা সর্ব্বজন। এক দৃষ্টে সভে
সেই চান্দের বদন॥ আপন গলার মালা সভারেই দিয়া। আজ্ঞা করে প্রভু সভে কৃষ্ণ গাও গিয়া॥ বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজই কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না দেখিয় আন। যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয় সভার। তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইব আর॥ কি সয়নে কি ভোজনে কিবা
জাগরনে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে॥ এইমত শুভদৃষ্টি প্রভু সভাকারে। উপদেশ করি আজ্ঞা করে যাইবারে॥ এইমত কত জায় কত
যায় আইসে। কেহো কারে নাহি লেখা আনন্দ আবেশে॥ পুনর্ব্বেহেল শ্রীবিগ্রহ চন্দন মালায়। চন্দ্রের কিরণ যেন তাকে হুনেন্না যায়॥ প্রসাদ পাই
যাহা তেহ হরষিত হৈয়া। উচ্চ হরি ধ্বনি সভে তেজাবেগ করিয়া॥ এক লাউ লৈয়া কে বিসুদ্ধ শ্রীধর। হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর॥ লাউ ভেট দে
খিহাসে বৈকুণ্ঠের রায়। কথায় পাইলা প্রভু জিজ্ঞাসেন সদায়॥ নিজ মনে জানে প্রভু কালি চলিবাং। এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ॥ শ্রীধরের
পদার্থ কি হইব অন্যথা। এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা॥ এতেক চিন্তিয়া প্রভু বারেবার হাসি তো। জননীরে বুলিলেন রান্ধা করি তো॥

হেনইসময় সমস্ত আর কোনো পুনর্বান। দুঃখ ভেট আনিঞাদিলেন বিদ্যমান। হাসিয়া ঠাকুর বোলে বড় ভাল ভান। দুঃখে নাউ পাক গিয়া করহ
শকান। শস্ত্রাধে চলিলা শচী স্নেহ রন্ধন। হেন তত্ত্ব বাসন্ন শ্রী শচীর নন্দন॥ এইমত মহানন্দে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। কৌতুকে আছেন রা
ত্রিদি তিন প্রহর॥ শবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর। ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ ঈশ্বর॥ ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি। চ
লিলা সয়ন ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর। নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর॥ আই জানে আজি প্রভু ক
রাখি
রিব গমন। আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ॥ দণ্ড চারি আছে ঠাকুর জাগিয়া। উঠিলেন চলিবার সামগ্রী লইয়া॥ গদাধর হরিদাস উঠিলেন
জানি। গদাধর বোলেন চলিব সঙ্গে আমি॥ প্রভু বোলে আমার নাহিক কার সঙ্গ। এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব অঙ্গ॥ আই জানিলেন মাত্র
প্রভুর গমন। দুয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥ জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর। বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর॥ বিস্তর করিলা তুমি
আমার পালন। পড়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ॥ আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ। আজন্ম আমার তুমি বাচাইলা ভোগ॥ দণ্ডে
দণ্ডে যত তুমি করিলে আমার। আমি কোটিকল্পেও নারিব শোধিবার॥ তোমার সাদ্গুণ্যে সে আমার প্রতিকার। আমি পুনি জন্ম জন্ম ঋ
ণি যে তোমার॥ শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার। স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥ সংযোগ বিয়োগ যত কেহ সেই নাথে। তানই
ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি আছে কার॥ দশ দিন অন্তরে বা কি এখনে আমি। চলিতেও কোনো চিন্তা না করিহ তুমি॥ ব্যবহার পরমার্থ য
তেক তোমার। সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥ বুকে হাথ দিয়া প্রভু বোলে বার বার। তোমার সকল ভার আমার আমার॥

ন্দ্ব নানইবআর ৷ এতবলি নিমাঞিকেহো হানয়ে অপার ৷৷ কেহো রোনে শোখুন্দর কেশ ঘোরবার ৷ অমলকি দিয়া নাক রিবনশংস্কার ৷৷ হরি হরি বুনি
[illegible] কেহো কান্দে উশস্বরে ৷ ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ৷ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ৷৷ ❀ ৷৷ ৷৷
৷৷ ❀ ৷৷ ২৫ ৷৷ ❀ ৷৷ ❀ ৷৷ ❀ ৷৷ এইমত অনোন্যে সর্ব্বভক্তগণ ৷ প্রভুর বিরহে সবকারে ক্রন্দন ৷৷ কমাজাইবে প্রভু শন্ন্যাশ করিয়া ৷
কথা বা আমরা সব দেখিব আও গিয়া ৷ শন্ন্যাশ করিলে গ্রামে না আসিবে আর ৷ কোনো দিগে জায়েন বা করিয়া বিচার ৷ এইমত ভক্তগন ভাবে

নিরন্তরে ৷ অন্নপানী কারো নাহি রুচয়ে শরীরে ৷৷ সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে ৷ প্রশন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সভারে ৷৷ প্রভু বোলে তোমা
রা চিন্ত হকি কারণ ৷ তুমি সব যথা তথা আমি সর্ব্বক্ষণ ৷৷ তোমারা বা ভাব আমি শন্ন্যাশ করিয়া ৷ চলিব আও আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া ৷৷ সর্ব্বথা ৮২০
তোমারা ইহা না ভাবিহ মনে ৷ তোমা সব আমি না ছাড়িব কোন ক্ষনে ৷ সর্ব্বক্ষান তোমারা সকল মোর শঙ্গে ৷ এইজন্ম হেন না জানিহ জন্ম জন্মা ৷
৮৫ এইজন্ম যেন তুমি সব আমা শঙ্গে ৷ নিরবধি আছ শংকীর্ত্তন সুখরঙ্গে ৷৷ এইমত আর আছে দুই অবতার ৷ কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার ৷ ৮২০

তাহাতে ও তুমি সব এইমত রঙ্গে ৷ কীর্ত্তন করিবা মহা সুখে আমা শঙ্গে ৷ লোকরক্ষা নিমিত্তে সে আমার শন্ন্যাশ ৷ এতেকে তোমারা সব চিন্তা কর নাশ ৷
এতেকে বুলিয়া প্রভু ধরিয়া সভারে ৷ প্রেম আলিঙ্গন প্রভু পুনঃ পুনঃ করে ৷৷ প্রভু বাক্যে ভক্তসব কিছু স্থীর হৈলা ৷ সভারে বোধিয়া প্রভু নিজ রা
শা গেলা ৷ পরম্পরা এ সকল যতেক আখ্যান ৷ শুনিঞা শচীর দেহে নাহি রহে প্রান ৷ প্রভুর শন্ন্যাশ শুনি শচী জগন্মাতা ৷ হেন দুঃখ জন্মিল না জা
নে আছে কোথা ৷৷ মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষনে পড়ে পৃথিবীতে ৷ নিরবধি ধারা বহে না পারে রাখিতে ৷ বসিয়া আছেন প্রভু কমল লোচন ৷ কহিতে না

মুকুন্দের সঙ্গেতে বেক হেন কথন ॥ প্রভু বোলে মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা। বাহির হইব আমি না রহিমু এথা ॥ গৃহবাস আমি ছাড়ি যাও নিশ্চিতে। শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যেতে ভিতে। শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ। পড়িলা বিরহে সব ছুটিল আনন্দ ॥ কাকু করি বোলয়ে মুকুন্দ মহাশয়। যদি প্রভু এমত বাক্য করিবা নিশ্চয় ॥ দিন কথো এই রূপে কর সংকীর্ত্তন। তবে তুমি করিহ সে যে তোমার মন ॥ মুকুন্দের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর। চলিলেন যথায় আছেন গদাধর ॥ সংভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর। প্রভু বোলে শুন কিছু আমার উত্তর ॥ না রহিব গদাধর আমি গৃহবাসে।

যে তে দিগে চলিবাও কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥ শিখাসূত্র আমি সর্ব্বথায় না রাখিব। মাথা মুড়াইয়া যে সে দিগে রে চলিব ॥ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর। বজ্র পড়ে হেন হৈল শিরের উপর ॥ অন্তর দুঃখিত হই বোলে গদাধর। যতেক অদ্ভুত সেই তোমার উত্তর ॥ শিখাসূত্র ঘুচাইলে সে কি কৃষ্ণ পাই। গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই ॥ মাথা মুড়াইলে কি সকল দেখি হয়। তোমার সে মত ইথে বেদমত নহে। অনাথিনি মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবা। প্রথমেই জননীর বধভাগী হৈবা। তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবে না আইতান। সবে এর সিদ্ধি আছ তুমি তান প্রাণ ॥ ঘরে থাকিলে

কি ঈশ্বরের প্রীত নহে। গৃহস্থ সে সভার প্রীতের মূল হয়ে ॥ তথাপিহ মাথা মুড়িলে সে সাস্তু পাও। যে তোমার ইচ্ছা তাই কর চলি যাও ॥ এই মত আছে বৈষ্ণবের স্থানে। শিখাসূত্র ঘুচাইব কহিনা আপনে। সভেই শুনিল শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান। মুর্চ্ছিত পড়য়ে কারো নাহিক গেয়ান ॥ রামকেলি রাগ ॥ করিবেন মহাপ্রভু শ্রীশিখার মুণ্ডন। শ্রীশিখা লোঙরি কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ধ্রু ॥ কেহো বোলে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে। আর মালা না গাঁথিয়া নাহি দিব উরে ॥ কেহো বোলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন। কেমতে রহিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ সে কেশের দিব্য গ

1223

দুঃখ না ভাবিহ মনে। বিধি দেহ তুমি মোর শঙ্কা শঙ্কর নে। জেরূপ করাও তুমি সেই হইব আমি। এতেক বিধান দেহ অবতার জানি। জগত উদ্ধার যদি
চাহ করিবারে। ইহাতে নিশেধ নাহি করিবা আমারে। ইথে মোনে দুঃখ না ভাবিবা কোন ক্ষণ। তুমিত জানহ অবতারের কারণ। শুনি নিত্যা
নন্দ শ্রীসিঙ্গার অন্তর্ধান। অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ। কিবা বিধি দিব কিছু না আইসে বদনে। অবশ্য করিব প্রভু জানিলেন মনে। নি
ত্যানন্দ বোলে প্রভু তুমি ইচ্ছাময়। যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয়। বিধি বা নিশেধ কে তোমারে দিতে পারে। সেই মতে যে তোমার আছ

এ অন্তরে। সর্ব্ব লোক পাল তুমি সর্ব্ব লোকনাথ। তান হয় যেমত সে বিদিত তোমাত। যেরূপে করিবা তুমি জগত উদ্ধার। তুমি সে জানহ তাহাকে
জানিবে আর। স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত। তুমি যেক রিবে সেই হইবে নিশ্চিত। তথাপিহ কহ সর্ব্ব সেবকের স্থানে। কেবা কিবা
লয়ে তাহা শুনহ আপনে। তোমার যে ইচ্ছা প্রভু করিবা তাহা তে। কে তোমার ইচ্ছা প্রভু পারে বিরোধিতে। নিত্যানন্দ বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা। এইমত নিত্যানন্দ সাক্ষ্যে যুক্তি করি। চলিলেন বৈষ্ণব সামাজ গৌরহরি। গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নি

ত্যানন্দ। বাক্য নাহি মুখে দেহ হইলা নিস্পন্দ। শ্রীবাস হৈ নিত্যানন্দ মাসে মনে গুনে। প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে। কেমতে বঞ্চি
ব আই কাল দিন রাতি। এতেক চিন্তিতে মুর্চ্ছা পায় মহামতি। ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়। ভূমিতে বসিয়া প্রভু কান্দেন সদায়।
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র। দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম আনন্দ। প্রভু বোলে গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল। মুকুন্দ গায়েন প্রভু শু
নিঞা বিহ্বল। বোল বোল হুঙ্কার করয়ে দ্বিজমনি। পুনর্ব্বস্তু মুকুন্দেরে হেন দিব্যধ্বনি। ক্ষণেকে করিয়া প্রভু আর সাম্বরণ।

প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ।। জদি তিহোঁ মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার । আমরা সকল তবে না সহিব আর ।। তিহোঁ নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রসুত । অতএব এবে না সহিয়ে
মানুষের সুত ।। দেবশাপে পাইলাঙ কালি তার স্থানে । আজি তিহোঁ গোসাঞি হইলা কেমনে ।। এইমত যুক্তি করিলেন পাপীগন ।। জানিলেন অন্তর্য্যামী
মিশ্র শচীনন্দন ।। একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া । চতুর্দ্দিগে সকল পারিষদগন লৈয়া ।। এক বাক্য প্রভু শুনিলা আচম্বিত । কেহো না বুঝে
অন্য সভে চমকিত ।। করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ নিবারিতে । উলটিয়া আরো কফ হইল দেহেতে ।। ইহা বলি হাসে প্রভু সর্ব্ব লোকনাথ । কারন না বু

ঝে ত্রয় জন্মিল সভাত ।। নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর । জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর ।। বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ রায় । হইবে সন্ন্যাসী
রূপ প্রভু সর্ব্বথায় ।। এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান । দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ ।। ক্ষনেক পরে প্রভু নিত্যানন্দ হস্তে ধরি । নিভৃতে বসিলা
গিয়া গৌর শ্রীহরি ।। প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয় । তোমারে কহি যে নিজ হৃদয় নিশ্চয় ।। ভাল হইলাঙ আমি জগত তারিতে । তারন নহিল
আইলাঙ সে মারিতে ।। আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধনাশ । একগুন বন্ধ আরো হইল কোটি পাশ ।। আমারে মারিতে যবে ভাবিলেক মনে । তখনে

কুপড়ি গেল অশেষ বন্ধনে ।। ভাল লোক তারিতে করিল অবতার । আপনে করিল সর্ব্ব জীবের সংহার ।। দেখ কালি সিখাসূত্র সব মুড়াইয়া । ভিক্ষা
করি বেড়াইব সন্ন্যাস করিয়া ।। যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে । ভিক্ষুক হইব কালি তাহার দুয়ারে ।। তবে মোরে দেখি সেই পড়িব চরণে ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ।। সন্ন্যাসীরে সর্ব্বজীব করেন নমস্কার । সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার ।। সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে
ঘরে । ভিক্ষা করি বোলো দেখোঁ কে মোরে মারে ।। তোমারে কহিল এই আপন হৃদয় । গৃহবাস আমি মুঞি ছাড়িমু নিশ্চয় ।। ইহাতে তুমি কিছু

দোষ বিলে। শ্রীগীত হইয়া যবীর কাছে নাক ফালে॥ স্বর্ব্ব স্বন হইয়া বুনি পাঠাইল পাতালে। কি হইব আমার তাহার নাম নৈলে॥ এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ
হাথে নৈয়া। পড়ুয়া মারিতে জায় ভাবাবিষ্ঠ হৈয়া॥ আথেবেথে উঠিয়া পড়ুয়া দিল নড়। পাছে ধায় মহাপ্রভু বোলে ধর ধর॥ দেখিয়া অন্তর লো
ধ তেঁহ হাথে ধায়। সবরে শংশয় মানি পড়ুয়া পলায়॥ তিন্ন তারে ধরি প্রভু না জানে পড়ুয়া। প্রান লহ মহা আশে রায় পলাইয়া॥ আথে
বেথে ধাইয়া অন্তর ওক্যান। আনিলেন অন্তরে ধরিয়া ভগবান॥ শতোমিনি স্থির কৈরাইলেন অন্তরে। মহাভয়ে পড়ুয়া পালায়া গেল ঘরে॥

সবরে চলিলয় যথা পড়ুয়ার গন। সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম যাথ বরহে যেন ঘন॥ শাথ্র মেজি আশেনাভে ত্রয়ের কারণ। কি জিজ্ঞাশ আজি ভাগ্যে রহিল
জীবন॥ সভে বোলে সাধু বড় নিমাঞি পণ্ডিত। দেখিতে গেলাঙ আজি তাহার বাড়িত॥ দেখিলাঙ বসিয়া জপেন এক নাম। অহর্নিশি গোপী গো ১১৮
পীনা বোল যে থান। তাতে আমি বুলিলাঙ কি কর পণ্ডিত। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল যেই শাস্ত্রের বিহিত॥ এই বাক্য শুনি মহা ক্রোধ থাম্বী হৈয়া। ঠেঙ্গা হাথে
আমা আনিলেন খেদাইয়া॥ কৃষ্ণের বেহইল যতেক গানা গালি। তাহা আর আমি মুখে বুনিতে না পারি॥ রক্ষা পাইলাঙ আজি পরমাঙ গুনে। ১১৮

কহিলাঙ এই আজুকার বিবরনে॥ শুনি আহাশয় সব মহামুর্খগন। বলিতে লাগিল শভে যার যেন মন॥ কেহো বোলে জানত বৈষ্ণব বোলেলো
কে। ব্রাহ্মন লঙ্ঘিতে আইশেন মহাক্রোধে॥ কেহো বোলে বৈষ্ণব বা বুলিব কেমন। কৃষ্ণ হেন নাম তনা বোলে বদনে॥ কেহো বোলে শুনিনা
ও অদ্ভুত আখ্যান। বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র গোপী গোপীনাম॥ কেহো বোলে এত বা শংভ্রম কেনে করি। আমরা কি ব্রাহ্মনের ক্লেন নাহি ধরি॥
তেহোঁ কি ব্রাহ্মন আমরা কি বিপ্র নহি। তেহোঁ মারিতে বা কেনে আমর রাশ হি॥ বাজাত নহেন তেহোঁ মারিবেন কেন। আমরাও সমরাও

পৃথিবীতে পড়িতে পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড ॥ হৈল মলকারে হুমিদ্ধ প্রাণ্ড শাহিতে। তথা পাই ভয়ে সব লোক যে দেখিতে। বলরাম বলে তুমি নাগা যেণ শাস্ত্রগীতে।
শুনি এরা হয়েণ প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। আয়াত ত্যাপাচেন পরম মঙ্গল প্রায়। ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব অঙ্গনে বেড়ায় ॥ কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইল বলরাম ভা-
বে। দেখিতে দেখিতে কারো আর চিন্তা নাহি তাহে। অতি অনির্ব্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র। মন্দ হাসে নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ। কদাচিত কখনো প্রভুর
বাহ্য হয়। প্রাণ দায় মোর শান্ত এই হেন কথা কয়। প্রভু বোলে বাপ হৃষ্ণ বাম্মী লেন প্রাণ। মারিলেন হেন দেখি জতো বলরাম। এতেক বুলিয়া প্রভু

হেন মূর্চ্ছা জায়। দেখি প্রাণ ভক্তগণ কান্দে উভরায় ॥ যে ক্রীড়া করেণ প্রভু প্রেম মহা অদ্ভুত। নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথসুত। কখনো বা
বিরহ প্রকাশ হেণ হয়। এক অদ্ভুত সব প্রেম সিন্ধু বয় ॥ হেন প্রেম ভারিয়া প্রভু করেন ক্রন্দন। শুনিতে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন। আপনার ব-
লো প্রভু আপনা বিস্মরণ। আপনা পাসরি যেণ কহয়ে সকল ॥ পূর্ব্বে যেণ গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে। পায়েণ মরণ তয় চন্দ্রের উদয়ে ॥ সেই ম-
ব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার। কান্দেণ সভার গলা ধরিয়া অপার ॥ তার বশে প্রভুর দেখিয়া বিস্মরণতা। রোদন করয়ে গৃহে শচী জগন্মাতা ॥

এই মত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমভক্তে। মনুষ্যে কি তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তে। নানারূপে নাচে প্রভু করে দিনে দিনে। যে তার প্রকাশ প্রভু করেন যখনে। এ-
কদিন গোপীভাবে জগতঈশ্বর। বৃন্দাবন গোপী গোপী কারে নিরন্তর ॥ কোনো যোগে তহি এক পড়ুয়া আছিল। ভাব মর্ম্ম না জানিয়া উত্ত-
র দিল। গোপী গোপী কেনে বোল নিমাঞি পণ্ডিত। গোপী গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ বোলহ বিহিত ॥ কি পুণ্য জন্মিব গোপী গোপী নাম লইলে।
কৃষ্ণনাম লইলে পুণ্য বেদে পুন্ন বোলে। ভিন্ন ভাব প্রভুর সে অজ্ঞ নাহি বুঝে। প্রভু বোলে দস্যু কৃষ্ণ কোন জনে ভজে। কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে

হারে পাছে কহিস এ কথা॥ এত বুলি হাসে প্রভু বিজয় চাহিয়া। বিজয় উঠিল মহা হুঙ্কার করিয়া॥ বিজয়ের হুঙ্কারে উঠিলা ভক্তগণ। বেগে বিজয় যত তো
না জায় ধরণ॥ কথোক্ষনে উন্মাদ করিয়া মহাশয়। শেষে হৈলা পরানন্দ মুর্চ্ছে তন্ময়॥ ভক্তগণ বুঝিলেন বিভব দর্শন। সর্ব্বগন নাগিলেন করি
তে ক্রন্দন॥ সভারে জিজ্ঞাসেন প্রভু কি বোল ইহার। আচম্বিতে বিজয়ের বড় তহুঙ্কার॥ প্রভু বোলে জানিলাঙ গঙ্গার প্রভাব। বিজয়ের বিশেষে
গঙ্গায় অনুরাগ॥ কিবা শুক্লাম্বর গৃহে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সাক্ষাৎমান॥ ইহা বলি বিজয়েরে অঙ্গে দিলা হস্ত। চৈতন্য ক

রিলহাসে বৈষ্ণব সমস্ত॥ উঠিয়াও বিজয় হইলা জড় প্রায়। সপ্তদিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায়॥ না আহার না নিদ্রা প্রকৃতি দেহ ধর্ম্ম॥ ভ্রমেন
বিজয় কেহো নাহি জানে মর্ম্ম॥ কথো দিনে বাহ্য চেষ্টা জানিলা বিজয়। শুক্লাম্বর গৃহে হেন সব রঙ্গ হয়॥ শুক্লাম্বর ভাগ্য বুনিবার শক্তি কার। ১১৭
গৌরচন্দ্র অন্ন পরিগ্রহ কৈল জার॥ এইমত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর ঘরে। গোষ্ঠী সহিতে গৌরচন্দ্র বিহরে॥ বিজয়েরে কৃপা শুক্লাম্বর অন্ন ভোজন।
ইহার শ্রবণ মাত্রে মিলে ভক্তিধন॥ হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্র। সর্ব্বদেবে রঙ্গ নিনা করেন নিরন্তর॥ এইমত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে। ১১৭

প্রতি দিন নিত্যানন্দ সঙ্গীতি বিহরে॥ নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল। ভাব নাম যত তাহা প্রকাশে সকল॥ মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি যদুনন্দ নন্দন॥ এইমত যত অবতার সে সকল। সব রূপে হয় প্রভু করি ভাব ছল॥ এ সকল ভাব হৈ লুকায় সকল। তেমন॥
শান্তে নাস্তি চিরাম্ভ ভাব চিরদিন॥ মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর ভাবে। মদ আন মদ আন মহা উচ্চ ডাকে॥ নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর মর্ম্ম হিত।
ঘট ভরি গঙ্গাজল দেন সাব হিতা॥ হেন সে হুঙ্কার শুনি হেন সে গর্জ্জন। নবদ্বীপ আদি দিক্‌ বিদিকে পিত্ত্বন॥ হেন সে করেণ প্রভু তাণ্ডব প্রচণ্ড॥
রি

১৫ ম

৭৩।।৭।।

R২৪

এমত২

আপনে লইয়া অন্ন তান হৈত্যাপানী। শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন গৌরহরী।। গঙ্গার প্রসাদে ঘর গঙ্গার সম্মুখে। বিষ্ণু নিবেদন করিলেন বড় সুখে।। হাসি বসিলেন প্রভু
আনন্দে ভোজনে। নয়ন ভরিয়া দেখে সর্ব্ব ভক্তগনে।। ব্রহ্মাদির যজ্ঞ ভোক্তা এ গৌরসুন্দর। সে হো খান শুক্লাম্বর মুদু ম্কর।। প্রভু বোলে জন্ম যাবত আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর।। কি বা থোড়ের স্বাদ না পারি কহিতে। আলগা হে এমত বা রান্ধিলা কেমতে।। তুমি হেন জন সে আমার বন্ধুগন। তোমি স
বনা গিলে আমার খাদি মুন।। শুক্লাম্বর রতি দেখি কৃপার বেভর। কান্দিতে না গিলা প্রকোনে তত শর।। এই মত প্রভু পুনঃ পুন আস্বাদিয়া। করিলেন ভো

জন আনন্দ যুক্ত হৈয়া।। যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর। দেখুক অভক্ত জত পাপী কোটীশ্বর।। ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। ভক্তিরসে
বশ প্রভু সর্ব্ব শাস্ত্রে গাই।। বসিলেন প্রভু প্রেম ভোজন করিয়া। তাম্বুল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।। পড়ে ন্যাস ভক্তগন তুলি না আনন্দে। ব্রহ্মাশী
ব অনন্তদেব যারে শিরে বন্দে।। কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে। এমত কৌতুক করে শ্রী গৌরসুন্দরে।। কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ কহিয়া কথো ক্ষণ। সেই খা
নে মহাপ্রভু করিলেন শয়ন।। ভক্তগন করিলেন তথাই শয়ন। তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখ এক জন।। তান দাসেরে এক শিষ্য শ্রীবিজয় দাস। সেই মহাপ্রকাশ কি

ছু দেখেন প্রকাশ।। নবদ্বীপে তেমত নাহিক আখরিয়া। প্রভুকে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া।। আখরিয়া বিজয় করিয়া সভে ঘোষে। মর্ম্ম না হৈজা
নেন কত ভক্তি হিন দোষে।। শয়নে ঠাকুর তার অঙ্গে দিল হস্ত। বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত।। হেমস্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন। পরিপূর্ণ দে
খে তহিঁ রত্ন আভরন।। শ্রী রত্ন মুদ্রিকায় ত অঙ্গুলের মুলে। না জানি কি কোটি সূর্য্য রত্ন সে নিজ জলে।। আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়। প্রভু দেখি
পরানন্দ হৈলা বিজয়।। বিজয় উদ্যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে। শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহান মুখেতে।। প্রভু বোলে যত দিন মুঞি থাকো এথা। তাবত কা

1229

পুন প্রেমানন্দ জলে ঠাঁই তে প্রবেশন। পুনর্ব্বাহিরায় অঙ্গ করে প্রক্ষালন॥ এইমত বস্ত্র পরিবর্ত্ত করে মাত্র। প্রেমে বিষ্ণু পুজিতে না পারে তিলমাত্র॥ সে
ই গদাধর প্রতি বুলিলেন বাক্য। তুমি বিষ্ণু পুজ মোর নাহিক সে ভাগ্য॥ এইমত বৈকুণ্ঠ নায়ক ভক্তি রসে। বিহরই নবদ্বীপে রাত্রি দিবসে॥ এক
দিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি স্থানে। কৃপাদৃষ্ট্যে তাহারে অন্ন মাগিলা আপনে॥ তোর অন্ন [illegible] খাইতে আমার ইচ্ছা বড়। কিছু ভয় না করিহ বুলিলাঙ দঢ়॥
এইমত মহাপ্রভু বোলে বারবার। শুনি শুক্লাম্বর কাকু করয়ে অপার॥ ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত। তুমি ধর্ম্ম সনাতন মুঞি সে পতিত॥

মোরে কোথা দিবে প্রভু চরণের ছায়া। কীট যোগ্য নহোঁ মোরে এত বড় দয়া॥ প্রভু বোলে মায়া হেন না বাসিহ মনে। বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার র
ন্ধনে॥ সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়। আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়॥ তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে। যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ১১৬
ভক্তগণে॥ সভে বুলিলেন তুমি কেনে কর ভয়। পরমার্থে ঈশ্বরের কোপে ভিন্ন নয়॥ বিশেষে যে জনে তানে সর্ব্ব ভাবে ভজে। আপনে ঠাকুর তার পুত্র বি
দুর স্থানে। অন্ন মাগি খাইলেন স্বভাব কারণে। ভক্তস্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব। দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥ তথাপিহ তুমি যদি ভ

য় বাস মনে। আলগোছে তবে তুমি কর হ রন্ধনে॥ বড় ভাগ্য যাহার এমত কৃপা তারে। শুনি বিপ্র হরিষে আইলা নিজ ঘরে॥ স্নান করি শুক্লাম্বর অ ১১৭
তি সাবধানে। সুবাসিত জলে তপ্ত করিলা আপনে॥ তণ্ডুল সহিতে শোধে দিব্য গর্ভথোড়। আলগোছে দিয়া বিপ্র হস্ত কৈল জোড়॥ জয় কৃষ্ণ গো
বিন্দ মুকুন্দ বনমালি। বুলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী॥ সেইক্ষণে ভক্ত অন্নের মা জগন্মাতা। দৃষ্টিপাত করিলেন মহাপতিব্রতা॥ ততক্ষ
নে সর্ব্বামৃত হৈল সেই অন্ন। স্নান করি প্রভু আসি হৈলা উপসন্ন॥ সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্তক গোষ্ঠী। তিতা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন॥

অপরাধনালইহবিদায়আমার ৷৷ এতবুলিনিরব হইলা শিশুকায় ৷ এমতকৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গরায় ৷৷ মৃতপুত্রমুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন ৷ আনন্দ
সাগরে ভাসে সর্ব্ব ভক্তগণ ৷৷ পুত্রশোকদুঃখ গেলো শ্রীবাসগোষ্ঠীর ৷ কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সভে হইলা অস্থির ৷ কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠী বেশাহি
তে ৷ প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে ৷৷ জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু ৷ তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ৷৷ যেখানে সেখানে প্রভু জন্ম কে
নে নহে ৷ তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি হয়ে ৷৷ চারিভাই প্রভুর চরণে কাকু করে ৷ চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ৷৷ কৃষ্ণপ্রেমে চতুর্দ্দিগে শোক র

ক্রন্দন ৷ কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল শ্রীবাসভবন ৷৷ প্রভু বোলে শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত ৷ তুমিত সকল জান সংসার চরিত ৷ এসব সংসার দুঃখ তোমার
কি দায় ৷ যে তোমারে দেখে সে হো কভু নাহি পায় ৷৷ আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার ৷ চিত্তে কিছু তুমি দুঃখ না ভাবিহ আর ৷ শ্রীমুখের পরম ক
রুণাবাক্য শুনি ৷ চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে জয়ধ্বনি ৷৷ সর্ব্বগণ সহে প্রভু বালক লইয়া ৷ চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিয়া ৷৷ যথোচিত ক্রিয়া করি
করি গঙ্গাস্নান ৷ কৃষ্ণ বুলি সভে গৃহে করিল পয়ান ৷৷ প্রভু ভক্তগণ সাতে গেলা নিজ ঘর ৷ শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল ৷ এসব নিগূঢ় কথা

যে করে শ্রবণ ৷ অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ৷৷ শ্রীনিবাস চরণেরে রহুক নমস্কার ৷ গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার ৷৷ এসব কৌতুক নব
দ্বীপেতে হয় ৷ তথাপিহ ভক্ত বহি অন্যে না জানয় ৷৷ মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা ৷ মৃতদেহে তত্ত্বজ্ঞান কহিলেন যথা ৷৷ হেনমতে নবদ্বীপে
শ্রীগৌরসুন্দর ৷ বিহরে সঙ্কীর্ত্তন সুখে নিরন্তর ৷৷ প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে ৷ অন্যের কি দায় বিষ্ণু পূজিতে না পারে ৷ স্নান ক
রি বৈসে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূজিতে ৷ প্রেমজলে সকল শ্রীঅঙ্গ বস্ত্র তিতে ৷৷ বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া ৷ পুন অন্য বস্ত্র পরি বিষ্ণু পূজে গিয়া ৷৷

পরস্পরশুনিলেনশর্ব্বভক্তগন। পন্ডিতের পুত্রহৈলাবৈকুণ্ঠগামী॥ তথাপিও কেহো কিছুবক্তনাহিকরে। দুঃখবড়পাইলেনশচিস্রেরঅন্তরে॥ সর্ব্বলোকবন্ধু
ডামনিশ্রীগৌরসুন্দর। জিজ্ঞাসেনপ্রভুশর্ব্বজনেরঅন্তর॥ প্রভুবোলেআজিমোরচিত্তকেনকরে। কোনোদুঃখহৈয়াছেপন্ডিতেরঘরে॥ পন্ডিতবোলে
নপ্রভুমোরকোনদুঃখ। যারঘরেশুপ্রশন্ন তোমারশ্রীমুখ॥ শেষেআছিলেনযতসকলমহান্ত। কহিলেনপন্ডিতেরপুত্রেরবৃত্তান্ত॥ শুশ্রমেবোলেন
প্রভুকহকতক্ষণ। শুনিলেনচারিদণ্ডরজনিজখন॥ তোমারআনন্দভঙ্গভয়েনিশ্বাস। কাহারেও ইহানাহিকরেনপ্রকাশ॥ পরলোকহইয়াছে

আড়াইপ্রহর। এবেআজ্ঞাদেহকার্য্যকরিতেসবের॥ শুনিশ্রীবাসেরঅতিঅদ্ভুতকথন। গোবিন্দগোবিন্দপ্রভুকরেনস্মরণ॥ প্রভুবোলেহেন
সঙ্গছাড়িমুকেমতে। এতবুনি মহাপ্রভুলাগিলাকান্দিতে॥ পুত্রশোকনাজানিলযেমোহারপ্রেমে। হেনসবসঙ্গমুকিছাড়িমুকেমনে॥ এতবু
লিমহাপ্রভুকান্দেণনিত্তর। শোগবাক্যশুনিসবতিন্তিতঅন্তর॥ নাজানিযেকিকধমাদপড়য়েক্ষনে। অন্যোকেচিন্তয়েসকলভক্তগনে॥ গৃহবাস
ছাড়িপ্রভুকরিবশন্ন্যাশ। তারধ্বনীকরিয়াকান্দেণছাড়িশ্বাশ॥ স্থিরহইলেনযদিগৌরাঙ্গদেখিয়া। মৃতকারকরিতেসিশুজায়েণলইয়া॥ মৃ

তশিশুপ্রতিপ্রভুবোলেনআপনে। শ্রীবাসেরঘরছাড়িজাতকিকারনে। সিসুবোলেপ্রভুযেননির্ব্বন্ধতোমার। অন্যথাকরিতেশক্তিআ
ছয়েকাহার॥ মৃতপুত্রউত্তরকরয়েপ্রভুশনে। পরমঅদ্ভুতশুনেশর্ব্বভক্তগনে॥ সিসুবোলেএইদেহেযতেকদীবশ। নির্ব্বন্ধআছিলভুঞ্জি
লাঙসেইবশ॥ নির্ব্বন্ধঘুচিলআরহিতেনাপারি। এবেচলিলাঙআরনির্ব্বন্ধিতপুরী॥ কেকাহারবাপপ্রভুকেকারনন্দন। শতেআপনার
কর্ম্মকরিয়েভোজন॥ যতদিনভাগ্যছিলপন্ডিতেরঘরে। আছিলাঙএবেচলিলাঙঅন্যঘরে॥ স্বপার্ষদেতোমারচরনেনমস্কার॥

১১৪

শুনি প্রভুর শ্রীমুখে। কান্দিতে লাগিলা ভক্তগন প্রেমসুখে॥ শান্তসুস্থির হইলেন প্রভুর আজ্ঞায়। দাশী বুদ্ধি শ্রীবাশ না করে শর্ব্বথায়॥ প্রেমযো
গে সেবা করিলে শে কৃষ্ণ পাই। মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥ কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে। প্রেমযোগে ভজিলে শে কৃষ্ণ বশ হয়ে॥ যত কিছু কহন
তবে বেদে ভাগবতে। সব দেখায়েণ গৌরচন্দ্র শাক্ষাতে॥ দাশী হইয়ে প্রশাদ দুঃখি রে হইল। কত আছে অভিমানি সব তাহা না দেখিল॥ কি কহিব শ্রীবাসের
ভাগ্যের মহিমা। যার দাস দাসির প্রসাদে নাহি সিমা॥ একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাস মন্দিরে। সুখে শ্রীনিবাস আদি সংকির্ত্তন

করে॥ দৈবে ব্যাধি যোগে গৃহে শ্রীবাসনন্দন। পরলোক হইলেন দেখে নারিগন॥ আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীসচিনন্দন। শ্রীবাসের গৃহে
মহা উঠিল ক্রন্দন। সবরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাশ। দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাশ॥ পরম গম্ভীর মহাভক্ত তত্বজ্ঞানী। স্ত্রীগনের প্রবোধিতে
লাগিলা আপুনি॥ তোমারা ত সব জান কৃষ্ণের মহিমা। সম্বর ক্রন্দন সভে চিত্তে কর ক্ষমা॥ অন্তঃকালে সকৃত শুনিলে জার নাম। অতি মহাপাতকী ও জায়
কৃষ্ণধাম॥ হেন প্রভু আপনে শাক্ষাতে করে নৃত্য। গুন গায়ে যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য॥ এ সময়ে জাহার হইল পরলোক। ইহাতেও জুয়ায়ে কি করিবারে

শোক॥ কোনো কালে যদি শিশুর ভাগ্য পাইয়ে রে। কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানী তবে॥ যদি রা শংসার ধর্ম্মে না রশ সম্বরিতে। বিলম্বে কান্দিহ যার যেন
লয় চিত্তে॥ অন কেহো যেণ যেথা স্থান নাহি শুনে। পাছে ঠাকুরের নৃত্য সুখভঙ্গ হয়ে॥ ক্রন্দন শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়। তবে আজি গঙ্গা প্রবেশীব
শর্ব্বথায়॥ শান্ত স্থীর হইলেন শ্রীবাশ বচনে। চলিলেন শ্রীনিবাশ প্রভুর কীর্ত্তনে॥ পরানন্দে সংকীর্ত্তন করেন শ্রীবাশ। পুনঃ পুন বাঢ়ে আর বিশেষে
উল্লাশ॥ শ্রীনিবাশ পণ্ডিতের এমত মহিমা। চৈতন্যের পারিশদ এই যোগ্য সীমা॥ স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। কথোক্ষনে রহিলেন নৃত্য

1233

একবঙ্গে আর নিন্দে মরয়ে পুড়িয়া ॥ অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে গদাধর । সে অধম কভো নহে অদ্বৈত কিঙ্কর ॥ ঈশ্বর ঈশ্বরে হয় কলহের লী
লা । কে বুঝয়ে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা মাত্র ॥ সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া । যে কৃষ্ণ চরণ ভজে প্রেমায় তরিয়া ॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌ
রাঙ্গ জয় জয় । বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান । বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ॥ ২৪ ॥
॥ ॥ ॥ জয় জয় সর্ব্ব লোক নাথ গৌরচন্দ্র । জয় ধর্ম্ম বেদ বিপ্র ন্যাসীর মহেন্দ্র ॥ জয় সর্ব্ব গৌর রত্ন কারুণ্য সাগর ।

মধ্য ৪০

জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয় । শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ মধ্যখণ্ড কথা ভক্তি রসে
র নিধান । নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্ব প্রাণ ॥ নিরবধি কার প্রভু হরি সংকীর্ত্তন । আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে অনুক্ষণ ॥ নৃত্য করে মহাপ্র ১১৪
ভু নিজ নাম বলে । হুঙ্কার করিয়া মহা প্রভু অট্ট হাসে ॥ প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায় । ক্রন্দন বন্দন অঙ্গে পুলক তমুলায় ॥ প্রভুর
আনন্দ আবেশের নাহি অন্ত । নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত ॥ বাহ্য হইলে বৈসেন সকল ভক্ত লঞা । কোনো দিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে ১১৪

গিয়া ॥ কোনো দিন নৃত্য করি বৈসেন অঙ্গনে । যাবৎ স্নান করায়েন সর্ব্ব ভক্তগণে ॥ যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ নৃত্য হয় । ততক্ষণ দঃখী পুনর
ভি জল বয় ॥ ক্ষণেকে দেখিয়া নৃত্য সকল অঙ্গনে । পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহি বহি আনে ॥ সারি করি চতুর্দ্দিগে থুইল ঘট গণ । দেখিয়া সন্তো
ষ বড় শ্রীশচীনন্দন ॥ শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে । প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন জনে আনে ॥ শ্রীবাস বোলেন যে প্রভু দুঃখী রহি
আনে । প্রভু বোলেন দুঃখী করি বোলেন সর্ব্বজনে ॥ এজনের দুঃখী নাম কভো যোগ্য নয় । সর্ব্বকাল সুখী হেন মোর চিত্তে লয় ॥ এতেক কারুণ্য

তারে মিলে কৃষ্ণ হর্ষ॥ ক্ষনেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র। চলিলেন নিজগৃহে লই ভক্তবৃন্দ॥ বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ। কাহারো নাহি
ক বাহ্য পরম আনন্দ॥ বিশ্বরূপ দর্শন সুখে মত্ত দুইজন। ঢুলায়ে ঢুলায়ে গড়ি সকল অঙ্গন॥ কেহো নাচে কেহো গায় দিয়া করতালি। ঢুলিয়া ঢুলি
য়া বুলে দুই মহাবলী। এইমত দুইজন মহামত্ত হৈলা। শেষে দুইজনে বাজিল গালাগালি॥ অদ্বৈত বোলয়ে অবধুত মাতালিয়া। এথা কোন জনে
তোরে আনিল ডাকিয়া॥ দয়ার ঠাকুর মুঞি সাত্তাইল কোন। শন্ন্যাসী বুলিয়া তোরে বোলে কোনজনে॥ হেন জাতি নাহি খাইয়াছে যার ঘরে। জাতি

আছে হেন কোনো জনে বোলে তোরে॥ বৈষ্ণব শ্রম তু কেনে মহা মাতোয়াল। শীঘ্র নাহি পালাইলে নহিবেক ত্রাণ॥ নিত্যানন্দ বোলে আরে নাড়া বসি থা
ক। কিলাইয়া পাড়ও পাছে দেখাও প্রতাপ॥ অয়ে বুড়া বামনা তোমারে ভয় নাঞি। আমি অবধুত মত্ত ঠাকুরের ভাই॥ স্ত্রী পুত্র গৃহ দেও ক্ষেপর
মনাশারি। পরমহংসের পথে আমি অধিকারী॥ আমি মারিলেও তুমি বুলিতে না পার। আমা সনে অহঙ্কার কর তুমি গর্ব্ব ধর॥ শুনি এত অদ্বৈত ক্রো
ধে অগ্নি হেন জলে। দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বোলে॥ মৎস খাও মাংস খাও কেমতে শন্ন্যাসী। বস্ত্র এড়িলাঙ এই আমি দিগবাসী॥ কোথা সে

মাতা কোনো দেশে বা ব্রহ্মশক্তি। কে জানয়ে আসিয়া বুলুক দেখিয়ে হেন॥ এক তোরা আসিয়া এথা তেক করে পাক। খাইমু গিলিমু সংহারিমু সব
খাক॥ আরে বুলি শন্ন্যাসী জে কিছু নাহি চায়। বোলায়ে শন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায়॥ শ্রীবাস পণ্ডিতের মূলজাতি নাই। কোথাকার অবধু
তে আনি দিলে ঠাকি॥ অবধুতে করি মুশকল জাতিনাশ। কোথা হৈতে মদ্যপের হইল প্রকাশ॥ কৃষ্ণপ্রেম সুধারসে মত্ত দুইজন। অনোন্যে
কলহ করেন শ্ব কৃষ্ণ॥ ইথে একজনের হইয়া পক্ষ লয়ে। অন্যজন নিন্দা করে ক্ষয় জায় সে॥ হেন প্রেম কলহের মর্ম্ম না জানিঞা ।।

সকলবদনে। পোড়েয়তপাষণ্ডিসতঁ দুষ্টগনে॥ যেপাপীষ্ঠ পরনিন্দে পরদ্রোহিকরে। চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেইপুড়ি মরে॥ একপদেঈশ্বতে অনেক
কারোশক্তিনাই। প্রভুর রূপাতদেখে আচার্য্যগোসাঞি॥ প্রেমসুখে অদ্বৈতকান্দেন অনুরাগে। দন্তে তৃনকরি পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে॥ পর
মআনন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায়। পাদ্যোঠে সুখে ফিরেশর্ব্বনদীয়ায়॥ প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ। জানিলেন প্রভু হৈয়াছেন বিশ্বঅঙ্গ॥
শরের আইলা যথা আছেন ঠাকুর। বিষ্ণুগৃহে দ্বারদিয়া গর্জে প্রচুর॥ নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর। দ্বার খুলাইলা প্রভু হৈলা ভিতর॥ অনন্ত
কৃষ্ণরূপ নিত্যানন্দ দেখি। দণ্ডবত হইয়া পড়িলা বুজিআঁখি॥ প্রভু বোলে উঠ উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রান। তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান॥ যেতো
মারে প্রীতকরে মুঞি সে তার। তোমা বিনু প্রিয়তম নাহি কি আমার॥ তুমি আর অদ্বৈতে যেকরে ভেদবুদ্ধি। জানম তে নাজানে সে অবতার শুদ্ধি॥ ১১৩
নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বরায়। আনন্দে কান্দিয়া বিষ্ণুগৃহে গড়িযায়॥ হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচীনন্দন। দেখ দেখ বুলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন॥
প্রভু প্রভু বুলি স্তুতি করে দুইজন। বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দময় মন॥ এসব কৌতুক সব শ্রীবাস মন্দিরে। তথাপি দেখিতে অন্যশক্তি নাহি ধরে॥ ১১০

অদ্বৈত মুখের সব এসকল কথা। ইহা যে না মানে সেই দুষ্কৃতি সর্ব্বথা॥ সর্ব্ব মহেশ্বর গৌরচন্দ্র যে না বোলে। বৈষ্ণবের অদৃশ্য সেপাপী সর্ব্ব
কালে॥ আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর॥ নবদ্বীপে হেন সব প্রকাশের স্থান। তথাপি সে কেহ বহি না জানয়ে
আন॥ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন। ভক্তিযোগ কৃষ্ণনাম স্মরণ কন্দন॥ কৃষ্ণ বুলি কান্দিলে সে কৃষ্ণনাথ মিলে। ধনে জনে পান্ডিত্যে কিছু ন
হে কৃষ্ণ না ভজিলে॥ মধ্যখণ্ড কথা বড় অমৃতের খণ্ড। যে কথা শুনিলে যাও অজ্ঞান পাষণ্ড॥ দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ দরশন। ইহা যে শুনয়ে

বিনে তান্দর প্রেম তেক কেবা কীর্ত্তন॥ নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ সর্ব্ব নদীয়ায়। ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায়॥ প্রভু শচী গদাধর মাঝে শর্ব্বথা। অ
দ্বৈত নহিয়া শব বৈষ্ণবের কথা॥ একদিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে। কীর্ত্তন করেন শভে মহা অনুরাগে॥ আর্ত্তি করি নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়। পুনঃ
পুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য়॥ গড়াগড়ি জায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে। চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে॥ দুইপ্রহর বই নৃত্য যেন হেন মহারঙ্গে। শ্রান্ত
হইলেন সব ভাগবতগণ॥ শভে মিলি আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া। বসিলেন চতুর্দ্দিগে অদ্বৈত বেড়িয়া॥ কিছু স্থির হইয়া দি আচার্য্য বসিলা

॥ শ্রীবাস রামাঞি আদি স্নানে তে চলিলা॥ আর্ত্তিযোগ আচার্য্যের পুনঃ পুনর্ব্বাড়ে। একেশ্বর শ্রীবাস অঙ্গনে গড়ি পাড়ে॥ কার্য্যান্তরে নিজ গৃহে
ছিলা বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর॥ ভক্ত আর্ত্তি পূর্ণকারী সদানন্দ রায়। আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি জায়॥ অদ্বৈতের আর্ত্তি দে
খি ধরিতা রকরে। দ্বার দিয়া গিয়া বসিলেন বিষ্ণুঘরে। হাসি ঠাকুর বোলেন শুনহ আচার্য্য। কি তোমার ইচ্ছা বোল কিবা চাহ কার্য্য॥ অদ্বৈ
ত বোলয়ে তুমি সর্ব্ব বেদ সার। তোমারে ইচ্ছাহো প্রভু কি চাহিমু আর॥ হাসি বোলে প্রভু আমি এই ত সাক্ষাত। আর কিবা মোরে চাহ বোলহ

আমাত॥ অদ্বৈত বোলয়ে প্রভু কহিলা সুসত্যে। এই তুমি সর্ব্ব বেদ বেদান্তের তত্ত্বে॥ তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই। প্রভু বোলে কি ইচ্ছা
বোলহ মোর ঠাঞি॥ অদ্বৈত বোলয়ে প্রভু পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে। যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় ধরে॥ বুলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ। চতুর্দ্দিগে
সৈন্য দেখে মহা যুদ্ধ পথ॥ রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর। চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় রূপ দেখে সেই স্থানে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবন। কোটি চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ। সম্মুখে দেখেন স্তুতি করে অর্জ্জুন॥ মহা অগ্নি যেন দেখে

1237

তিনাথেপ্রভুপড়য়েতেস্থানে।। কিনগারেক্ষিতলেরে কিবাজনেব নে। নিরন্তরঅশ্রুধারাবহএনয়নে।। আত্তগানের সিয়াবুলয়েনীরন্তর। ভক্তিবশন
য়্যহেং [illegible] হলেনবিশ্বম্ভর।। কেহোমাত্র কোনোমতেযদিবোলেহরি। শুনিতেপড়েপ্রভুআপনা পাশরি।। মহাকম্প অশ্রুহয়পুলকশর্ব্বাঙ্গে। গড়া
গড়িজায়েণ নগরেমহারঙ্গে।। যেথাবেশ দেখিনেত্রক্ষাদি [illegible] ধন্যহয়। তাহাদেখেনদীয়ার লোক সমুচ্চয়।। শোধেঅতিমুর্চ্ছাদেখি মোনি
শর্ব্বদাশ। আনন্দকরিয়ানইচলিলাস্বপ্নবাসে।। তবেয়েদুয়ার দিয়াকরেনকীর্ত্তন। শেসুখেমেশ্চিত হয় অনন্ত ভুবণ।। য়ত অনুভব হয় অক্ষ

ম্নকথন। হেননাহিজানিপ্রভুকিবশেবিস্থন।। ক্ষনেবোলেমুঞিশেইমদন গোপাল। ক্ষনেবোলেমুই কৃষ্ণ দাশশর্ব্বকাল।। গোপীগোপী গো
পীমিমএ কোনোদীনেজপে। শুনিলেকৃষ্ণেরনাম জলেমহাকোপে।। কোথাকার কৃষ্ণতোর মহাদেশ্যেশে। শঠধূর্ত্ত কিতার ভজেবাতা বেসে।। স্ত্রীজিত
হইয়াকাটে স্ত্রীরনাককান।। লুকাকেরখায় লইলবালীর পরাণ।। কিকার্য্য আমার শেইচোরেরকথায়। যেকৃষ্ণ বোলয়েতারে সেদাড়িয়াজা ১১২
য়।। গোপ্দ্যন গোপ্দলমাত্র বোলেকোনোক্ষনে। ইন্দ্রাবিণ ইন্দ্রাবিণ বোলে কোনোদিনে। মথুরামথুরাকোনোদিন বোলেমুখে। কোনোদিন পৃথিবি ১১২

[illegible]

তেনাখেঅঙ্গুলিখেখ।। ক্ষনেহাস্য বিতেনেমেবিভঙ্গ আকৃতি। চাহিয়াবোদন করেতাশেসব ক্ষিতি।। ক্ষনেবোলেভাই সববড় দেখিবণ। পালেপা
লেসিংহবাঘভল্লুকেরগণ।। দিব্রশেবেবোলেরাত্রিরাত্রিরে দিবশ। এইমতপ্রভুভাবে হইলেন বশ।। প্রভুরআবেশদেখি শর্ব্বভক্তগণ। অন্যো
ন্যেগলাধরিকরেণ রোদন।। যেথাবেশদেখিভক্ত ক্ষার থ ভিনাশ। সুখেদেখে তাহাসব বৈষ্ণবেরদাশ।। ছাড়িয়া আপনবাশ প্রভু বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণবের শ্রবেঘরে থাকে নীরন্তর।। বাস্তু চেষ্টাউন্মদ করেণ কোনোক্ষনে। সেক্ষনেজননীবেশান্তোষকারলে। সুখময় হইলেনশর্ব্ব ভক্তগণ।।

য়ার যেই মত ইচ্ছা নাবোন যে কেনি। যেশোকে নে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নয়। তত্তশেচরণধন বহুক হিদয়॥ এত পরিহারেও জে পাপী নিন্দা করে।
তবে নাথি মারো তার শীরের উপরে॥ চৈতন্যপ্রীয়ের পায় মোর নমস্কার। অবধূত চন্দ্র প্রভু হউক আমার॥ আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। এ
উত্তবোশাতিতেঁ ধরিয়ে অন্তর॥ চৈতন্যের স্বরূপা যেশো নিত্যানন্দ তিনি। নিত্যানন্দে জানাইনে গৌরচন্দ্র জানি॥ নিত্যানন্দ গৌর চন্দ্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ। নিত্যা
নন্দ গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ শংকর্ষণ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপে শে চৈতন্যের ভক্তি। শর্ব্বভাবে স্ফুরিতে ধরয় শর্ব্বশক্তি॥ চৈতন্যের য়ত প্রিয় শেবক প্রধান। তাঁ

হারা শেস্কাতো নিত্যানন্দের আক্ষান॥ তবে যে দেখহ হেন অন্যোন্যে বাজে। সব কবে কৃষ্ণচন্দ্র কে বোঝা নাহি বুঝে॥ ইহাতে যে একবৈষ্ণবের পক্ষ
লয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে শেজাই বেক্ষয়॥ সর্ব্বভাবে ভজ কৃষ্ণ য়েকো যেনো নানিন্দে। শেই শে গনতা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥ অদ্বৈতচরণে মোর ব
ই নমস্কার। তান প্রিয় তানে মতি রহুক আমার॥ শর্ব্বগোষ্ঠী শহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥ অদ্বৈতের পক্ষ হে
য়া নিন্দে গোদাধর। শেঅধমক ভোন হে আদ্বৈত কিংকর॥ চৈতন্যচন্দ্রের কথা অমৃত মধুর। শকলজীবের মনে বাড়ুক প্রচুর॥ শুনিলে চৈতন্যক

থা যার রয় সুখে। শে অবশ্য দেখিবে চৈতন্যচন্দ্রমুখে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। বৃন্দাবনদাশ তছু পদযুগে গান॥ ॥ ॥ ২৩॥ ॥
শ ॥ ॥ ॥ জয় জয় জয় সিংহ মহাধীর। জয় জয় স্কাণ্ডপাল জয় যদুবীর॥ জয় জগন্নাথ প্রীত শ্রীশচীনন্দন। জয় জয়
জয় পুণ্য শ্রবণকীর্ত্তন॥ জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন। জয় হরিদাশ কাশীশ্বর প্রাণধন॥ জয় স্বরূপ শিক্ষ দীনবন্ধু শর্ব্বতাত। যে বোলে
তোমারে প্রভু তারে তুমি নাথ॥ হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়। প্রতিদিন কীর্ত্তন প্রভু হইলা শদায়॥ এইমত হইলা প্রভু হরিশংকীর্ত্তনে। নামস্ক

1239

যানগর।। শর্ব্বনদীয়ায় নাচে ত্রিভুবনরায়৷। গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া জায়।। একনিশা এহেন না করি হ মনে৷। কতকল্প গেলে সেই নি
শার কীর্ত্তনে।। চৈতন্যচন্দ্রের কিছু অসম্ভব নহে৷। কৃষ্ণ দিয়া ঈহার হয়ে যে ক্রিয়া বলে যে।। মহাভাগ্যবানে সেই সব মর্ম্ম জানে৷। শুষ্কতর্কবাদি পাপী
কিছু ইনা মানে।। যেন কারে না তে বেকাঠের অধিরাজ৷। তাহারা ভাসয়ে আনন্দের সিন্ধু মাঝ।। সে হুঙ্কার সে গর্জ্জন সে প্রেমের জল৷। কান্দয়ে দেখি
যে স্ত্রী যে পুরুষ সে সকল।। কেহো বোলে শচীরে চরণে নমস্কার৷। হেন মহাপুরুষ জন্মিল গর্ব্ভে যার।। কেহো বোলে জগন্নাথ মিশ্র ভাগ্যবন্ত।। কেহো
বোলে নদীয়ার ভাগ্যে রনাহি অন্ত।। এই মত বুলি সভে দেই জয়কার৷। সর্ব্বলোকে হরি বহি নাহি বোল আর।। প্রভু দেখি সর্ব্বলোক দণ্ডবত হৈ
য়া৷। সভে পড়ে শ্রীচরণে বান কন হৈয়া।। শুদ্ধ শ্রীগৌরচন্দ্র করুণ স্বভাবে৷। স্বানুভাবানন্দে কীর্ত্তনে বিহরে।। এসব লীলার কভো নাহি
পরিচ্ছেদ।। আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদে।। যেখানে যে করে ভক্তজনে ধ্যান৷। সেই রূপে সেই স্থানে প্রভু বিদ্যমান।। তথাহি৷। যদ্যদ্ধিয়া ত
উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।। অদ্যাপিহ চৈতন্য সে সব লীলা করে৷। যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে।। মধ্যখণ্ড

কথা যেন অমৃতের খণ্ড।। যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তরের পাষণ্ড।। ভক্ত নাহি প্রভুর সকল অবতার।। ভক্ত বহি কৃষ্ণ মর্ম্ম না জানয়ে আর।। কোটিজ
ন্ম যদি যোগ যজ্ঞ তপ করে৷। ভক্তি বিনে কোনো কর্ম্ম ফল নাহি ধরে।। হেন ভক্তি বিনে ভক্তসেবা বিনে নাহয়৷। অতএব ভক্তসেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
আদি ভক্ত জয় জয় নিত্যানন্দরায়৷। চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়।। কেহো বোলে নিত্যানন্দ বলরাম সম৷। কেহো বোলে চৈতন্যের বড়
প্রিয়তম।। কেহো বোলে মহাতেজীয়াংশ অধিকারী৷। কেহো বোলে কোনোরূপ বুঝিতে না পারি।। কিবা জীব নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।

১১১

১১১

মুক্তসবলীলাতনুকরিকৃষ্ণভজে।অতএবভক্তহয়ঈশ্বরশমান।।ভক্তস্থানেপরাভবমানেভগবান।।আছেব্রহ্মাণ্ডেযতআছেসুবিশাল।
ভক্তহেনস্তুতিবনাথরেকেহোহেনা।।হেনভক্তঅদ্বৈতেরেবুলিতেহরিশে।পাপিষ্ঠসবদুঃখপায়নিজকর্ম্মদোষে।।কৃষ্ণেরশান্তোশবড়ভক্তহেনমা
নে।কৃষ্ণচন্দ্রবহিভক্তআরকেবাজানে।।উদরভরণনমিত্তএবেপাপীশব।লয়ায়েঈশ্বরআমিমূলেলেশগর্ব্ব।।গন্ধর্ব্বশৃগালতুল্যশিষ্যগন
লৈয়া।কেহোবোলেআমিরঘুনাথভাবগিয়া।।কুক্কুরেরভক্ষদেহইহারেলইয়া।।বোলায়েঈশ্বরবিষ্ণুমায়ামুগ্ধহৈয়া।।শর্ব্বপ্রভুগৌর
চন্দ্রশ্রীশচীনন্দন।দেখতাঁরশক্তিসর্ব্বভরিয়ানয়ন।।ইচ্ছামাত্রেকোটিকোটিসমুদ্রহইল।যতকোটিমহাদ্বীপজানিতেনাগেল।কেবাক
দিলেককলাবিকিতিঘরেঘরে।কেবাগায়রায়কেবাপুষ্পবৃষ্টিকরে।।করিলেনমাত্রশ্রীধরেরজলপান।কিহইলনাজানিসেমেরআরস্থান।
ভক্তবৎসল্যদেখিত্রিভুবনকান্দে।ভূমিতেলোটায়কেশকেহোনাহিবান্ধে।।শ্রীধরকান্দয়েতৃণধরিয়াদশনে।উচ্চকরিহরিবোলেশ
জলনয়নে।।কিজলকরিলেপানত্রিদশেররায়।নাচেশ্রীধরকান্দেকরেহায়হায়।।ভক্তজলপানকরিপ্রভুবিশ্বম্ভর।শ্রীধরেথঙ্গিলেনা
চৌদ্দঠাঁইঈশ্বর।।প্রিয়গণেচতুর্দ্দিগেগায়মহারসে।নিত্যানন্দগদাধরশোভেদুইপাশে।।শোনারেতাসবেকেবাদেখেভাগ্যসীমা।ব্র
হ্মাণীবিকান্দেদায়দেখিয়ামহিমা।।ধনেজনেপাণ্ডিত্যেকৃষ্ণেরেনাহিপাই।কেবলভক্তিরবশচৈতন্যগোসাঞি।।জলপানেশ্রীধরে
রেঅনুগ্রহকরি।নগরেআইলাপ্রভুগৌরাঙ্গশ্রীহরি।।নাচেগৌরচন্দ্রত্রিভুবনেরঠাকুর।চতুর্দ্দিগেহরিহরিধ্বনিশুনিসুপ্রচুর।।শর্ব্ব
লোকজিনিনবদ্বীপশোভাহয়।হরিবোলশুনিমাত্রশাভারজীবায়।।যেসুখেবিহ্বলশুকনারদশঙ্কর।যেসুখেত্রিভুবনশর্ব্বনদী।

গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ বাসুদেব রাম। কে কোথা কান্দিয়া পড়ে নাহি জানে স্থান। জগদীশ গোপীনাথ কান্দে গোনন্দ। মুকুন্দ মাধব আর কান্দে সর্ব্ব
জন। লক্ষকোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাথ। কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ। ফুটিল বুলি তেন বিধাধরের বানে। সর্ব্বভাবে প্রেমভক্তি হইল
লব্ধকাশে। কৃষ্ণ বুলি কান্দে সব জগত হরিষে। শঙ্কর নাহিল সিদ্ধি গৌরচন্দ্র হাসে। দেখ তাহা সব ধরে ভক্তির সীমা। ভক্তি বাড়ে সলের অংশ করিলেন
সীমা। লোহময় জন পাষণ্ড বাহিরের জন। পরম আদরে পান করিল সকল। পরমার্থে পান হইয়া হইল যখনে। সুধামৃত ভোজন হইল তখনে। ভক্তি
রসাইতে সেই এমত পাষণ্ডজন। পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল। দাক্ষিণাত্যের রত্নপাত্র দিক ভাগনে। আঙ্কক পিবার কাজ নাহি দেখেন যবনে। যে যেত্র
রসের কের সর্ব্বভাবে খায়। নৈবিদ্যাদি বিষয় অপেক্ষা নাহি চায়। অন্য দেখি দাসে নাহি দিলেও বলে খায়। তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকা
য়। অবশেষে সেবকে বেকারে আনে সবা। তার সাক্ষী বৃন্দাবনে সেই বিপ্র বশক। সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা আর পত্নী ভাই। দাস বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় ১১০
কে কোথা নাহি। জেক পঠিত যে দাসে সেই রূপ হয়। দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়। সেবক বসন অংশ চারি বেদে কয়। সেবকের স্থা ১১০
নে কৃষ্ণ প্রকাশ সদায়। নয়ন ভরিয়া দেখি দাসের প্রভাব। হেন দাস ভাবে কৃষ্ণ করয়ে অনুরাগ। অন্য হেন না জানি হইলেও দাস নাম। অন্য
ভাগে দাস নাহি করে ভগবান। বহুকোটি জন্মায়ে করিল নিজ ধর্ম্ম। অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম। অহর্নিশ দাস ভাব যে করে বেরা
গী। গঙ্গা নত্তহয় কালে বুলি নারায়ণ। তবে হয় মুক্ত সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ। মুক্ত হইলে সেহয় গোবিন্দের দাস। দাস নামে ব্রহ্মা শিব হরি
সবা থার। এর নিধরে ন্দ্র চাহে দাস অধিকার। এমব স্থির ওল হইয়াও ভক্ত। তথাপিও ভক্ত হইবার অনুরক্ত। এই কাক্ষা করে আস্কারের
সমাস।

১২৪২

কহিয়া ছেরুপায় আপনে। অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সাঙ্গে বিশ্বম্ভর। প্রবেশ করিলা শঙ্খবনিকের ঘর। শঙ্খবনিক সব উঠিল আনন্দ। হরি বলি নিয়া বাদ্য
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ। পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর। চতুর্দ্দিগে জলে দীপ পরম সুন্দর। লোচনের লোভা ও কি কহিবারে পারি। যাহাতে কীর্ত্তন করে
গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। প্রতি দ্বারে রম্ভা পূর্ণকুম্ভ আম্রসার। নারিগনে হরি বলি দেই জয়কার। এই মত সকল নগরে শোভা করে। আইলা ঠাকুর তন্তুবা
য়ের নগরে। উঠিল মঙ্গলধ্বনী সর্ব্ব কোলাহল। তন্তুবায়গণ হৈল আনন্দে বিহ্বল। নাচে সব নাগরিয়া দিয়া করতালি। হরি বোল গোবিন্দ মু
কুন্দ বনমালী। সর্ব্ব মুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে। নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে। ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার। [illegible] উঠিলা গি
য়া প্রভু তাহার দুয়ার। আছয়ে এক লোহপাত্র আছয়ে দুয়ারে। কত ঠাঁঞি তালি তাহা চোরেও না হরে। নৃত্য করি মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গনে। জলপূর্ণ পাত্র
প্রভু দেখিলা আপনে। ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন। লোহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ। জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার। কার শক্তি আছে
তাহা নিষেধ করিবার। মরিনু মরিনু বলি ডাকয়ে শ্রীধর। মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর। শুনিয়া মুর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর। প্রভু বোলে শুদ্ধ
মোর আজি কলেবর। আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে। শ্রীধরের জল পান করিনু যখনে। এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হৈল আমার। কহিতে কহি
তে পড়ে নয়নে শুদ্ধ ধার। বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়। শিখায়েন বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয়। তথাহি। পদ্মপুরানে। প্রাপ্যাপি বৈষ্ণবং স্নানপ্র
যত্নে বিচক্ষণঃ। সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা তদভাবে জলং পিবেৎ। ভক্তবৎসল দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ। সভার উঠিল মহা আনন্দে ক্রন্দন। নিত্যান
ন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া। অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া। কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস কাশীশ্বর। মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর।।

1243

ত্তয়॥ আজি সব যবনেরে করিব প্রলয়॥ দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব ভক্তগণ। গলায়ে বান্ধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন॥ ঊর্দ্ধবাহু করিয়া সকল ভক্ত-
গণ। প্রভুর চরণারবিন্দে করে নিবেদন॥ তোমার প্রধান অংশ প্রভু সংকর্ষণ। তাহার অকালে ক্রোধ নাহয় কখন॥ যে কালে হইব সর্ব্ব
সৃষ্টির সংহার। সংকর্ষণ ক্রোধ হয় রুদ্র অবতার॥ জে রুদ্রে সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহরে। সেহ তিঁহো আসি মিলে তোমার শরীরে॥
অংশাংশের ক্রোধে যার সকল সংহরে। সে তুমি ক্রোধ কৈলে কোন জন তরে॥ অক্রোধ পরমানন্দ তুমি বেদে গায়। বেদ বাক্য প্র-
ভু ঘুচাইতে না জুয়ায়॥ ব্রহ্মাদি ও তোমার ক্রোধের না দেখায়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলামাত্র॥ করিলাও কাজির অনেক অপ-
মান। আর যদি আছে তবে সংহারিবে প্রাণ॥ জয় বিশ্বম্ভর মহারাজ রাজেশ্বর। জয় সর্ব্ব লোকনাথ শ্রী গৌরসুন্দর॥ জয় জয় অনন্ত শয়ন
রমাকান্ত। বাহু তুলি স্তুতি করে সকল মহান্ত॥ হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব দাসের বচনে। হরি বুলি নিজ রসে চলিলা তখনে॥ কাজিরে বশ করিয়া প্রভু
সর্ব্ব লোক রায়। শঙ্খ ঘণ্টা রণে সর্ব্বগণে নাচে জায়॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে সঙ্খ করতাল। রাম কৃষ্ণ জয় ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥ কা-
জির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া। মহানন্দে হরি বুলি জায়েন নাচিয়া॥ পাষণ্ডির হইল পরম চিত্তভঙ্গ। পাষণ্ডি বিষাদ করে বৈষ্ণ-
বে রঙ্গ॥ জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ মুরারি বনমালি। গায় সর্ব্ব নগরিয়া দিয়া করতালি॥ জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে। ভাসয় সকল লোক
আনন্দ সাগরে॥ কেবা কোন দিগে নাচে কেবা গায় বায়। হেন নাহি জানি কেবা কোন দিগে ধায়॥ আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ। শেষে চলে
মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ কীর্ত্তনীয়া ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি। নৃত্য করে প্রভু বৈষ্ণবের চূড়ামণি॥ ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে। সেই প্রভু

১০৭

১০৭

জারদাড়িআছেশেষস্থলঅধমুখে। নাজেমাম্মা নাহিতোনেতবেহানেবুক। অনন্তঅর্ব্বুদলোককে ডাকারে টিনে। আপনারদেহমাত্যোহো
নাহিজানে। শাঁতইনাতেনশাভোগায়েন কোথকে। কৃষ্ণমন্ত্র পুরিয়া হরি বোলেনশর্ব্বলোকে। আসিয়াকাদিরদ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রোধাবে
শেহঙ্কারকরয়েবহুতর। ক্রোধেবোলে প্রভু আরেকাদি বেটাকোথা। শীঘ্রেআনধরিয়াকাটিয়াপেলমাথা। নিয়রণকরো আজি সকল
যবণ। পূর্ব্বেয়েনবধকৈলুঁকালযবণ। প্রানলঞাকাদি কোথা গেলদিয়াদ্বার। ঘরভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বোলেবারেবার। শর্ব্ব ভূতঅন্তর্য্যামি
শ্রীশচীনন্দন। থাক্যানচিনিবেকহেনআছে কোনোজন। মহামত্তসর্ব্বলোক চৈতন্যের বশে। ঘরেউঠিলেনশাভে প্রভুর আদেশে। কেহোঘর
ভাঙ্গে কেহো ভাঙ্গে দুয়ার। কেহোলাথিমারে কেহো করয়ে হুঙ্কার। আম্রপনশের ডাল কেহো ভাঙ্গি পেলে। কেহো কদলকবন ভাঙ্গি হরি
বোলে। পুষ্পেরউদ্যানেতলক্ষলক্ষলোক গিয়া। উপাড়িয়াপেলেনসভে হুঙ্কারকরিয়া। পুষ্পেরশহিতে ডাল ছিড়িয়া ছিড়িয়া। হরিবুলি
নাচেসব শ্রুতিমূলে দিয়া। একটী করিয়া মালা শর্ব্বলোকে নিতে। কিছুনারহিল আরকাদির বাড়িতে। ভাঙ্গিলেক বাড়ি যে যতসব
ঘর। প্রভু বোলে অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর। পুড়িয়া মরুক শর্ব্বগণের শহিতে। শর্ব্ববাড়ি বেড়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে। দেখোমো
রে কি করে উহার নরপতি। দেখো আজি কোনো জন এবে রাখা হতি। যমকাল মৃত্যু মোর শেবকের দাশ। মোর দৃষ্টিপাতে হয় সভার
প্রকাশ। শংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহোর অবতার। কীর্ত্তন বিরোধি পাপী করিব শংহার। শর্ব্ব পাতকিও যদি করয়ে কীর্ত্তন। অবশ্য তা
হার মুক্তি করিমু স্মরন। তপস্বী শন্ন্যাসী যোগী জ্ঞানী যে যে জন। শংহারিমু যদি সব না করে কীর্ত্তন। অগ্নি দেহ সব রে [illegible] না কবিশ

1245

বেহিন্দু আনি। শীঘ্র জানি আইস তবে জাইব আপুনি।। কাজির আদেশে তবে অনুচর ধায়। সমুদ্রে দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়।। অনন্ত অর্ব্বুদ
লোক বোলে কাজি মার। ডরে পলাইল দূরে বেষ্টন মাথার।। লড় দিয়া কাজি বেকাইল শাস্ত্রে গিয়া।। ক্রিকেবা চন হশীঘ্র জাই পলাইয়া।। কোটি
কোটি লোক সঙ্গে নিমাঞি আচার্য্য। সাজিয়া আইসে আজি করিবারে কিবা কার্য্য।। লাখ লাখ মহা মহা দীপ সব জলে। লাখ কোটি লোক মেলি
হরি হরি বোলে।। দুয়ারে হেন লাখ আন্দ্রশার।। পুষ্প ময় পথ সব দেখি নদীয়ার।। নাজানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে। ব্রাহ্মণশু

নিয়া দুই খোরা উফড়ে।। এই মত নদীয়ার নগরে নগরে। রাজা আসিতেও কেহো এমত না করে।। সবে ভাবকের বড় নিমাঞি পণ্ডিত।
ধাভে চলে শোনা পিয়া জায় সেই ভিত।। সে সকল নগরিয়া মারিল আমরা। আজি কাজি মারব নি আইসে তাহারা।। একে যে হঙ্কার করে ১০৭
নিমাঞি আচার্য্য। সেহ সেহ হিন্দুর রতয়ে তাহার কার্য্য।। কেহো বোলে ব্রাহ্মণ এমত কাস্যে কোন। ব্রাহ্মণের হৈ চক্ষে নদী বহে জেন।। কেহো বোলে
৮৬ ব্রাহ্মণ আছাড় যত খায়। সেহ দুঃখে কান্দে হেন বুঝি যে সদায়।। কেহো বোলে ব্রাহ্মণ দেখিতে নাগে ভয়। গিলিতে আইসে যেন দেখি ক ১০৮

মাহয়।। কাজি বোলে হেন বুঝি নিমাঞি পণ্ডিত। বিভা করিবারে বা চলিল না কোন রীতি।। এবা নহে মোর লঙ্ঘী হিন্দু আনিকরে। তবে জা
তিনিমু আজি সেহার নগরে।। সর্ব্ব লোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর। আইলা নাচিতে যথা কাজির নগর।। কোটি কোটি হরি ধ্বনি মহা কোলাহ
ল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আদি পুরিল সকল।। শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ সহে ধায়। সর্প ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়।। পুরিল সকল স্থান বি
শ্বম্ভর গণে। ভয়ে কেহো পলাইতে দিগ নাহি জানে।। মাথায়ে বান্ধি যা পাগ কেহো সেই মেলে। অলক্ষিত নাচয় অন্তরে বেথান হয়।। ।।

কৃষ্ণাজায়নাইগীতিকোথাজায়ডাক। কৃষ্ণাজায়কন্নাপোতাঅষ্ট আম্রশার। এসকলবচনের সুধিতবেধার। যতদেখ মহাতাপ দিয়া শিখেকন। যতদে
খয়েরেকবিভাবক মণ্ডল। গণ্ড গোলশুনিয়া আইশেকাদিয়া রে। সভারগঙ্গায়দেখিভালতবে। কেহোবোলেমুক্তবেশুনিতেআকিয়া। নাগরিক
সবদেও গেনাযেবান্ধিয়া। কেহোবোলে চন্দ্রাইকাদিবেকহিতে। কেহোবোলেযুজনহেএমতকরিতে। কেহোবোলে তাই সবএক যুক্তি আছে।
সহেনড় দিয়াজাইভাবকেরকাছে। আইশেবুলিয়াকাদি বচন তোলাই। তবেএকজন নারহির একথাক্ষ। এইমত পাশাণ্ডিআপনাস্থায়
মনে। চৈতন্যেরগনমত্ত হরিশংকীর্ত্তনে। সভারঅঙ্গেতেশোভেশ্রীচন্দনমালা। আনন্দেগায়েনকৃষ্ণরসভৈহইভোলা। নদীয়ারএকান্ত
নগরসিমলিয়া। নাচিতেঃ প্রভুউত্তরিলা গিয়া। অনন্তঅর্ব্বুদ হরিহরিধ্বনীশুনি। হুঙ্কারকরিয়ানাচে দ্বিজমনি। সেসকলন
যনেথাকতআছেজন। কতেকবহেধারাপরম নির্ম্মল। কম্পভাবে উঠেপড়েঅনন্তবিক্ষেহেতে। ক্ষণেক নিত্যানন্দ প্রভুনাপারেধরিতে। শেষে
ব্রায়েহয়েমূর্চ্ছা আনন্দশাহিতে। প্রহরেকধাতুনাহিশভেচমকিতে। এইমত অপুর্ব্বদেখিয়াশর্ব্বজন। সভেইবোলেন এপুরুষ নারায়ণ।
কেহোবোলেযেএহেক মনুষ্যলক্ষণ। কেহোবোলেনারদপ্রহ্লাদশুকজেন। এইমতবোলেযেণয়ারঅনুভব। অযেন্তুতার্কিকবোলে পরমবৈ
ষ্ণব। হেনজনাহি এইবর পরমভক্তিবশে। ধাইন্তলিহরিবোল হরিবোলঘোষে। শ্রীমুখের বচন শুনিয়ে একবারে। শর্ব্বলোকেহরিধ্বনীবো
লেউচ্চশ্বরে। গৌরাঙ্গ সুন্দররায় জেদিগেনাচিয়া। শেইদিগেশর্ব্বলোক চলয়েধাইয়া। কাদির বাড়িরপ[illegible]সধরি নর্ত্তান্দর। বায়কো
লাহনকাদিশুনপ্রচুর। কাদিবোলেজানতাই কিগিণবাজন। কিবাকার দেখাকীবা হয়েরকীর্ত্তন। মোরবোল নাশুনিয়াকেক

কেহো বোলে এইমু ক্রি নিমাঞি পণ্ডিত। জগত উদ্ধার লাগি হইলা বিদিত॥ কেহো বোলে আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব। কেহো বোলে আমি বৈকুণ্ঠের পারি
ষদ॥ কেহো বোলে মোরে কাড়ি নেই গেল কোথা॥ নাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা॥ পাষণ্ডি ধরিতে কেহো নড় দিয়া জায়। ধর ধর ধর এই পাষণ্ডি
পালায়॥ বৃক্ষের উপর গিয়া কেহো কেহো চড়ে। সুখে পুনঃ পুনঃ কেহো লাফ দিয়া পড়ে॥ পাষণ্ডিরে ক্রোধ করি কেহো ভাঙ্গে ডাল। কেহো বোলে
এইমু ক্রি পাষণ্ডির কাল॥ অলৌকিক শব্দ কেহো উচ্চ করি বোলে। যমরাজ বান্ধিয়া কেহো কেহো চলে॥ শেইখানে থাকি কেহো বোলে আয় যম

দূত। বোল গিয়া যথা আছে তোর সূর্যসুত॥ বৈকুণ্ঠনায়ক অবতরি শচীঘরে। আপনে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে॥ যেনাম প্রভাবে তোর
ঈশ্বর ধর্মরাজ যম। যেনামে তারিল অজামিল বিপ্রাধম॥ হেন নাম সর্ব মুখে প্রভু বোলাইল। উচ্চারণে শক্তি নাই যার সেহু নিল॥ প্রাণিমাত্র
কারো যদি করে অধিকার। মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার॥ শীঘ্র কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত। পাপীর লিখন সব করিবারে লুপ্ত॥ যেনা
মন্ত্র প্রভাবে ঈশ্বর রাজ্য বারানসী। যাহা গায় সুখে সেতদ্বীপবাসী॥ সর্বলক্ষ্য মহেশ্বর যেনাম প্রভাবে। হেন নাম সর্ব লোকে শুনি বোলে এবে॥

১০৭

১০৮

হেন নাম লঙ্ঘে হাড় পর অপকার। অবিশ্রম্ভ বন হেতু করি মু সংহার॥ আর জন দশ বিশে নড় দিয়া জায়। ধর ধর কোথা কাদি ভাড়িয়া পলায়॥ কৃষ্ণের
কীর্ত্তনে যে যে পাপী নাহি মানে। কোথা গেল এ সকল পাষণ্ডি এখনে॥ মাটি তোড় এ কেহো পাষণ্ডি বলিয়া। হরি বুলি ধায় পুন হুঙ্কার ক
রিয়া॥ এই মত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্বজন। কিবা বোলে কিবা করে নাহিক স্মরণ॥ নাগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া। মরএ পাষণ্ডি
সব জলিয়া পুড়িয়া॥ সকল পাষণ্ডি মেলি গুনে মনে মনে। গোসাঞি করে কাদি আইলে এখনে॥ কথা জায় বন্দচন্দ্র কোথা জায় ডাক।

হেনমহারঙ্গেপ্রতিদিনকারেনগরে। কীর্ত্তনকরয়েসর্ব্বলোকেরঙ্গস্বরে॥ অবিছিন্নহরিধ্বনীশব্দলোকেকরে। কৃষ্ণভক্তিদিয়াধ্বনীজায়বেদণ্ডের॥
শুনিপ্রবেশঙ্গঠনাম্বপ্রভুবিশ্বম্ভর। শান্তাশেপূর্ত্তিতবয়মবকালেবর॥ পুনঃপুনবোলবোলবোলেবিশ্বম্ভর। উল্লাশেউঠয়েপ্রভুআকাশউ
পরি॥ মত্তসিংহজিনিএকতরঙ্গপ্রভুর। দেখিতেশোভারহয়বাচয়েপ্রচুর॥ গঙ্গাতীরেতীরেপথআছেনদীয়ায়। আগেসেইপথেনাচিজায়গৌ
ররায়॥ আপনারঘাটেআগেবহুনৃত্যকরি। তবেমাধাইরঘাটেগেলাগৌরহরি॥ বারোকোনাঘাটনগরিয়াঘাটদিয়া। গঙ্গারউপারদি
য়াগেলাসিমলিয়া॥ লক্ষকোটিমহাদ্বীপচতুর্দ্দিগেজলে। লক্ষকোটিলোকচতুর্দ্দিগেহরিবোলে॥ চন্দ্রেরআলোকঅতিঅপূর্ব্বদেখিতে। দিবা
নিশিএকেকেহোনারেনিশ্চয়হইতে॥ সকলদুয়ায়শোভাকরেপূর্ণঘটে। ব্রহ্মাণ্ডপূর্ণ্যমটেঅগ্নিসাবদ্বীপজলে॥ অন্তরীক্ষেথাকিয়তশুদ্ধদেবগণ।
নন্দনমল্লিকাপুষ্পকরেবরিষণ॥ পুষ্পেপূর্ণহৈলনবদ্বীপবসুমতী। পুষ্পরূপেজীবেআররত্নাকরিলাউন্নতি॥ সুকোমলপাদাম্বুজপ্রভুরজানিঞা।
জীবআরকামিনাদেবীপুষ্পরূপহৈয়া॥ আগেনাচেন্তঠাকুরশ্রীবাসহরিদাস। পাছেনাচেগৌরচন্দ্রসকলপ্রকাশ॥ যেনগরেপ্রবেশকরয়েগৌ
ররায়। গৃহছাড়িপরিহরিশুনিলোকধায়॥ দেখিয়াশ্রীচন্দ্রমুখজগতজীবন। দণ্ডবতহৈয়াপড়য়েসর্ব্বজন॥ নারীগনহুলাহুলিদিয়াবোলে
হরি। স্বামিপুত্রগৃহহৈতেসকলপাশরি॥ অর্ব্বুদঅর্ব্বুদনগরিয়ানদিয়ার। কৃষ্ণবশেউন্মাদহইলসভার॥ কেহোনাচেকেহোগায়বোলেহ
রিহরি। কেহোগড়াগড়িজায়আপনাপাশরি॥ কেহোগায়কেহোনাচেকেহোবাদ্যমুখে। কেহোকারোকান্ধেউঠেপরানন্দসুখে॥ কেহোকা
রোচরণধরিয়াপড়িকান্দে। কেহোকারোচরনেআপনকেশবান্ধে॥ কেহোদণ্ডবতহয়কাহারোচরনে। কেহোকোলাকুলিকরেপ্রকারোসনে॥

1249

যেশোভে। যেবুঝি অনন্ত: স্বয়ংভগবন্ত: রহিলা পরশ লোভে।৭। নিত্যানন্দচান্দ: মাধবনন্দন: শোভেকরে দুইপাশে। যতপ্রিয়গণ: করয়েকীর্ত্তন: শত্যাগহি চা
হিঁচাহিহাসে।৮। যাহারকীর্ত্তনে: করিঅনুক্ষণ: শিবদিগাম্বর ভোলা। শোপ্রভুবিহরে: নগরেনগরে: করিয়াকীর্ত্তন মেলা।৯। জেকর জেকেশ: জেঅঙ্গ জে
বেশ: ক্রমনা নানন করে। শোপ্রভুযুনায়ে: গড়াগড়িজায়ে: প্রতিনগরেনগরে। লাখকোটি দীপে: চান্দের আলোকে: নাজানি কিভেলশুমে। সকলশাস্ত্রা
রা: হরিবহি আর: নাবোলই কারামুখে।১১। অপুর্ব্ব কৌতুক: দেখিশব্দলোক: আনন্দে হইলা ভোল। শতাইশতারে: চাহিয়া বোলেন: তাইতাই

হরিবোল।১২। প্রভুর আনন্দ জানে নিত্যানন্দ: যখন জেরূপ হয়। পড়িবারবেলে: দুইবাহু মেলে: যেন অদৈত বর হে।১৩। নিত্যানন্দ ধরি: বিরাশা
করি: খনে মহাপ্রভুবেশে। বামকক্ষেতালি: দিয়াপ্রভুহরনী: হরিহরিবুলি নিহালো।১৪। অকপট খনে: কহথাপনে: মুকুন্দের নারায়ণ। কংশা
শুরমারি: মুক্তিশেক শারি: বলিছনিয়া ব্রাহ্মণ। শেতবন্ধকারি: রাবণ সংহারি: মুক্তিশেরাঘবরায়। করিয়াহুঙ্কার: তত্ত্বআপনার: কাহেচারি
দিগেচায়।১৫। কেবুঝে শে তত্ত্ব: অচিন্ত্য মহত্ত্ব: শেইজানে কহে আন। দন্তে তৃনকরি: প্রভুপ্রভুবুলি: মাগয়ে তকাতদান। যখনে যেকরে: গৌরাঙ্গ

সুন্দরে: সব মনোহর লীলা। আপনবদনে: আপনচরনে: অঙ্গুলিধরিয়াখেলা। বৈকুণ্ঠঈশ্বর: প্রভুবিশ্বম্ভর: সবনদীপেনাচে। শ্বেতদীপ নাম:
নবদ্বীপগ্রাম: বেদে প্রকাশিবে নাহে।১৭। মন্দিরা মৃদঙ্গ: করতাল শঙ্খ: নাজানি কতেক বাজে। মহাহরিধ্বনি: চতুর্দ্দিগে শুনি: মাঝে শোভে
দ্বিজরাজ।২০। জয়জয়জয়: নগরকীর্ত্তন: জয়বিশ্বম্ভর নৃত্যে। বিংশতিপদগীতে: চৈতন্যচরিত: জয়চৈতন্যের ভৃত্যে।২১। যেইদিগে চাহে বিশ্ব
ম্ভররায়ে: শেইদিগে প্রেমে ভাসে। শ্রীবিশ্বচৈতন্য: নিত্যানন্দচান্দ: গায়ে বৃন্দাবনদাসে। ॥ ॥ ২২। ॥ ॥ ॥ ৩।

১০৬
১০৬

বৈকুণ্ঠেররায়। ক্ষনেহাশেক্ষনে পড়েক্ষনে গড়িজায়॥ মদন মোহন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। সর্ব্ব অঙ্গে শোভে মালা অতি মনোহর॥ যজ্ঞসূত্র ত্রিকচ্ছ বস
ন পরিধান। ধুলা যে ধূসর প্রভু কমল নয়ান॥ মস্তকে নিহেন প্রেমধারে রক্তাম্বর। চান্দের নাগায় সাধ দেখিতে বদন॥ সুন্দর নাশায় বহে অবিরত ধার।
অতিক্ষীন যেন দেখি মুক্তাহার॥ সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন। তহিমান তিরমালা অতি সুশোভন॥ জনমেজনমে প্রভু দেহ এইদান। হৃদয়ের
ত্বক এইরূপ অবিরাম॥ এইমত রমাগৌরাঙ্গ কনত্রব। নাচিয়াজায়ে প্রভু শচীর নন্দন॥ প্রিয়তম সব আগে নাচি নাচি জায়। আপনে নাচএ পাছে বৈকু

ণ্ঠের রায়॥ চৈতন্য প্রভু শেষ ভক্ত বা চাইতে জানে। যে কাবে ভক্ত তেঁ করএ আপনে॥ এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। সভার শহিতে আইলা গঙ্গা
পাশে॥ চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ পুলকী ওঁগায়। বৈকুণ্ঠ নায়ক নাচে শ্রীখন দীয়ায়॥ হরিবোল মুগ্ধা হরিবোল রে। যেবা বিনু না তরিসম ওয়ারে॥ এই
সবকীর্ত্তনে নাচএ গৌরচন্দ্র। ব্রহ্মাদি শেবয়ে যার পাদপদদ্বন্দ্ব॥ পাহিড়ারাগ॥ ০॥ নাচে বিশ্বম্ভর: শভার ঈশ্বর: ভাগির থীতীরে তীরে। যার প
দধূলি: হইল প্রভু হলী: অনন্ত ধরয়ে শীরে॥ ধ্রু॥ অপূর্ব্ব বিকার: নয়নে শুধার: হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি। হাসিয়া হাসিয়া: শ্রীভুজ তুলিয়া: বোলে হরিহরি:

বানি॥ ১॥ মদ সুন্দর: গৌর কলেবর: দিব্য বাশ পরিধান। চাঁচর চিকুরে: মালা মনোহরে: দেখি যেন পাঁচবান॥ চন্দনে চর্চ্চিত: শ্রীঅঙ্গ শোভিত:
গলে দোলে বনমালা। ঢুলিয়া পড়য়ে: প্রেমে স্থির নহে: আনন্দে শচীর বালা॥ ৩॥ কাম শরাশন: ভ্রুযুগ পত্তন: ভালে মলয়জ বিন্দু। মুকুতা দশন: শ্রী
যুত বদন: প্রকৃতি করুনা শিন্ধু:॥ ৪॥ ক্ষনে শত শত: বিকার অদ্ভুত: কত কবিব নিশ্চয়। অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম: পুলক বৈবর্ন্ন্য: নাজানি কতেক হয়॥
৫॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া: কখনো রহিয়া: অধরে মুরুলী বায়। জিনি মত্ত গজ: চলই সহজ: দেখি নয়ন জুড়ায়॥ অতি মনোহর: যজ্ঞসূত্রবর: সদয় হৃদ

হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়। বৈকুণ্ঠ শেবক যাহা চাহে সর্ব্বথায়॥ যে সুখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর। হেন রসে ভাসে সব নদীয়া নগর॥ গঙ্গাতীরে তী-
রে গুপ্ত বৈষ্ণবের রায়। সাঙ্গোপাঙ্গে অস্ত্র পারিষদে নাচি জায়॥ হেন দিব আনন্দে নাহিক কন মুখ্য। আনন্দে হৈলা সর্ব্ব দিগে পাষম
ধ্য॥ তিন মন্ত্র অনাচার হেন শুনি নাই। পরম ভঁড় যান হৈল সর্ব্বঠাঞি ঠাঞি॥ নাচিয়া জায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। বেঢ়িয়া গায়েন চউ
দ্দিগে অনুচর॥ তুয়া চরণে মন লাগু সারঙ্গধর। তুয়া চরণে মন লাগহু রে॥ চৈতন্য চন্দ্রের এই আদি শঙ্কীর্ত্তন। ভক্তগণ গায় নাচে

শ্রীশচীনন্দনে॥ কীর্ত্তন কারণ শাতে ঠাকুরের শনে। কোন দিগে জায় ইহা কেহ নাহি জানে। লক্ষকোটী লোকে যে করয়ে হরিধ্বনী। ব্রহ্মা-
ণ্ড ভেদ যে যেন হেন মত শুনি॥ ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত। কৃষ্ণ সুখে পূর্ণ হৈলা নাহি আর অন্ত॥ সপারধদে শর্ব্ব দেব আইলা ৮০৫
দেখিতে। দেখিয়া মুর্চ্ছিত হৈলা সভার শহিতে। চৈতন্য পাইয়াছেন শর্ব্ব দেবগণে। নররূপে মিশাইয়া করেন কীর্ত্তনে॥ অজ ভব নারদের বরুণ যমরাজ। ৮০৬
যমশোম আদি যত দেবের শমাজ। কৃষ্ণ সুখ স্বরূপ অপুর্ব্ব দেখি রঙ্গ। সভে হৈলা নররূপে চৈতন্যের সঙ্গ॥ দেবে নরে একত্র হৈয়া হরি বোলে।

আকাশ পুরিয়া সব মহাদ্বীপ জলে। কদলক বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে। পূর্ণ ঘট ধান্য দুর্ব্বা দীপ আম্রশারে॥ নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি
কার। অসংখ্য মণ্ডবের নগর বাজার॥ একো জাতি লোক জার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ। ইহা শংখ্যা করিবেক কেমন মুগধ॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া
বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥ স্ত্রীলোক জতেক জয়কার বোলে হরি॥ অহো লক্ষবার বেড় বর্ণিতে না পারি॥ যে সব দেখয়ে প্রভুর নাচিয়া
জাইতে। তারা আর চিত্ত বৃত্ত না পারে ধরিতে। শোকাকর্ণ শুনিতে মোর ক্রন্দন শুনিতে। পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া হাসিতে। বোল বোল বুলি নাচে

আইলা প্রভুকে দেখিতে। কোটি কোটি মহাতাপ জনিতে লাগিল। চন্দ্রের কিরণ সব শরীরে হইল। চতুর্দ্দিগে কোটি কোটি মহাদীপ জলে। কো
টি কোটি লোক চতুর্দ্দিগে হরি বোলে। দেখিয়া প্রভুর হৃদে অপূর্ব্ব বিকার। আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার। ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ সব ধূল
ময়। নয়নের জলে ক্ষণে সর্ব্বাঙ্গ তিতয়। শেষ মন্দ শেষ মর্ম্ম শেবাপূর্ণ কে দেখিতে। পাশারি রোচ্ছিত্ত বিত্ত ফবয়ে নাচিতে। নাগরে উঠিল
মহানন্দ কোলাহল। হরি বুলি ঠাকুর ঠাকুর নাচে নেশ কল। হরি ও রাম ও হরি ও রাম। হরি বুলি নাচে সকল ভাগ্যবান। ঠাকুর ঠাকুর

এইমত মিলি দশে পাঁচে। কেহো গায় কেহো বায় কেহো মারে নাচে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হইল সম্প্রদায়। আনন্দে নাচিয়া সব নব
দ্বীপ জায়। হরে রাম রাম রাম, যাদব নারায়ণ মহ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন। কেহো কাহো না চিনে হইয়া এক মেলি। দশে পাঁচে
নাচে হাথে দিয়া করতালি। হইহাতে জোড়া দীপ তৈলের ভাজনে। এবড় অদ্ভুত তালি দেই বা কেমনে। হেন বুঝি বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে। বৈকুণ্ঠ কতা
বধর্ম্ম পাইল কেলো কে। জীব মাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল। না জানিল কেহো কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বল। হস্ত যে হইল বারি তাহা নাহি জানে। আপনার ক্ষ

ত গেল তবে তালি কেনে। হেনমতে বৈকুণ্ঠের সুখে নবদ্বীপে। নাচিয়া জায়েন রাজে বন সমীপে। বিজয় করিলা শ্রুতে নন্দ ঘোষের বালা। বাম হাতে
বাম্লি গলে কদম্বের মালা। এইমত কীর্ত্তন করিয়া সব লোক। পাশরিল দেহ ধর্ম্ম যত দুঃখ শোক। গড়াগড়ি জায় কেহো মালসাট মারে। কাহার
জিহ্বায় নানামত বাক্য স্ফুরে। কেহো বোলে এবেকা দিবে ডাগেল কোথা। না নিপাও এখনে ছিড়িয়া পেল মাথা। নড়াদিয়া জায় কেহো পাশ
রি বরিতে। কেহো পাশাণ্ডির নামে কিলায় মাটি তে। না জানি কতেক জন নাচে কেবা গায়। না জানি কতেক জন মৃদঙ্গ বাজায়। হেনবেলা মহাস্থী

1253

নারিকেল আম্র শার। ঘৃতের প্রদীপে শোভে পরম সুন্দর॥ দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপরে। এই মত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে॥ হেন নাহি জানি ইহা কোনে
জনে করে। মূর্ত্তিমন্ত লোক সব প্রকাশে স্বচ্ছন্দে। কেহো কারে না জানে পরমানন্দ রঙ্গে॥ চোরের আছিল চিত্ত এই অবসরে। অজিতুরি করিবাঙ
প্রতি ঘরে ঘরে॥ লোকে চোর পাশরিল আপন ব্যভার। হরি বহি মুখে কারো না আইসে আর॥ হইল সকল পথ পুষ্প কড়িময়। কে বা কারে কেবা
পেলে হেন রঙ্গ হয়॥ স্তুতি দেন নানা মানি স্বপন সকল কথা। এই মত হয় কৃষ্ণ বিহরয়ে যথা॥ নবলক্ষ প্রাসাদ দ্বারকার রত্নময়। নির্ম্মিত হইল সে
ই ভাগবতে কয়॥ যে কালে যাদব সঙ্গে সেই দ্বারকায়। জন্ম কৌতুক করিলেন এই দ্বিজরায়॥ জগতে বিদিত এই নবগুণ সাগর। ইচ্ছামাত্রে হইলা
অমৃত জলধর॥ হরির লীলা কহে এ সব গোপ্য কথা। এতেক সন্দেহ কিছু না করিহ তথা॥ সেই প্রভু নাচেন নিজ কীর্ত্তনে বিহ্বল। আপনেই
উপসন্ন সকল মঙ্গল॥ জগতের মিত্র প্রভু নৃত্য করি যায়। আগে পাছে হরি বলি সর্ব্ব লোক ধায়॥ আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কথো ১০৪
লয়া। নৃত্য করি চলিলেন পরমানন্দ হৈয়া॥ তবে হরিদাস কৃষ্ণ সুখের সাগর॥ আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর॥ তবে নৃত্য করিয়া চলি ১০৪

লা শ্রীবাস। কৃষ্ণ সুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস॥ এই মত ভক্তবর্গ আগে চলি যায়। সভারে বেড়িয়া এক সম্প্রদায় গায়॥ সকল পশ্চাতে
ভক্ত গৌরাঙ্গ সুন্দর। যাহেণ করিয়া নৃত্যে অতি মনোহর॥ মধুকণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ। কত নাহি গায় লোকে হইল গায়ন॥ মুরারি
গোবিন্দ দত্ত রামাই মুকুন্দ। কাশীশ্বর বাসুদেব আদি যত বৃন্দ॥ সভে হই গায়েণ প্রভু বেড়িয়া নাচেন। আনন্দে পূর্ণিত প্রভু সঙ্কীর্ত্তি জ
যেণ॥ নিত্যানন্দ গদাধর জায়েণ দুই পাশে। প্রেমসুধা সিন্ধু মাঝে দুইজন ভাসে॥ চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। লক্ষ কোটি লোক

1255

অবে হয় যে করিলেন শ্রীবাশ পণ্ডিত। এক শ্লোক দায় গাইবেন অনুনীত।। নিত্যানন্দ দিগে মাত্র চাহিলেন প্রভু। নিত্যানন্দ বোলে তোমা না ছাড়িমু কভু।।
ধরিয়া বুলিব প্রভু এহি কার্য্য মোর। তিলেক হৃদয়ে প্রভু না ছাড়িমু তোর।। স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোনো শক্তি। যথা যথা নিত্য আমি যে এহি মোর ভক্তি।
নিত্যানন্দ ধারা দেখে নিত্যানন্দ আঙ্গে। আলিঙ্গন করি রাখিলেন নিজ আঙ্গে।। এইমত যার জেন চিত্তের উল্লাস। কেহো বা স্বতন্ত্র নাচে কেহো প্রভু পাশ।।
মন দিয়া শুন ভাই নগর কীর্ত্তন। যে কথা শুনিলে কর্ম্ম বন্ধের খণ্ডন।। গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাশ। গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাশ।। রাম

হরি গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর। বাশুদেব শ্রীগর্ভ শ্রীমুকুন্দ শ্রীধর।। গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য। শুক্লাম্বর আদি যে যে জানের ??? কার্য্য।
অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য কত জানি নাম। বেদে কাশী দ্বারে কতো হইব বাখান।। শাঙ্গোপাঙ্গে অস্ত্র পারিষদে প্রভু নাচে। ইহার নির্ব্বারে কি নরের শ- ১০৩
ক্তি আছে।। অবতার এমত কি আছয়ে অদ্ভুত। যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত।। তিলেক তলে বাসে বিশ্বম্ভরের উল্লাশ। অপরাহ্ন আসি যাইর
সপরকাশ।। ভক্তজনের চিত্তে রহিল আনন্দ। সভে শুনি লিঙ্গ মাঝে তাপে ভক্তবৃন্দ।। নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত।। দেখিয়া জীবের ১০৩

বন্ধ দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত।। স্থাবর জঙ্গম কি বা স্থাবর জঙ্গম। সেন যে দেখিলে সব বন্ধের মোচন।। কাহারো নাহিক বাহ্য আনন্দ আবেশে। গোধূলি
সময় আসিয়া করিল প্রবেশে।। কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে। পরশিয়া কৃষ্ণ ও শ্রীহরি ধ্বনী করে।। হুঙ্কার করিল প্রভু শচীর নন্দন। সুখে
পরিপূর্ণ হৈল সভার শ্রবণ।। হুঙ্কারের মুখে শাস্ত হইল ত্রিভুবন। হরি বুলি শাস্ত্রে দ্বীপ জানি না শকল।। লক্ষ কোটি দ্বীপ সব চণ্ড দিগে জলে।। লক্ষ
কোটি লোক মিলি হরি হরি বোলে।। কি শোভা তাহা হৈল শে বুলিতে শক্তি কার।। কি সুখের না জানি হৈল অবতার।। কি বা চন্দ্র শোভে কি বা শোভে দিন
মনি।।

কস্তুর বিহরি বোলেন নগরিয়াগণ॥ প্রভু বোলে নিত্যানন্দ হও সাবধান। এইক্ষণে চল সর্ব্ববৈষ্ণবের স্থান॥ সর্ব্বনবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন॥ দেখোঁ
মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন জন॥ দেখোঁ আজি পোড়াঙ কাজির ঘর দ্বার। কোন কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥ প্রেমভক্তিবৃষ্টি আজি করি
মু বিশাল। পাষণ্ডিগণের হউ আজি কাল॥ চল চল ভাই সব নগরিয়াগণ। সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন॥ কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবে
কিয়ে। এক মহাদীপ লই আসিবেক সভে। ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ারে। কীর্ত্তন করিমু দেখোঁ কোন কর্ম্ম করে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সে

বকের দাস। মুঞি বিদ্যমানে কোন ভয়ের প্রকাশ॥ তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহো না মানিহ মনে। বিকালে আসিবা সভে করিয়া ভোজনে॥ তত ক্ষণে চলি
লেন নগরিয়াগণ। আনন্দে হরিবোল শত করে ভোজন॥ নিমাঞিপণ্ডিত আজি নগরে নগরে। নাচিবেন শুনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥ যার হৃদে
না দেখিয়াছে দীপ যার লোক। কত কোটি শত শেক করিয়াছে শোক॥ হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে॥ আনন্দে দেয়টি বান্ধে প্রতি ঘরে ঘরে॥ বাপে বান্ধি
লেও পুত্র বান্ধে আপনার॥ কে হো কারে হরি শেনা পারে বাঝিবার॥ তার বড় তার বড় সভেই বান্ধেন। বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া নয়েন॥ অনন্ত অ

র্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার। এ দেয়টি শত আর করিবার শক্তি কার॥ ইহি মধ্যে যেয় ব্যবহার বেবড় হয়। শত কোটি সাজাইয়া কোন জনে নয়॥ হইল
দেয়টীময় নবদ্বীপপুর। শ্রীরানন্দের বন্দি বাচিলে প্রচুর॥ এ হেন শক্তি অন্যের কি হয়ে কৃষ্ণ বিনে। তথাপি পাপী লোকে না জানিল এত দিনে॥ প্রভুর
আজ্ঞায় মাত্র শর্ব্ব নবদ্বীপ। চলিলা দেয়টি লই প্রভুর সমীপ॥ মুনি শর্ব্ব বৈষ্ণব আইল তত ক্ষণ। সভারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন॥ আগে
নৃত্যে করিবেন আচার্য্য গোসাঞি। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি॥ মধ্যে নৃত্যে করি জাইবেন হরিদাস। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ॥